পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 32 Thursday, 1 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা ❋ ১৬ পৌষ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। বুধবারই ছিল মনোজ পন্থের এই পদে শেষ দিন। তাঁর মেয়াদ বাড়ল না। নবান্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল ওই দায়িত্ব পেতে চলেছেন নন্দিনী চক্রবর্তী। এতদিন তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্বে। সেই পদে এলেন আইএএস জগদীশ প্রসাদ মিনা। এখানে বলে রাখা ভাল, এই প্রথম বাঙালি কোনও মহিলা রাজ্যের মুখ্যসচিব হলেন। গত জুন মাসে মুখ্যসচিব পদে মেয়াদ শেষ হয়েছিল মনোজ পন্থের। কিন্তু সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর মেয়াদ ৬ মাসের জন্য বাড়িয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে ৩১ ডিসেম্বরই তাঁর পদে থাকার শেষ দিন ছিল। সূত্রের খবর, এবারও তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে নন্দিনী চক্রবর্তীকে দায়িত্ব দেওয়ার। নতুন মুখ্যসচিব হওয়ার দিনই আইএএস মহলে স্বাভাবিকভাবেই রদবদল ঘটেছে ও দায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন আইএএস অত্রি ভট্টাচার্য, আইএএস সুরেন্দ্র গুপ্তা, আইএএস দুশমন্ত নারিয়ালা, আইএএস বরুণ কুমার রায়। সবমিলিয়ে ২০২৬-এর ভোটের আগে বড় দায়িত্ব পেলেন ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস নন্দিনী চক্রবর্তী। অন্যদিকে ২০০৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার জগদীশ মিনার ওপরও ভরসা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১ ডিগ্রিতে জবুথবু কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ বছরের শেষ দিনে দুর্দান্ত ইনিংস শীতের। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কনকনে ঠান্ডায় আজ কার্যত জবুথবু তিলোত্তমা। ২০২৫ সালের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে চলতি মরশুমের শীতলতম দিন এটি। তবে শুধু কলকাতা নয়, জেলাতেও রেকর্ড তাপমাত্রা বছরের শেষ দিনে। এক কথায় ভোরের আলো ফুটতেই হাড় কাঁপানো ঠান্ডার দাপট সর্বত্রই। উত্তর থেকে দক্ষিণ-গোটা রাজ্য জুড়েই এখন শীতের রাজত্ব। সান্দাকফুতে তাপমাত্রা মাইনাস ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দার্জিলিং কাঁপছে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পিছিয়ে নেই দক্ষিণবঙ্গও। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতে তাপমাত্রার পারদ ৭ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করছে। এক কথায় মাঘের শীত যেন বছরের শেষ দিনেই নিজের সবটুকু তেজ ঢেলে দিয়েছে বাংলার উপর। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও নজরে পড়ার মতো। তাপমাত্রা কম থাকায় শীতের দাপট আরও বেড়েছে। সোমবার ও মঙ্গলবার কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের

তুলনায় যথাক্রমে সাড়ে ৭ ও ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল। বুধবার সন্ধ্যার পরে রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় ঘন কুয়াশার দাপট দেখা যায়। দার্জিলিং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুয়াশার সতর্কতা জারি হয়েছে ইতিমধ্যেই। এ ছাড়াও, শীতল ও পুবালি হাওয়ার জেরে আলিপুরদুয়ারে আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে উত্তুরে হাওয়ার পথে বাধা আসতে পারে। এর ফলে নতুন বছরের শুরুতে তাপমাত্রা সামান্য বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঠান্ডার দাপট কমছে না এখনই। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, রবিবার রাত থেকে আবারও নামতে শুরু করবে তাপমাত্রার পারদ। নতুন বছরের ৫ থেকে ১২ জানুয়ারি মধ্যে রাজ্যে ফের নতুন করে জাঁকিয়ে বসতে পারে শীত। এর প্রভাবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় শৈত্য প্রবাহের সম্ভাবনা প্রবল। মোটের উপর, নতুন বছরেরও শীতের ইনিংস অব্যাহত থাকবে, তা বলাই যায়।

‘ইভিএম নয়, ভোটার তালিকাতেই চুরি হচ্ছে’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বরঃ ‘ভোটার তালিকাতেই চুরি হয়েছে। ইভিএম-এ চুরি হয়নি। এটাই বিরোধী দলগুলি ধরতে পারেনি।’ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বৈঠকের পরে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিনের বৈঠকে এসআইআর এবং হিয়ারিং সংক্রান্ত মোট দশটি প্রশ্ন করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। তবে দু-একটি বিষয়ে যসামান্য উত্তর ছাড়া কোনও প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন অভিষেক। লোকসভায় আশানুরূপ ফল না করলেও বিগত কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনে জয়জয়কার হয়েছে বিজেপির। ইআরও-কে না জানিয়ে নাম ডিলিট করে দেওয়া হচ্ছে, কোন সফটওয়্যার দিয়ে ম্যাপিং বা তালিকা সংক্রান্ত কাজ করা হচ্ছে? এরকম একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি ৫৮ লক্ষ যে নাম বাদ গিয়েছে, তার মধ্যে কতজন রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি রয়েছে, সেই সংখ্যাও জানানোর জন্যে বলা হয় কমিশনের কাছে। ‘সন্দেহজনক ভোটার’-এর নামের তালিকা প্রকাশের বিষয়টিতে জোর দেওয়ার পাশাপাশি হিয়ারিং-এ বুথ লেভেলে এজেন্ট (রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি) থাকবে না কেন? সেই বিষয়ে জোর দেওয়া হয় কমিশনের সামনে। অভিষেক বলেন, ‘‘এনিউমারেশন ফর্ম বিলির সময়ে যখন বিএলও থাকছেন, ভোটের সময়ে যখন সব দলের বিএলএ

মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, দিল্লি এবং বিহারে বিরোধীরা ভোটার তালিকায় কারচুপির ব্যাপারটি ধরতে পারেনি বলে দাবি করেছেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ‘‘আমি প্রতিটি সমমনস্ক রাজনৈতিক দলগুলিকে বলছি, ভোটার তালিকায় চুরি হচ্ছে। সফটওয়্যার দিয়ে চুরি করা হচ্ছে। ইভিএম দিয়ে হচ্ছে না। কারণ ইভিএম আপনি চেক করতে পারবেন। কিন্তু কোন অ্যালগরিদম বা সফটওয়্যার দিয়ে ৫০ লক্ষ থেকে এক কোটি ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটা আপনি ধরতে পারবেন না।’’ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মোট দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল এ দিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মোট দশটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় কমিশনকে। ‘সন্দেহজনক ভোটার’-এর নামের তালিকা কেন প্রকাশ করা হচ্ছে না, কেন বিএলএ-দের হিয়ারিং-এর সময়ে উপস্থিত রাখা হচ্ছে না, কেন থাকছেন, তা হলে হিয়ারিং-এ থাকবে না কেন?’’ বিষয়টি নিয়ে সম্মতি না পাওয়া গেলে এটি নিয়ে একটি সার্কুলার জারি করার কথা জানানো হয় তৃণমূলের তরফে। তবে এরকম কোনও সার্কুলার জারি করা হবে না বলে কমিশন জানিয়েছে কমিশন। এর পরেই অভিষেকের আক্রমণ, ‘‘ওঁরা সার্কুলার জারি করবে না কারণ, ওঁরা জানেন সার্কুলার জারি করলেই সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আদালতে চ্যালেঞ্জ করব।’’ এ দিনের বৈঠকের মাঝে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার মেজাজ হারিয়ে কথা বলেন বলে দাবি অভিষেকের। তাঁর কথায়, ‘‘উনি দেখলাম আমাদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলছেন, আমরা সেটা করতে মানা করি। আমি বলি, আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। আমরা এখানে যাঁরা আছি, প্রত্যেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, মনোনীত নয়।’’ একাধিক বার এ দিনের বৈঠকের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জও দেন অভিষেক।

গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬

এবছর নিরাপত্তা আরও জোরদার কড়া নজরদারিতে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৬ উপলক্ষে এবছর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আগের তুলনায় আরও শক্ত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নিরাপদ যাত্রা ও নির্বিঘ্ন স্নানের জন্য প্রশাসন একাধিক নতুন ব্যবস্থা নিয়েছে। সম্প্রতি আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে সেই প্রস্তুতির বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবছর মেলা এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে। ইসরোর তৈরি ন্যাভআইসি করা হচ্ছে, যাতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় এবং বিশৃঙ্খলা এড়ানো যায়। দুর্যোগ মোকাবিলায় এবছর বাহিনীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। প্রায় ২,৫০০ সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী প্রস্তুত থাকবে। নদীপথে নিরাপত্তার জন্য বসানো হচ্ছে বিশেষ আলো ও টাওয়ার, যাতে কুয়াশার মধ্যেও গাড়ি চলাচল নিরাপদ থাকে। পাশাপাশি, কৌশলগত জায়গায় রাখা হচ্ছে ১৮টি অস্থায়ী ফায়ার স্টেশন। স্বাস্থ্য

প্রযুক্তি ব্যবহার করে গঙ্গাসাগরগামী সমস্ত বাস ও নদীপথে চলাচলকারী গাড়িকে রিয়েল টাইমে নজরে রাখা হবে। কোনও গাড়ি নির্ধারিত পথ থেকে সরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুমে সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে, যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার জন্য বসানো হচ্ছে ১,২০০-র বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা। পাশাপাশি, গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ২০টি ড্রোনের সাহায্যে আকাশপথ থেকেও নজরদারি চালানো হবে। মেলা প্রাঙ্গণ ও যাতায়াতের রাস্তায় প্রায় ৫৪ কিলোমিটার ব্যারিকেডিং পরিষেবার ক্ষেত্রেও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর ও আশপাশে তৈরি হচ্ছে ৫টি অস্থায়ী হাসপাতাল। মোট ৫৪০টি বেডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতির জন্য থাকবে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স, জল অ্যাম্বুল্যান্স ও প্রায় ১০০টি সাধারণ অ্যাম্বুল্যান্স। প্রশাসনের দাবি, এবছর নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা আগের যে কোনও বছরের তুলনায় অনেক বেশি শক্ত। পুণ্যার্থীরা যাতে নিশ্চিন্তে গঙ্গাসাগরে এসে পুণ্যস্নান করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই বাড়তি প্রস্তুতি।

স্বাগত ২০২৬...। সম্প্রতি জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই আতঙ্ক এবং দুর্দশা কাটিয়ে ছন্দে ফিরেছে সিডনি। আলোর রোশনাইয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাল অস্ট্রেলিয়া। প্রতি বছরের মতোই আলোকসজ্জা এবং আতশবাজির প্রদর্শনী হয় সিডনি হারবারে। বিশ্বের প্রথম বড় শহর হিসাবে নতুন বছরকে স্বাগত জানাল নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড।

সকলকে একজোট হয়ে ময়দানে নামার বার্তা শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ অনুপ্রবেশ ইস্যুকে হাতিয়ার করে এবার যে ভোট বৈতরণী পার করতে চাইছে বিজেপি সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই নিজের দলের নেতা-মন্ত্রী-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে সেই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুধু তাই নয়, এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই, জিততেই হবে বিজেপিকে। তার জন্য সকলকে একজোট হয়ে ময়দানে নামার বার্তা দিয়েছেন শাহ। বলেছেন, ‘দিল পে লিখলো, হামারা সরকার হোগা।’ আজ অর্থাৎ বুধবার সল্টলেকে নিজের দলের নেতা-মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন শাহ। সেখান থেকে তাঁর বার্তা, ২০০ আসনে জিততেই হবে। অমিত বলেন, ‘‘আমরা যদি তিন থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, তাহলে সাতাত্তর থেকে কেন ২০০ পৌঁছতে পারব না?’’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলেছেন, কলকাতা নিরাপদ নয়। অনুপ্রবেশের দাপট যখন আরও বাড়বে, তখন বিপদে ঘনিয়ে আসবে। আর তাই এই অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে সমূলে এই সরকার উপড়ে ফেলতে হবে। তিনি এ দিন বারবার জোড় দিয়েছেন জনসংযোগের উপর। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেন, ‘‘এক কর্মীর সঙ্গে অন্য কর্মীর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ বাড়ান। সবাইকে জাগ্রত করুন। কলকাতার চারটে জেলার সবাই আছেন। গৃহ-সম্পর্ক বাড়ান।’’ অর্থাৎ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে

মানুষের সমস্যা-দুঃখ-দুর্দশা শোনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এখানে উল্লেখ্য, এর আগে যখন বাংলায় তিনি এসেছিলেন দেখা গিয়েছিল প্রান্তিক মানুষের বাড়ির উঠোনে বসে মধ্যাহ্নভোজন সেরেছিলেন। ফলে জনসংযোগন তাঁর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই কথাই বলেন। এ দিন অমিত শাহ বলেন, ‘‘এই সরকার এসে ছিলেন মা মাটি মানুষের নাম করে। মা বিপন্ন। মাটিতে অনুপ্রবেশের দাপাদাপি। তাই বাড়ি বাড়ি সম্পর্ক তৈরি করুন।’’ পদ্ম শিবির সূত্রে খবর, এ দিন বিজেপি নেতাদের অমিত শাহ বার্তা দিয়েছেন যাতে নিজের-নিজের এলাকায় আরও বেশি করে সময় দেন বিজেপি নেতারা। অর্থাৎ পাড়ায় জনসংযোগে আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তিনি। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এও নির্দেশ দিয়েছেন, শুধু নিজের এলাকায় সময় দিলেই হবে না, পাশের এলাকাও জেতাতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছেন শাহ। এ দিন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক থেকে ঠিক করে দিয়েছেন বিধায়কদের একদিনে কটা করে সভা করতে হবে। তাঁর নির্দেশ, এক-একদিনে পাঁচ থেকে ছ'টি করে সভা করতে হবে। অর্থাৎ স্থানীয় ক্ষেত্রে প্রচারের মাত্রা যে আরও বাড়াতে হবে তাই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তবে বিধায়কদের ক্ষেত্রে সভার সংখ্যা ঠিক করে দেওয়া হলেও, সাংসদরা কটা করে সভা করবেন তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। সামনেই রয়েছে উচ্চ-মাধ্যমিক। ফলে সেই সময় মাইক বন্ধ থাকবে। তখনও যাতে প্রচার বন্ধ না থাকে সেই বার্তাও দিয়েছে অমিত। তাঁর নির্দেশ, এই সময়টা কর্মীদের বাড়িতে যেতে হবে। যে কর্মীর ক্ষোভ রয়েছে অভিযোগ রয়েছে-অনুযোগ রয়েছে তাঁদের কাছে যেতে হবে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে চা পান করতেও বলেছেন তিনি। এমনকী, সেখানে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, প্রচারে মোট দু'টি বিষয়ে জোর দিতে বলছেন অমিত শাহ। একটি হল অনুপ্রবেশ অন্যটি অনুপ্রবেশকারী মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি নিয়ে। শাহের স্পষ্ট নির্দেশ এই দুই ইস্যুতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে প্রচারে। এখানে উল্লেখ্য, অমিত শাহ নিজেও গতকাল সাংবাদিক বৈঠক থেকে বারেবারে সরব হয়েছিলেন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই ক্রমেই বাংলার ডেমোগ্রাফি ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করা হচ্ছে। অমিত শাহ গতকাল বলেছিলেন, ‘‘ভৌগোলিক দিক থেকে কঠিন হওয়ায়, সীমা থেকে পেরিয়ে আগে অনুপ্রবেশকারী বাংলায় ঢোকে! থানার পুলিশ কী করছে? অসম, ত্রিপুরা কীভাবে অনুপ্রবেশ বন্ধ হল? বাংলায় কেন হল না? বাংলার ডেমোগ্রাফি ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করা হচ্ছে।’’

চিড়িয়াখানা থেকে ইকো পার্ক, দিঘা থেকে দার্জিলিং বর্ষশেষের আনন্দ চেটেপুটে নিতে ভিড়ে থিকথিক চারিদিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে শহর কলকাতা থেকে শুরু করে দিঘা, দার্জিলিং, সর্বত্রই বর্ষবরণের উন্মাদনা। তাই বছরের শেষ দিনটা চেটেপুটে উপভোগ করতে সকাল থেকেই শহরের নানা প্রান্তে বেরিয়ে পড়েন মানুষজন। বাস-ট্রামে উপচে পড়া ভিড়, রীতিমতো ধাক্কাধাক্কির ছবি ধরা পড়েছে কলকাতা মেট্রো-তে। একই অবস্থা ফেরি সার্ভিস ও লোকাল ট্রেনেরও। আলিপুর চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, পার্কস্ট্রিট, ইকো পার্ক, নিক্কো পার্ক ও সায়েন্স সিটি-র মতো শহরের দর্শনীয় স্থানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে শহরজুড়ে হইহই রব। রাজ্যের বাইরের ছবিটাও প্রায় এক। বছরের শেষ বা শুরু-বাঙালির চিরকালীন প্রিয় গন্তব্য দিঘা। বড়দিন থেকেই পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো, জানাচ্ছেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। তবে ৩১ ডিসেম্বর সেই ভিড়ই জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘা সমুদ্রের পাড়জুড়ে শুধুই মানুষের কালো মাথা। বর্ষবরণে পর্যটকদের আনন্দ আরও বাড়াতে দিঘায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। আয়োজন করা হয় ‘বিচ ফেস্টিভ্যাল’। আর সবচেয়ে বড় চমক, ৩১ ডিসেম্বর রাত ঠিক ১২টার পর। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মধ্যরাতে দিঘার আকাশ আলো করে ফুটবে আতশবাজি। সমুদ্র সৈকত থেকে হাজার হাজার পর্যটক সাক্ষী থাকবেন সেই মায়াবী মুহূর্তের। তবে দিঘাতেই সীমাবদ্ধ নয় ভিড়। মন্দারমণি, তাজপুর ও শঙ্করপুর চত্বরেও এখন পা রাখার জায়গা নেই। সব জায়গাতেই ভিড় স্পষ্ট। ভ্রমণপিপাসু বাঙালির আরেক পছন্দের ঠিকানা সুন্দরবন। ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্য, জঙ্গলঘেরা নদীপথ, লঞ্চে চেপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ- সব মিলিয়ে বর্ষবরণে আলাদা আকর্ষণ রয়েছে সেখানে। প্রতিবছরের মতো এবারও শীত পড়তেই সেখানে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে। সুন্দরবনের সোনাখালি, গদখালি, ঝড়খালি জেটিঘাটে সকাল থেকেই পর্যটকদের ভিড়। সেখান থেকে লঞ্চে চেপে পাড়ি দিচ্ছেন জঙ্গল অভিযানে। ঝড়খালি, সজনেখালি, পাখিরালয়-সহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে রাজ্যের

নানা প্রান্ত থেকে পৌঁছনো মানুষের ভিড় রয়েছে চোখে পড়ার মতো। আর তালিকায় তো রয়েছেই সকলের পছন্দের দার্জিলিং। ম্যাল রোডে ভিড় থিকথিক করছে সকাল থেকে। সন্ধে হতেই তা বাড়ে ধীরে ধীরে। আর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।। সেলফি, ছবি, ভিডিও কিছু বাদ ছিল না। সঙ্গে চলে পেটপুজোও। বাকি শহর, শহরতলি, গ্রামাঞ্চলের ক্লাব থেকে ডিস্ক, ক্যাফে, চারিদিকে উন্মাদনা। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সকলে।

নববর্ষে মহাকালেশ্বর দর্শনে ভিড় সামলাতে বিশেষ ব্যবস্থা

উজ্জয়িনী, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে বছরের শেষ দিনে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিশেষ ধর্মীয় আয়োজন করা হয়েছে। পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বুধবার ভোর ৪টেয় মন্দিরের কপাট খুলে ভস্ম আরতি সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ভগবান মহাকালের দিব্য শৃঙ্গার করা হয়।মন্দিরের কপাট খোলার পর পুরোহিতরা গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত সকল দেবদেবীর পুজো করেন এবং মহাকালের জলাভিষেক সম্পন্ন করেন। এরপর দুধ, দই, ঘি, মধু ও ফলের রসে প্রস্তুত পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক করা হয়। মহাকালের মস্তকে চন্দ্র অর্পণ করে বিশেষ শৃঙ্গার সম্পন্ন হয়। ভোরের ভস্ম আরতিতে শতাধিক ভক্ত দর্শন করে পুণ্য অর্জন করেন। মন্দির প্রাঙ্গণ জুড়ে 'জয় মহাকাল' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।এদিকে ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি বিপুল সংখ্যক ভক্তসমাগমের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে মহাকালেশ্বর মন্দির এলাকায় বিশেষ প্রশাসনিক ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বুধবার উজ্জয়িনী পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে যান চলাচল, পার্কিং ও রুট পরিবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।এসপি প্রদীপ শর্মা ও ডিএসপি (ট্রাফিক) দিলীপ সিং পরিহার জানিয়েছেন, এই দু'দিন ভক্তদের নির্দিষ্ট পার্কিং এর জায়গায় গাড়ি রেখে শক্তিপথ হয়ে ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের মাধ্যমে পায়ে হেঁটে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে।চার চাকা ও দুইচাকা যানবাহনের জন্য আলাদা আলাদা পার্কিং ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত রিজার্ভ পার্কিং এর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ভিড় নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে নির্দিষ্ট কয়েকটি রাস্তায় তিন ও চারচাকা যানবাহনের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।ভক্তদের সুবিধার্থে হরিফটক চৌরাস্তা থেকে চারধাম টার্নিং পর্যন্ত শহরতলীর তরফে বাস পরিষেবা চালু থাকবে। ভারী যানবাহনের জন্য পৃথক ডাইভার্সন রুট নির্ধারণ করা হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ ও ভক্তদের নির্ধারিত নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে নির্বিঘ্নে দর্শন ও শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা যায়।

অযোধ্যায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, দর্শন করলেন হনুমানগড়ি

লখনউ, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার অযোধ্যায় যান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হনুমানগড়ি দর্শন করেন এবং প্রার্থনা জানান। তিনি শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তিনি রাম মন্দির প্রাঙ্গণে রাম লালার পূজার্চনা করে দেবী অন্নপূর্ণা মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজ উত্তোলন করবেন বলে জানা গেছে। ভগবান শ্রী রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী, প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী উপলক্ষে রাম মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া পাঁচদিনব্যাপী এই উৎসবের মূল অনুষ্ঠান বুধবার। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট এটি আয়োজন করেছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানটি ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি, পৌষ শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এটি হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী হিসেবে পালিত হয়। এই বছর এই তিথি পড়েছে ৩১ ডিসেম্বর। এই উপলক্ষে রাম মন্দির প্রাঙ্গণে রামচরিতমানস পাঠ, রামকথা প্রবচন, ভজন ও কীর্তন হচ্ছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মন কি বাতে কচ্ছের রন উৎসবের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী, ভারতের বৈচিত্র্য উপভোগের আহ্বান

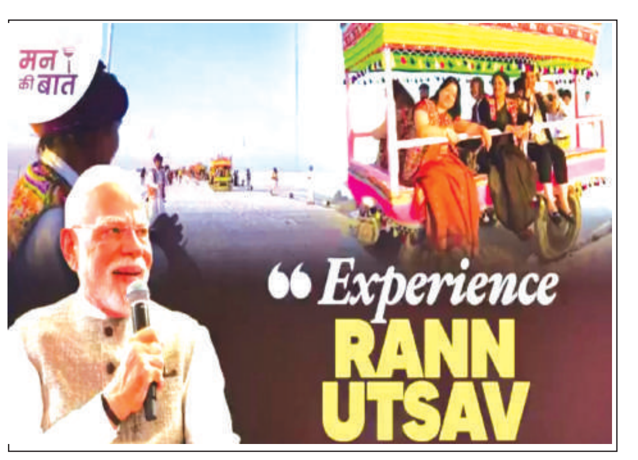

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ গত রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের ভাবনা ও অনুভূতি ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এটি ছিল 'মন কি বাত'-এর ১২৯তম পর্ব। প্রতিবারের মতোই এই অনুষ্ঠানেও দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, উন্নয়ন এবং মানুষের অংশগ্রহণের নানা দিক তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ঐদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উঠে আসে গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলে চলতে থাকা বিখ্যাত রন উৎসবের কথা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জানান, কচ্ছের শুভ্র রনে বর্তমানে এক বিশেষ উৎসবের আবহ বিরাজ করছে। চলতি বছরের ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই রন উৎসব আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন, এই উৎসব কেবল একটি পর্যটন অনুষ্ঠান নয়, বরং ভারতের লোকসংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যের এক জীবন্ত প্রদর্শনী। কচ্ছের রন উৎসবে গেলে দেশের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি, লোকসংগীত, নৃত্য ও হস্তশিল্পের অসাধারণ বৈচিত্র একসঙ্গে দেখার সুযোগ মেলে।মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কচ্ছের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, শুভ্র রনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর নিজেই এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সেই সাদা লবণাক্ত ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে প্রকৃতির বিশালতা উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে রাতের বেলায় যখন চাঁদের আলো শুভ্র রনের ওপর ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই দৃশ্য মনমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নাস্নাত রনের সেই সৌন্দর্য মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলে এবং দীর্ঘদিন স্মৃতিতে থেকে যায় বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।রন উৎসব অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে টেন্ট সিটির কথাও তুলে ধরেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, রন উৎসবের টেন্ট সিটি বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশের মেলবন্ধনে এই টেন্ট সিটি পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত এক মাসেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বিদেশ থেকেও দুই লক্ষের বেশি মানুষ এই রন উৎসবে অংশ নিয়েছেন। এই বিপুল উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, এই ধরনের উৎসব শুধু পর্যটনকে উৎসাহিত করে না, বরং স্থানীয় শিল্পী, কারিগর এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করে তোলে। লোকশিল্প, হস্তশিল্প এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জন্য এই উসব নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। তাঁদের কাজ দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, যা ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে আরও সুদৃঢ় করে।মন কি বাতের শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানান, যখনই সুযোগ পাওয়া যায়, এই ধরনের উৎসবগুলিতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করার। তাঁর কথায়, ভারতের বৈচিত্র্য শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা অনুভব করতে হলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এই উসবগুলিতে উপস্থিত হওয়া জরুরি। এই অভিজ্ঞতা মানুষকে একদিকে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনই দেশের ঐক্য ও বৈচিত্র্যের শক্তিকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।কচ্ছের রন উৎসবের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবারও স্পষ্ট করে দিলেন, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। মন কি বাতের এই পর্বে তাঁর বক্তব্যে সেই বার্তাই নতুন করে প্রতিধ্বনিত হল।

খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের

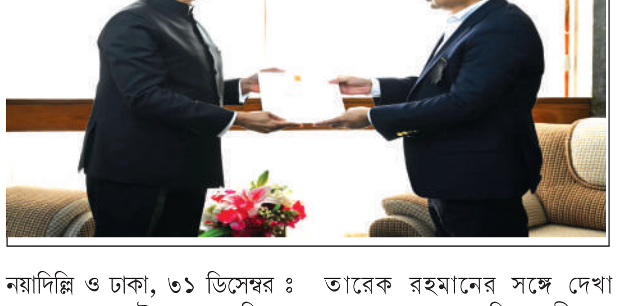

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বুধবার সকালেই খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে অংশ নিতে বিশেষ বিমানে ঢাকায় পৌঁছছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ঢাকায় পৌঁছে বিএনপি-র শীর্ষ নেতা তথা খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন জয়শঙ্কর। সেই সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফে একটি পত্রও তারেকের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, এ দিন দুপুরে খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন খালেদা জিয়া। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। অশীতিপর বিএনপি নেত্রীর শারীরিক পরিস্থিতি গত কয়েক দিন ধরেই সঙ্কটজনক ছিল। হাসপাতালে সিসিইউ-তে (করোনারি কেয়ার ইউনিট) চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৯৪৩ সালের এই দিনেই পোর্টব্লেয়ারে অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেছিলেন নেতাজি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতিহাসের এই মুহূর্ত আমাদের মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতা কেবলমাত্র আকাঙ্খা থেকেই নয়, বরং শক্তি, কঠোর পরিশ্রম, ন্যায় এবং সম্মিলিত সংকল্পের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এই ভাব প্রকাশে প্রধানমন্ত্রী এক চিরন্তন সংস্কৃত শ্লোক সোশ্যাল মিডিয়া এক্স মাধ্যমে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি।

বর্ষশেষে ভক্তদের ভিড় বাঁকে বিহারী মন্দিরে

মথুরা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষ দিনে ভিড় উপচে পড়ল বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারী মন্দিরে। বুধবার ভোর হতে না হতেই ভক্ত সমাগম হতে থাকে মন্দিরে। পড়ে দীর্ঘ লাইন। বছরের শেষে দিনে এমন ভিড় অস্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক ভাবে প্রস্তুতি সেরে রেখেছিল প্রশাসনও। মথুরার জেলাশাসক চন্দ্রপ্রকাশ সিংহ জানিয়েছেন, প্রচুর ভক্ত জড়ো হয়েছেন মন্দিরে। দর্শন চলছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এরই মধ্যে ছড়িয়েছিল জল্পনা। এ দিন মন্দির খোলা থাকবে কি না তা নিয়ে মঙ্গলবার থেকে চলছিল আলোচনা। জেলাশাসক জানিয়েছেন, মন্দির খোলা নিয়ে গুজব ছড়িয়েছিল। কিন্তু ভক্তেরা সে গুজবকে আমল দেননি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপসহীন নেত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা ছিলেন অপারাজেয় নেত্রী। দেশের সংসদীয় নির্বাচনে কখনও পরাজিত হননি 'বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া।গত মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় প্রয়াত হয়েছেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। গত প্রায় চার দশক ধরে বাংলাদেশের নির্বাচনে খালেদা জিয়া অন্যতম জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনটি সংসদীয় নির্বাচনে খালেদা জিয়া প্রতিবারই পাঁচটি আসনে প্রার্থী ছিলেন। সবগুলো আসনে তিনি জয়লাভ করেছেন। সর্বশেষ ২০০৮ সালের নির্বাচনে খালেদা জিয়া তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবগুলোতে জয়ী হন।এর পর ২০১৪ সালের নির্বাচন বয়কট করে বিএনপি। আর দুর্নীতির মামলায় দু-বছরের বেশি সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের আদেশে ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি খালেদা। সবশেষ ২০২৪ সালের নির্বাচনও বয়কট করে বিএনপি। অর্থা ২০১৪ সাল থেকে নির্বাচনের বাইরে ছিলেন তিনি। তবে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ সংসদীয় নির্বাচনে তার তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল।খালেদা জিয়া ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় দফার দায়িত্বকাল ছিল একমাস।তাঁর সম্পর্কে বিএনপি-র চেয়ারপার্সনের মিডিয়া উইং সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে খালেদা জিয়া ও তার দল বিএনপি বিজয়ী হয়। ওই বছরই বেগম জিয়া পঞ্চম সংসদে প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর নেতৃত্বে সংবিধানে দ্বাদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতি থেকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিতে প্রবর্তিত হয়।১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের পর এক মাসের জন্য ষষ্ঠ সংসদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নের পর ওই বছর সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হেরে যায় খালেদা জিয়ার দল বিএনপি, তিনি হন প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা।১৯৯৯ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি, গোলাম আজমের (একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত) নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী ও শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটের সমন্বয়ে গঠিত চারদলীয় ঐক্যজোটের ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ২০০১ সালে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন খালেদা জিয়া। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে নির্বাচনের পর বিরোধী দলীয় নেতা হন খালেদা জিয়া।

রাজ্যে সরকার নিজেদের ভূমি দিয়ে দিচ্ছে অনুপ্রবেশের জন্য

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ অনুপ্রবেশ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, এই রাজ্যে সরকার নিজেদের ভূমি দিয়ে দিচ্ছে অনুপ্রবেশের জন্য। এটা গোটা দেশের জন্য বিপজ্জনক। এই রাজ্য সরকার ৩৭০ ধারার বিরোধ করে, সব কিছুতে বিরোধ করেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রতি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, কেন রাজ্য সরকার বর্ডার ফেন্সিং করার জন্য জমি দিচ্ছে না। তিনি প্রশ্ন করেন, ভৌগলিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ। অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে গ্রামে গ্রামে ঢুকে যাচ্ছে। পুলিশ কী করছে? অসম, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছে। গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাবে কেন অনুপ্রবেশ হয় না? কারণ আপনার সরকার এটি সমর্থন করে। বাংলার মানুষ এটার পরিবর্তন চাইছে। অনুপ্রবেশ শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়, বর্তমানে এটি দেশের সুরক্ষা, সংস্কৃতি বাঁচানোর লড়াই। তাই সীমান্ত বন্ধ করতেই হবে। সেটা একমাত্র বিজেপি পারবে।এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি প্রসঙ্গে সরব হন অমিত শাহ। তিনি বলেন, তৃণমূল সরকার আসার পর থেকে একের পর এক ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি উত্তর দিতে পারবেন কেন আপনার মন্ত্রীর বাড়ি থেকে ২৭ কোটি টাকা পাওয়া যায়? এই সরকারের কোনও দায়বদ্ধতা নেই বাংলার মানুষদের প্রতি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, চন্দ্রনাথ সিনহা, কুনাল ঘোষ, পরেশ অধিকারী সহ তৃণমূলের বহু নেতা মন্ত্রী জেলে গেছেন।তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাজ্যের নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, এই রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নেই আর মহিলাদের সন্ধ্যা ৭টায় ঘরে ঢুকতে বলা হয়। আরজি কর বা সন্দেশ খালি, দুর্গাপুর, কসবা ল কলেজ সহ বহু এমন ঘটনা সামনে আসছে। অন্যদিকে তৃণমূলের শাসনে বাংলার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। কলকাতায় এসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন অমিত শাহ। তিনি এদিন বলেন, ভয় দুর্নীতি আর অনুপ্রবেশের জায়গায় বিকাশ এবং গরীব কল্যাণের জন্য সরকার বানানোর সংকল্প দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের মধ্যে। তৃণমূলের শাসনে বাংলার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। আমরা বিজেপির সব কার্যকর্তা আশ্বাস দিচ্ছি বাংলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠনের পর এখানে দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে এবং গরীব কল্যাণ হবে। এর পাশাপাশি মজবুত প্রশাসন তৈরি হবে যা অনুপ্রবেশ রুখে দেবে। মানুষ তো দূর একটা পাখিও ঢুকতে পারবে না। শুধু অনুপ্রবেশ বন্ধই করব না, সব অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বের করে। তৃণমূলের নেতৃত্বে আজ বাংলার বিকাশ থেমে গেছে। পুরো দেশে যে বিকাশ হচ্ছে সেটা এই রাজ্যে কাটমানির কারণে বন্ধ হয়ে আছে। আমাদের সংকল্প ১৫ এপ্রিল ২০২৬ এর পর যখন বিজেপি সরকার হবে তখন পশ্চিমবঙ্গের হৃত গৌরব আমরা পুনরুদ্ধার করব। বাংলার মনিষীদের স্বপ্নের বাংলা আমরা তৈরি করব। বিজেপির বীজ বপন হয়েছিল জনসংঘ থেকে। জনসংঘ স্থাপন করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।অমিত শাহ বলেন, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৭ ভোট এবং ২ টি সিট আমরা পেয়েছি। ২০১৬ তে ১০ ভোট এবং ৩ টি বিধায়ক ২০১৯ ৪১ ভোট এবং ২০২১ নির্বাচনে ৭৭ টি সিট পেয়েছিলাম। এর ফলে কংগ্রেস পার্টিও এই রাজ্যে শূন্য হয়ে গেছে। বামেরাও কোনও ভোট পায়নি আর আমরা প্রধান বিরোধী দল হয়েছি। ২০২৪ নির্বাচনে ৩৯ ভোট পেয়েছি ও ১২ টি আসন পেয়েছি। ২০২৬ এও আমরা বিপুল আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসব।অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বরিষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবা মন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার কলকাতা সফরে। এদিন তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে। বিজেপি তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই তথ্য জানিয়েছে।বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ সকাল সাড়ে ১১টায় কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। কলকাতার হোটেল অল্ট-এয়ারে এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় দুই ঘন্টা পরে, দুপুর দেড়টা নাগাদ ওই একই হোটেলে বিজেপির প্রদেশ কোর কমিটির একটি বৈঠক হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বরিষ্ঠ নেতা অমিত শাহ এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা যায়, খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া-র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী সমাজ মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেন। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ (বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী) ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওপার বাংলার নেত্রী খালেদা জিয়ার। মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডালে শোক প্রকাশ করে লেখেন, ' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা অন্যতম জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে আমি শোকাহত। আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।'প্রসঙ্গত, বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা নিয়ে হাসপাতালে চিকিসাধীন ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা। ৮০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিএনপি চেয়ারপার্সন। সোমবার রাতে মাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন খালেদা-পুত্র তারেক। মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর দেন চিকিৎসকরা।অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধামন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া-র মৃত্যুতে লিখিত বার্তায় গভীর শোকপ্রকাশ করলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ (বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী) ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় খালেদা জিয়ার।এদিন শোকবার্তায় শেখ হাসিনা লেখেন, ' বিএনপি চেয়ারপার্সন ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। খালেদা জিয়ার প্রয়াণ বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। জাতির প্রতি তাঁর অবদান ভোলার নয়। আমি বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করছি।'পাশাপাশি খালেদা জিয়ার পুত্র ও তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে হাসিনা লিখেছেন, ' তাঁর পুত্র তারেক রহমান এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। বৃহত্তর বিএনপি পরিবারের প্রতিও আমার সমবেদনা। আমি আশা করি সর্বশক্তিমান আল্লা তাঁদের এই শোক সামলানোর জন্য ধৈর্য, শক্তি এবং সান্ত্বনা দান করবেন।'

ঘন কুয়াশার জেরে দিল্লিতে ১৪৮টি উড়ান বাতিল

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছর শেষে ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়েছে দিল্লি। বুধবারের এই ঘটনার জেরে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোট ১৪৮টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের থেকে বিলম্বে চলছে আরও ১৫০টিরও উড়ান। ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া, স্পাইসজেটের মতো বিমান সংস্থাগুলি ট্রাভেল অ্যাডভাইজারি বা ভ্রমণ সংক্রান্ত পরামর্শ জারি করেছে। বুধবার সকালেই এই নিয়ে যাত্রীদের জন্য বিশেষ অ্যাডভাইজরি জারি করল দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও। যাত্রীদের জন্য অ্যাডভাইজরি জারি করে ইন্ডিগো জানিয়েছে, ঘন কুয়াশার কারণে দিল্লি ছাড়াও উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা প্রভাবিত হতে পারে। এর কারণ হিসেবে সকালের দিকে দৃশ্যমানতা কম থাকার কথা জানিয়েছে ইন্ডিগো। বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, যে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া অব্যাহত থাকলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্লাইটের যাত্রা এবং আসার উপর প্রভাব পড়তে পারে। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে প্রয়োজনীয় অপারেশনাল সমন্বয় করাও হচ্ছে।

গঙ্গাসাগরে মেলায় ভিড় সামলাতে ড্রপ গেটে ট্রাফিক লাইট, আলোর ব্যবস্থা

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত। আগামীদিনে ভিড় সামলাতে ড্রপ গেটে ট্রাফিক লাইট বসানোর ভাবনা চিন্তা একরকম প্রায় পাকা। বিভিন্ন জায়গায় একাধিক ড্রপ গেট বসানো হলে রাতের দিকেই বিশেষ সুবিধা হবে। এর ফলে দূর থেকেই মানুষের যাতায়াত তথা পূণ্যার্থীদের আনাগোনা করতে বরং সুবিধাও হবে। একসঙ্গে যাতে অনেকেই এক জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়তে না পারে তার জন্যে অস্থায়ীভাবেই বাঁশ দিয়ে তৈরি ব্যারিকেড গড়ে তুলতে হয় এবং আটকে রাখা হয়ে থাকে। এদিকে, বিক্ষিপ্তভাবে মেলায় আগতদের ঘোরাঘুরি করা থেকে বিরত থাকতে যদিও নির্দেশ রয়েছে সরকারের তরফেও। তবে, কপিল মুনির মূল আশ্রমে পৌঁছাতে হলে বরাবরের মতো হুড়োহুড়ি থাকে। এইসব এড়িয়ে চলতে ওই ব্যবস্থা। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় প্রমুখের উপস্থিতিতেই এ নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বিভাগীয় আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের, পুলিশের বিরুদ্ধে পালটা পদক্ষেপ হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এসআইআরের শুনানি নোটিশ পাওয়ার পর তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত। এই ঘটনায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে দায়ী করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার এফআইআর গ্রহণ করা পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ করা হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে দায়ী করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে দায়ী করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা যায় না। লোকপাল আইন অনুযায়ী, কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং প্রমাণ থাকলে এফআইআর দায়ের করা যায়। এই আবহে কোন প্রমাণের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ? এই পরিস্থিতিতে এফআইআর খারিজের আবেদন করা হবে কমিশনের তরফে। এদিকে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে পালটা এফআইআর করা হতে পারে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, আইন ভেঙে এফআইআর দায়ের হলে পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হতে পারে। উল্লেখ্য, রিপোর্ট অনুযায়ী, পুরুলিয়ায় ৮২ বছর বয়সি দুর্জন মাঝিকে সোমবার শুনানির জন্য তলব করা হয়েছিল। তাঁর ছেলে কানাই মাঝি অভিযোগ করেছেন যে তার বাবার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল তবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা ২০০২ সালের তালিতায় বাবার নাম অনুপস্থিত ছিল। এই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তাদের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার নিয়ে সংকট দেখে এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েন যে শুনানির কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন। এছাড়া হাওড়ায় ৬৪ বছর বয়সি জামায়াত আলি শেখ সোমবার নোটিশ পাওয়ার পরপরই মারা যান। তাঁর ছেলেও অভিযোগ করেন, সিইসি ও সিইও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বাবাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করেছেন, তাই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে ৭৫ বছর বয়সি বিমল শিকের মৃত্যু হয় পূর্ব মেদিনীপুরে তাঁর বাড়িতেই। তাঁর মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের মতে, শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর তারা খুব নার্ভাস এবং গভীর চাপের মধ্যে ছিলেন। এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাদের রেকর্ড রয়েছে কিন্তু অনলাইন ডেটাবেসে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তা দেখা যাচ্ছে না, তাদের শুনানিতে হাজির হওয়ার প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও অনেক জেলায় প্রবীণদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যার জেরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য এভাবে বয়স্কদের 'শাস্তি' দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন। আপনি আপনার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচকতা অনুভব করবেন। আপনার পরিবারে সুখ ও শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে, যা আপনার সম্পর্কগুলোকে আরও শক্তিশালী করবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।

বৃষঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে, যা আপনার মেজাজকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা অস্থির থাকবে, যার ফলে আপনি উদ্বেগ এবং মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি বিশেষ ভাবে শুভ হবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং ভালবাসা নিয়ে মেলামেশা করবেন। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা

কর্কট রাশিঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। সংসারে শান্তি।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমৎকার দিন হবে। আপনি নতুন করে শক্তি অনুভব করবেন, যা আপনাকে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে অনুপ্রাণিত করবে। এটি এমন একটি সময় যখন আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে আরও গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।

কন্যাঃকন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জিং হবে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত সম্পর্কে। আপনি কিছু নেতিবাচক শক্তি অনুভব করতে পারেন, যা আপনার আবেগকে অস্থির করে তুলতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

তুলাঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। সন্তান হবে।

মকরঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আপনি আপনার চারপাশে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন। দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্কগুলো কিছুটা চাপের মধ্যে পড়তে পারে, তাই যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে

বৃশ্চিকঃ কিছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি দিতে পারে। কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত নয়।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত শুভ এবং ইতিবাচক দিন হবে। আপনার জীবনে একটি নতুন শক্তি এবং উদ্দীপনা প্রবাহিত হবে। শুভ দিন হতে পারে আজ।

কুম্ভঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি।

মীনঃ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে।শুভদিন

আবহাওয়া

আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দু'দিন রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটের উপর একই থাকবে। অর্থা, শীতের এই কনকনানি আপাতত বজায় থাকবে। তার পর আবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২-৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে। ইংরেজি নতুন বছরের আগে দক্ষিণবঙ্গে শীত কমার কোনও পূর্বাভাস নেই।দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই বুধবার শুকনো আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে সর্বত্র। এর ফলে দৃশ্যমানতা ৯৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে।তবে উত্তরবঙ্গের কুয়াশা নিয়ে আলাদা করে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি বছরের শেষ দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দু'দিন অর্থা বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দার্জিলিঙের উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে যেসব জায়গার উচ্চতা বেশি, সেখানেই তুষারপাতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। ভাটা-বিকেল ০৫টা ৫০মিনিট এবং ভোর ০৫টা ৫০মিনিট। সূর্যোদয়ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

কল্পতরু উৎসব ঘিরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদাতা,কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ কল্পতরু উৎসব মানেই দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রী মা ভবতারিণী মন্দিরে লক্ষ লক্ষ ভক্তের ঢল। বছরের এই বিশেষ দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে দক্ষিণেশ্বর যেন পরিণত হয় এক বিশাল তীর্থক্ষেত্রে। ভোরের আলো ফোটার আগেই গঙ্গার দুই তীর ধরে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। সেই প্রত্যাশিত ভিড় এবং সামগ্রিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এ বছর কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে জারি করা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির জন্য। মন্দির চত্বরে প্রবেশের প্রতিটি পথে বসানো হয়েছে মেটাল ডিটেক্টর গেট, পাশাপাশি হাতে ধরা মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কোনও রকম ঝুঁকি এড়াতে বড় ব্যাগ, আগুন জ্বালানোর সামগ্রী বা সন্দেহজনক কোনও বস্তু নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কল্পতরু উৎসবের দিন ভক্ত সমাগম স্বাভাবিকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি হয়। বিশেষ করে ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত সময়টুকুতে চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে। সেই কারণে ভিড়কে ধাপে ধাপে মন্দিরে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা ব্যারিকেড করা লেনের মাধ্যমে ভক্তদের এগোনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে হুড়োহুড়ি বা বিশৃঙ্খলা না হয়। প্রবীণ নাগরিক, মহিলা ও অসুস্থ ভক্তদের জন্য আলাদা সহায়তা ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নিরাপত্তার পাশাপাশি নজরদারির ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকায় বসানো হয়েছে অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা। কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে ভিড়ের গতিবিধির উপর। কোনও রকম সন্দেহজনক পরিস্থিতি তৈরি হলে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে জন্য কুইক রেসপন্স টিমও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে ভক্তদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু দর্শনই তাদের প্রধান লক্ষ্য। মন্দির খোলার সময় থেকে শুরু করে পুজো ও আরতির সময়সূচি আগেই নির্ধারণ করা হয়েছে। ভক্তদের অনুরোধ করা হয়েছে প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলতে এবং ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে। কর্তৃপক্ষের মতে, সকলের সহযোগিতা ছাড়া এত বড় উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এদিকে, দক্ষিণেশ্বর ছাড়াও আশপাশের এলাকা যেমন বেলুড়, বাগবাজার ঘাট, শ্যামবাজার থেকেও বহু ভক্ত গঙ্গাপথে বা সড়কপথে মন্দিরে আসেন। সেই কারণে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, কোথাও কোথাও ডাইভারশন চালু করা হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করে যানজট এড়ানোর চেষ্টা চলছে, যাতে সাধারণ মানুষ ও ভক্তদের অসুবিধা না হয়। চিকিৎসা পরিষেবার দিকটিও নজরে রাখা হয়েছে। মন্দির চত্বরে অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প বসানো হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতির জন্য। অতীতে দেখা গিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বা ভিড়ের চাপে অনেক ভক্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এ বছর আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।কল্পতরু উৎসব শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বহু মানুষের বিশ্বাস ও আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি বিশেষ দিন। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভের আশায় দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এই দিন দক্ষিণেশ্বরে আসেন। সেই আবেগের মর্যাদা রেখেই যাতে উৎসব শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়, সেটাই এখন প্রশাসন ও মন্দির কর্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, কল্পতরু উৎসবকে কেন্দ্র করে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যে কড়া নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, তা ভক্তদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই ইঙ্গিত করছে। এখন দেখার, এই সুবিশাল ভিড়ের মধ্যেও কীভাবে শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে উৎসব সম্পন্ন হয়।

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী বাঘরোলে'র অস্বাভাবিক মৃত্যু হাওড়ার জগবল্লভপুরে

নিজস্ব সংববাদাতা, হাওড়া, ৩১ ডিসেম্ভর ঃ হাওড়ার জগবল্লভপুরে পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী বাঘরোলে'র অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠালো জেলা বনদপ্তর। কয়েকদিন আগেই রাস্তা পারাপারের সময় কোনও দ্রুতগামী গাড়রি ধাক্কায় জখম হয়েছিল রাজ্যপ্রাণী বাঘরোল। এবার হাওড়ার জগবল্লভপুরে বাড়ির বাগান থেকে একটি বাঘরোল'কে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করলেন বন কর্মীরা। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রাণীটির মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ, গত রবিবার সকালে জগবল্লভপুরের শোভারানী কলেজের

পাশে জনৈকা মহিলা বাড়ির বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে. ওই মেছোবিড়ালকে (বাঘরোল) মৃত অবস্থায় দেখতে পান। তৎক্ষণা তিনি খবর দেন পরিবেশ কর্মী সৌম্যজি শেঠকে। সৌম্যজি বাবু দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন একটি স্ত্রী বাঘরোল মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তবে প্রাণীটির দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিলনা। সৌম্যজি খবর দেন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী শুভজিৎ মাইতিকে। শুভজি মাইতি এবং শুভঙ্কর কোলে ঘটনাস্থলে আসেন। পরবর্তীতে তাঁদের উদ্যোগে বন বিভাগের কর্মীরা এসে বাঘরোল'টির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যান। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামাণিক বলেন, 'বাঘরোল'টির মৃত্যুর আসল কারণ ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে। ওই এলাকায় সচেতনতা শিবির করা অত্যন্ত জরুরি। বাঘরোল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপ্রাণী। একে রক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য।'

অভিষেকের ঘোষণার পরেই সিদ্ধান্ত, সব বিধানসভায় কো-অর্ডিনেটর চূড়ান্ত করল তৃণমূল

নিজস্ব সংববাদাতা, হাওড়া, ৩১ ডিসেম্ভর ঃ 'এখন যুদ্ধের সময়-এই বার্তা দেওয়ার মাত্র তিন দিনের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে বড় পদক্ষেপ নিল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য দলীয় কো-অর্ডিনেটরের নাম প্রকাশ করা হল। সোমবার রাতে দলের চেয়ারপার্সন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনের পরই এই তালিকা সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে তৃণমূল। উল্লেখ্য, গত ২৬ ডিসেম্বর দলের ভার্চুয়াল সাংগঠনিক বৈঠকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, খুব শীঘ্রই রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আলাদা করে কো-অর্ডিনেটরের নাম জানানো হবে। সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন হল অল্প সময়ের মধ্যেই। দলের ৩৫টি সাংগঠনিক জেলা জুড়ে এই দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। কোথাও একজন কো-অর্ডিনেটর একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব পেয়েছেন, আবার কোথাও একজনকে দেওয়া হয়েছে মাত্র একটি কেন্দ্রের দায়িত্ব। এই তালিকায় যেমন রয়েছেন প্রবীণ নেতা, সাংসদ ও বিধাকরা, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যুব ও মহিলা নেতৃত্বকেও। এতে স্পষ্ট, ভোটের লড়াইয়ে সব স্তরের নেতৃত্বকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল। তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। বীরভূম জেলায় ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কোনও একক ব্যক্তিকে নয়, বরং গোটা কোর-কমিটিকেই সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, এই কো-অর্ডিনেটররাই হবেন দলের ' ও কান'। তাঁরা সরাসরি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট দেবেন এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নেবে দল। সব মিলিয়ে, বিধানসভা ভোটের অনেক আগেই সংগঠনের ভিত মজবুত করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস-এবার যে লড়াই আর শুধু বক্তব্যে নয়, ময়দানে নামার প্রস্তুতি তা স্পষ্ট।

নথি না থাকাতে আতঙ্কে এসআইআর শুনানির ডাক, হুগলিতে যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব সংববাদাতা,কলকাতা, ৩১ ডিসেম্ভর ঃ হুগলির সপ্তগ্রাম এলাকায় একটি হৃদয় বিদারের মতো ঘটনা আবারও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। মঙ্গলবার রাতে ক্রমশ বাড়তে থাকা মানসিক চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ৩৬ বছর বয়সী স্বপন বাগদি নিজের ঘরের ভিতরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব থেকে পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং অভিযোগ তুলেছেন, এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়ে স্বপনের মনে দীর্ঘ ভয় ও উদ্বেগের জন্ম হয়েই তাকে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। হুগলির সপ্তগ্রাম বিধানসভার সপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তিসবিঘার ৭৮ নম্বর বুথের ভোটার ছিলেন স্বপন বাগদি। তিনি পেশায় সাধারণ দিনমজুর ছিলেন এবং পরিবারের জন্য দৈননিন্দন জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে এসআইআর-এর অংশ হিসেবে একটি হিয়ারিং শুনানিতে তাকে অংশগ্রহণের জন্য সোমবার রাতে একটি ফোন কল আসে, যেখানে নিশ্চিত করে বলা হয়েছিল যে তাকে নির্বাচনী কর্মকর্তা ফোন করে এসআইআর শুনানির জন্য ডাক দিয়েছে। কিন্তু হাতে তার কাছে ছিল কেবলমাত্র ভোটার কার্ড অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছিল না, যা নিয়ে তিনি নিজের ভিতরেই বড়ো একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। স্বপনের স্ত্রী প্রতিমা বাগদি সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিএলও ফোন করে এসআইআর শুনানির জন্য ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপনের কাছে কোনও কাগজপত্র ছিল না, শুধু ভোটার কার্ড ছিল যে টুকু দিয়েছিল। তাই সে ব্যাপারেই সে আতঙ্কিত ছিল। কল পাওয়ার পর থেকেই সে খুবই চুপচাপ ছিল এবং একটি ভয়-ভীতির মতো মানসিক চাপের অধীনে ছিল। প্রতিমা জানান, এই অস্পষ্ট এবং হঠাৎ ডাক পেয়ে স্বপন নিজেকে অসমর্থ মনে করতে থাকেন এবং শেষে গত রাতে এমন অনভিপ্রেত সিদ্ধান্ত নেন, যা পরিবারের জন্য এক গভীর ট্রমা হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনার পরপরই স্থানীয় হলেও রাজনৈতিক বিবেচনাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বে দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের এই পদ্ধতি মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা মানস মজুমদার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রেললাইনের পাশে পরিবার নিয়ে থাকতেন স্বপন। ওদের কাগজপত্র ছিল নগণ্য। আর তাই এসআইআর-এর ডাক পেয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছিল সে। এখানে কোনো নোটিশও নিয়ম মোতাবেক দেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র একটি ফোন কল এসেছে। এই পুরো পরিস্থিতিই মানুষকে মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে। এই মন্তব্যে স্পষ্ট যে, ঐ নেতারা শুধু ঘটনায় শোক প্রকাশ করছেন না, বরং নির্বাচন কমিশনের পদ্ধতির ওপরও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন। এসআইআর বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা আধুনিকীকরণের একটি বড় অংশ, যেখানে নাগরিকদের ভোটার তালিকায় নাম আছেতো কি না তা যাচাই করতে তাঁকে শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার কারণে ইতিপূর্বেও কিছু ক্ষেত্রে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, কারণ অনেকেরই হাতে সব প্রয়োজনীয় নথি সবসময় থাকে না। কখনও কখনও মানুষের ভুল ধারনা ও গুজবও এই আতঙ্ককে আরও তীব্র করে তোলে, যার ফলে অনেকে মানসিক চাপের মুখে প।তে পারে। হুগলির এই ঘটনায় এখন প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে এমন পরিস্থিতিতে একজন মানুষের মানসিক চাপ এতটাই বৃদ্ধি পায় যে সে নিজের জীবন শেষ করার মত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। আত্মহত্যার পেছনে যে মানসিক চাপ, ভয় ও উদ্বেগকে অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে, তা সমাজের জন্য একটি গভীরভাবে চিন্তা করার মতো বিষয়। বিশেষত এমন সময়ে যখন প্রশাসনিক বা সরকারি প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষ ভুল ধারনা বা ভুল তথ্যের শিকার হতে পারে, তখন তার ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের জীবনে কতটা ভয়ানক হতে পারে তা এই ঘটনাই প্রমাণ করল।

এই ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা ও শোকের ছাপ স্পষ্ট। স্বপনের পরিবার শোকাহত হলেও প্রশাসনের কাছে নির্দিষ্টভাবে কীভাবে এই পরিস্থিতি এড়ানো যায় বা এক্ষেত্রে কোন ধরণের সহায়তা প্রদান করা উচিত তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। স্বপনের স্ত্রী প্রতিমা বাগদি চাইছেন, ভবিষ্যতে অন্য কেউ যেন এমন মানসিক চাপের সম্মুখীন না হয়, তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হোক। তিনি চান, নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বোঝানোর আগে মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদান করা হোক যাতে ভুল ধারণা থেকে মানুষ ভয়গ্রস্ত না হয়। এই ঘটনাটি শুধু এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রশ্নও উন্মোচন করে দেয়। কতটা স্পষ্ট তথ্য ও সহানুভূতিশীল যোগাযোগের মাধ্যমে এমন ভয় সৃষ্টির প্রতিকার সম্ভব হবে, তা নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। স্বপনের মতো অন্যরা যেন কখনো এই ধরনের মানসিক অস্থিতিশীলতায় না প।, সেই দিকেও নজর দেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলের মধ্যে।

কোন্নগরে প্রয়াস একাডেমির নৃত্য কলার বার্ষিক অনুষ্ঠান

বনস্পতি দে, কোন্নগর,৩১ ডিসেম্ভর ঃ কোন্নগর এল-পুকুর সংলগ্ন নৃত্যকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রয়াস অ্যাকাডেমি প্রত্যয়ী অথচ বিনয়ী পদসঞ্চারে পনেরোটি বসর অতিক্রম করল। এই উপলক্ষ্যে কোন্নগর রবীন্দ্র ভবন-এ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেছে সংস্থার ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী। প্রয়াস অ্যাকাডেমির রামপুর শাখাও এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। চার ঘণ্টার ভরাট অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়েছে রবীন্দ্র নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আধুনিক বাংলা গানে নাচ, ও হিন্দি নাচের নয়নাভিরাম কোলাজ।

এদিনের বিশের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য 'শাপমোচন' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাদের অপর বিশেষ নিবেদন রাহুল দেববর্মনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিও দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানে আবশ্যিক স্বল্প বিরতি কবিতায় ভরাট করছেন প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীতপন ভৌমিক ও নীল দিগন্তে'' নামক বাচিক শিল্প সংস্থা। যেসব গুণিজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন নৃত্যগুরু শ্রীপ্রদীপ দেব, শ্রীমতি চৈতালী ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ড. সুভাষ চক্রবর্তী। শ্রীপল্লব বিষ্ণু সুচারুভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন।

শিক্ষিকা শ্রীমতি আইভি পাল সাহা, সহশিক্ষিকা আত্রেয়ী পাল ও শ্রীমতি আবিরা ভৌমিক --- এদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল প্রয়াস অ্যাকাডেমির পঞ্চদশ বর্ষপূর্তির এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি। সংস্থাটির কর্ণধার শ্রীনন্দদকুমার পাল ও শ্রীমতি তনুষা পাল প্রয়াস অ্যাকাডেমির শ্রীবৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

এসআইআর নিয়ে হেনস্থার অভিযোগ এনে আরামবাগ বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব সংববাদাতা, আরামবাগ হুগলি।ঃ আরামবাগ বিডিও অফিসে এসআইআর-এর নোটিসের শুনানি চলাকালীনই তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক স্বপন নদীর নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা আরামবাগ বিডিওর গেটের সামনে স্লোগান দেন তৃণমূল নেতা কর্মী সমর্থকরা। এবার এসআইআর নিয়ে হেনস্থার অভিযোগ এনে আরামবাগ বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূলের। এসআইআরের শুনানির বিষয়ে একাধিক দাবি তোলেন তৃণমূল নেতারা। তাঁদের সঙ্গে সরব হন বিএলএ-দেরও একাংশ। মঙ্গলবার দুপুরে বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিডিও অফিসে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন তাঁরা।এর পরেই তাঁরা বিডিও অফিসেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে ও বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে ষড়যন্ত্র করার নিন্দা জানিয়ে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন। নেতৃত্ব দেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা আরামবাগ ও গোঘাটের তৃণমূল কো অর্ডিনেটর স্বপন নন্দী। তাঁর দাবি, কেন বিএলএ-দের শুনানির সময়ে হাজির থাকা যাবে না? বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুনানি করতে হবে। প্রসঙ্গত, রবিবার তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিএলএ-দের সঙ্গে ভার্চুয়ারি বৈঠকে, তাঁদের হিয়ারিংয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বিএলএ-দের কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, এখন যুদ্ধের সময়, এক ইঞ্চি ছবিও ছাড়বেন না। হিংয়ারিংয়েও থাকবেন। কিন্তু কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, শুনানিতে থাকার কথা নয় বিএলএ-দের। মাইক্রো অবজারভারদের থাকার কথা। কিন্তু শুনানিতেও গড়মিল হতে পারে, সেই আশঙ্কা থেকেই অভিষেকের এই পরামর্শ। আর ঠিক তার পরই কোমর বেঁধে নেমে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্ব।

একাধিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে শেষ হল খেয়া গোষ্ঠীর ৫ দিনের সূবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগরঃ বর্তমান সময়ে নাট্যচর্চা হারিয়ে যেতে বসেছে, আর সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে মোবাইল।আর এসবের মাঝেই ৫০ বছর ধরে একটানা নাট্যচর্চা করে চলেছে জয়নগরের খেয়া গোষ্ঠী।১৯৭৫ সালে জয়নগরের সাহাজাদাপুরে বেশ কয়েক জন যুবক মিলে নাটককে ভালোবেসে খেয়া গোষ্ঠী নামে একটি নাট্য সংস্থা তৈরি করেন।আর তার পর থেকে এত বছর ধরে নাটক সহ একাধিক স্বেচ্ছামূলক কাজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে চলেছে তারা।আর তাদের উদ্যোগে গত ২৬ শে ডিসেম্বর থেকে ৩০ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জয়নগর বিধানসভার সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সূবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করলো বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।২৬ শে ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক সহ রোটারী ক্লাব অফ ক্যালকাটা রেনেসাঁর প্রতিনিধিবৃন্দ।শুক্রবার উদ্বোধনের দিনে ৫ জন মেধাবী দুস্থ ছাত্র ছাত্রীকে স্কলারশীপ প্রদান করা হয়।ওই দিন ৫০ জন মহিলাকে সারবাইকাল ক্যানসার টিকাকরণ করা হয়।এছাড়া ৫ দিনের এই উসবে ৮ টি নাট্য দল একাঙ্ক নাটক

প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।পাশাপাশি খেয়া গোষ্ঠীর তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয়।৫ দিনের এই উসবে যোগ ব্যায়াম, বসে আঁকো,আলপনা অঙ্কন, নৃত্য, আবৃত্তি,সঙ্গীত, কুইজ ও রুপসজ্জা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল।শেষ দিন মঙ্গলবার পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভায় অংশ নেন বরিষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর দীপংকর সাহা,কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর নিলেঃদু জ্যোতি মৈত্র,কৃষি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মিলন সিনহা, খেয়া গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা তিন সদস্য বাসুদেব সরদার,রঞ্জন হালদার,অনাদী শর্মা, বর্তমান সম্পাদক তাপস ভাদু।ড়ি সহ আরো অনেকে। শীতের কনকনে ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে ৫ দিনের এই উৎসবে বহু দর্শক সমাগম হয়েছিল।

এসআইআর শুনানির সমন এল এক সন্ন্যাসীর কাছে

নিজস্ব সংববাদাতা,কলকাতা, ৩১ ডিসেম্ভর ঃ পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর ঘিরে বিতর্ক নতুন নয়। ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। সেই আবহেই এবার চাঞ্চল্য ছড়াল রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের এক সন্ন্যাসীর কাছে এসআইআর শুনানির সমন পৌঁছনোর ঘটনায়। ঘটনাটি ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে এবং কোন প্রেক্ষিতে একজন সন্ন্যাসীকে ভোটার তালিকা সংশোধনের শুনানিতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। জানা গিয়েছে, রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত এক সন্ন্যাসীর নামে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির জন্য সমন পাঠানো হয়েছে। ওই সমনে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হয়ে নিজের পরিচয় ও নথি যাচাই করার কথা বলা হয়েছে। আশ্রম সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী বহু বছর ধরে সংসারজীবন ত্যাগ করে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর দৈনন্দিন জীবন সম্পূর্ণভাবে আশ্রমকেন্দ্রিক। ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে পড়ড়ায় স্বাভাবিকভাবেই আশ্রম মহলে বিস্ময় তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় আশ্রমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একজন সন্ন্যাসীর ব্যক্তিগত পরিচয় ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয় প্রশাসনের কাছে থাকতেই পারে, তবে সমনের ভাষা ও পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আশ্রম কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁদের জীবনযাপন, বাসস্থান এবং সামাজিক পরিচয় সাধারণ নাগরিকদের থেকে অনেকাংশে আলাদা। সেই জায়গা থেকে কোনও পূর্ব আলোচনার বা ব্যাখ্যার সুযোগ না দিয়েই শুনানির সমন পাঠানো কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করেছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ভোটার তালিকাকে নির্ভুল ও হালনাগাদ করা। প্রশাসনের দাবি, ভুয়ো বা অনুপযুক্ত নাম বাদ দেওয়ার পাশাপাশি প্রকৃত ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত রাখাই এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এসআইআর শুনানির সমন ঘিরে একের পর এক বিতর্ক সামনে আসছে। কখনও সাধারণ মানুষ, কখনও দিনমজুর, আবার এবার ধর্মীয় আশ্রমের সন্ন্যাসী-বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে সমন পৌঁছনোর ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের পদ্ধতিতে কোনও ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে কি না। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। শাসকদলের একাংশের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের মনে ভয় ও বিভ্রান্তি তৈরি করছে। তাঁদের বক্তব্য, যাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় নথি নেই বা যাঁরা সমাজের প্রান্তিক অংশে বাস করেন, তাঁরা এই ধরনের সমন পেয়ে মানসিক চাপে প।ছেন। এবার একজন সন্ন্যাসীর কাছে সমন পৌঁছনো সেই আতঙ্ককে আরও বা।য়ে দিল বলে তাঁদের মত। বিরোধী শিবির অবশ্য দাবি করছে, ভোটার তালিকা শুদ্ধ করার জন্য প্রশাসনের এই উদ্যোগ প্রয়োজনীয়, তবে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে যদিও এই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে, ভোটার তালিকায় নাম থাকা মাত্রই এসআইআর প্রক্রিয়ার আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির জন্য ডাকা হতে পারে। কারও পেশা বা জীবনধারা এই প্রক্রিয়ায় ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা হয় না। সেই যুক্তিতে সন্ন্যাসী হলেও তিনি একজন নাগরিক, এবং তাঁর নাম ভোটার তালিকায় থাকলে যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবে সমাজের একাংশ মনে করছে, এখানেই প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির।

এসআইআর নির্দেশ ঘিরে কেএমসিতে ডোমিসাইল শংসাপত্র চাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংববাদাতা,কলকাতা, ৩১ ডিসেম্ভর ঃ ভোটার তালিকার স্পেশাল ইংটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে যখন টানটান উত্তেজনা, ঠিক সেই সময় কলকাতা পুরসভাকে কেংদ্র করে শুরু হল নতুন বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে, এসআইআর সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকর করার নামে কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নাগরিকদের কাছে ডোমিসাইল শংসাপত্র চাওয়া হচ্ছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি নড়েচড়ে বসে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দফতর। কাউন্সিলরদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, এসআইআর সংক্রান্ত কোনও কাজের ক্ষেত্রে ডোমিসাইল শংসাপত্র চাওয়ার কোনও নির্দেশ পুরসভা দেয়নি এবং এ ধরনের কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।সম্প্রতি কলকাতার একাধিক এলাকায় অভিযোগ ওঠে, পুরসভার কাউন্সিলর বা তাঁদের ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাগরিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন নথি চেয়ে দেখছেন। সেই তালিকায় ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের পাশাপাশি ডোমিসাইল শংসাপত্রও রয়েছে বলে অভিযোগ। অনেক নাগরিকই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হয়ে প।নে। কারণ, ডোমিসাইল শংসাপত্র সাধারণত স্থায়ী বাসিন্দদা প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ভোটার তালিকার সঙ্গে সরাসরি এর কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা নেই।এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি পৌঁছয় কলকাতা পুরসভার শীর্ষস্তরে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দফতর থেকে দ্রুত একটি বার্তা পাঠানো হয় সমস্ত কাউন্সিলরের কাছে। সেই বার্তায় স্পষ্ট করে জানানো হয়, এসআইআর সংক্রান্ত কোনও নির্দেশে ডোমিসাইল শংসাপত্র চাওয়ার কথা বলা হয়নি। পুরসভা বা প্রশাসনের তরফে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেই। ফলে কেউ যদি এই ধরনের নথি চাইছে, তা সম্পূর্ণ অননুমোদিত এবং নিয়মবিরুদ্ধ।পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, এসআইআর একটি নির্বাচন কমিশন পরিচালিত প্রক্রিয়া। সেখানে কোন নথি লাগবে, কীভাবে যাচাই হবে, সবটাই নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে পড়ে। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর আরও দাবি, কিছু জায়গায় হয়তো ভুল বোঝাবুঝি বা অতিরিক্ত উসাহ থেকে এই ধরনের কাজ হয়েছে, কিন্তু তা কোনওভাবেই অফিসিয়াল নয়। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। শাসক দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এসআইআর নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ভয় ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। নাগরিকদের মনে আতঙ্ক তৈরি করতেই কিছু মহল ডোমিসাইলের মতো সংবেদনশীল বিষয় টেনে আনছে বলে অভিযোগ। তাঁদের বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মনে এমনিতেই নানা প্রশ্ন রয়েছে। তার উপর আবার ডোমিসাইল শংসাপত্র চাওয়ার মতো ঘটনা সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিরোধী পক্ষ অবশ্য বিষয়টিকে অন্য চোখে দেখছে। তাদের দাবি, যদি সত্যিই ডোমিসাইল শংসাপত্র চাওয়া হয়ে থাকে, তা হলে তার দায় এড়ানো যাবে না। প্রশাসনের ভিতরের গাফিলতি বা অস্পষ্ট নির্দেশের ফলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে তাদের অভিযোগ। তারা চাইছে, পুরো বিষয়টির একটি স্বচ্ছ তদন্ত হোক এবং নাগরিকদের স্পষ্টভাবে জানানো হোক, এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁদের কী কী নথি প্রয়োজন এবং কোন কোন নথির কোনও প্রয়োজন নেই। এই বিতর্কের মাঝেই সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যায় প।ছেন। অনেকেই জানাচ্ছেন, হঠা করে কেউ নথি চাইলে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে প।ছেন। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ বা দীর্ঘদিন ধরে একই এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের মধ্যে ভয় তৈরি হচ্ছে, তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ প।ে যাবে কি না। ডোমিসাইল শংসাপত্র সবার কাছে সহজলভ্য নয়, ফলে সেটি চাওয়া হলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ে। মেয়রের দফতর থেকে কাউন্সিলরদের পাঠানো বার্তায় শুধু নিষেধাজ্ঞাই নয়, সতর্কতাও রয়েছে। বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়, তবে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর বা পুরসভার কর্মীদের বিরুদ্ধে ক।া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় অত্যন্ত সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে বলা হয়েছে সকলকে। সব মিলিয়ে, এসআইআর ঘিরে কলকাতা পুরসভায় ডোমিসাইল শংসাপত্র বিতর্ক নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল প্রশাসনিক সমন্বয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে। ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা বজায় রাখা যে কতটা জরুরি, এই ঘটনা তারই আর এক উদাহরণ। এখন দেখার, মেয়রের কড়া বার্তার পর বাস্তবে এই ধরনের অভিযোগ বন্ধ হয় কি না এবং সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি কত দ্রুত দূর করা যায়।

উৎসবের আবহে কলকাতায় অস্ত্র আতঙ্ক

নিজস্ব সংববাদাতা, কলকাতা, ৩১ ডি সেসম্ভর ঃ দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকেই গোটা দেশের মতোই কলকাতাতেও বা।তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে পুলিশ প্রশাসন। সামনে নতুন বছর, শহর জুড়ে উসবের আবহ, ভি। জমছে নানা জায়গায়। ঠিক সেই সময়েই খাস কলকাতার দুই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়াল। মঙ্গলবার দুপুরে স্ট্র্যান্ড রোড এবং আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লালবাজার সূত্রে খবর, উসবের মরশুমে শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বরের পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে ক।া নজরদারি চলছে। রাস্তায় রাস্তায় বা।ানো হয়েছে টহল, সক্রিয় করা হয়েছে এসটিএফ এবং গোয়েন্দা বিভাগ। এই পরিস্থিতিতেই মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রথমে স্ট্র্যান্ড রোড এলাকায় অভিযান চালান এসটিএফের আধিকারিকরা। পুলিশের নজরে আসে, দুই যুবক সংঃদেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। তাঁদের হাতে ছিল একটি ব। ব্যাগ। আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন আধিকারিকরা। ব্যাগটি খুলতেই কার্যত হতবাক হয়ে যান তদন্তকারীরা। ব্যাগের ভিতরে পাওয়া যায় একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়ান শটার এবং ৭ এমএম পিস্তল। পাশাপাশি প্রায় ২০ থেকে ২২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এগুলি কোনও পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে শহরে আনা হচ্ছিল। ধৃত দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে, অস্ত্রগুলি কোথা থেকে এল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। স্ট্র্যান্ড রোডের ঘটনার পাশাপাশি আলিপুর চি।য়াখানার সামনে থেকেও আরেকটি ব। সাফল্য পায় পুলিশ। সেখানে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার নাম রাজেশ কুমার সাউ। পুলিশ সূত্রে দাবি, ধৃত ব্যক্তি বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের পরিচিত। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ১১টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

শ্রীরামপুর ছিন্নমস্তা মাতার পূজা

পুলক চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর, ৩১ ডিসেম্বরঃ সোমবার, মাহেশ নেহেরু নগর সার্বজনীন ছিন্নমস্তা ক্লাবের পরিচালনায় নেহেরু নগর কলোনি রেটের ঘাট মহেশ শ্রীরামপুর এলাকায় সার্বজনীন ছিন্নমস্তা মায়ের পূজা সুসম্পন্ন হল সমারোহে। এই পূজার ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে দেখা যায় সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন জাগ্রত এই ছিন্নমস্তা মাতা দূর দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ মাকে মানসিক করেন সোনার গয়না ও জোড়া পাঠাবলিতে। রাত্রি ন'টা বাজলেই শুরু হয় মায়ের পূজা। পুষ্প অলংকারে ভূষিত হয় দেবীর মূর্তি। জাগ্রত ছিন্নমস্তা দেবীর এই পূজা চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জি বাংলার প্রচুর নামি শিল্পীরা মায়ের গানে অংশগ্রহণ নেয়। প্রথম দিন শোভা যাত্রার মাধ্যমে মায়ের আগমন হয় দ্বিতীয় দিনের মায়ের আবরণ উন্মোচন ও সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় সকালে চন্ডী পূজা।

লামডিং ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসআর.ডিইই/এলএমজি/৩৮ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ: ২৬-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং-১; টেন্ডার নং. ঃ ইএল/এলএম/২৫-২৬/৪১; কাজের নাম ঃ এআরটি/নিউ গুয়াহাটির নিকটবর্তী লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে আরইউবি নির্মাণ। (বৈদ্যুতিক অংশ)। টেন্ডার মূল্য: ৮০,১২,৩৫৯.৩১/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৬০,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায় এবং খোলার তারিখ ও সময় ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১১:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/জি এন্ড সিএইচজি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৫৯_২০২৫/কে/১২৮৭; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. ঃ ৫৯_২০২৫; কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে- তিন (০৩) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচে সরবরাহ করা আইসিইপিএল -এর তৈরী আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) -এর সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ত্রুটি মেরামতের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৩০,০৩,২৫৮/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৬০,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ পৌষ ১৪৩২

নতুন বছরে বিশ্ব রাজনীতিতে বড় বদলের ইঙ্গিত

নতুন বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্ব রাজনীতির দিকে তাকালে একটি প্রশ্নই ঘুরে ফিরে আসছে-ক্ষমতার ভারসাম্য কি সত্যিই পশ্চিম থেকে সরে এশিয়ার দিকে ঝুঁকছে? ইউক্রেন যুদ্ধ, ইউরোপের ক্রমবর্ধমান অসহায়তা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনিশ্চিত ও খামখেয়ালি নীতি এবং ডলারের দীর্ঘদিনের আধিপত্যে ফাটল-সব মিলিয়ে এমনই এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে বর্তমান সময়। আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর আগে ইতালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক বেনিতো মুসোলিনির কারাগারে বসে বামপন্থী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি লিখেছিলেন, পুরোনো বিশ্ব ভেঙে পড়ছে, কিন্তু নতুন বিশ্ব এখনও জন্ম নিতে পারছে না। তাঁর সেই পর্যবেক্ষণ আজকের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, ২০২৫-এর শেষে এসে তা কার্যত তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতে বসেছে। দীর্ঘ আট দশক ধরে বিশ্ব রাজনীতির 'গোল টেবিল'-এ বসে থাকা কয়েকটি শক্তির আধিপত্য এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। ইউক্রেন যুদ্ধ এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ন্যাটো-নির্ভর পশ্চিম ইউরোপ কতটা সীমাবদ্ধ। একই সঙ্গে ট্রাম্পের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ ইউরোপের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে এক সময় পশ্চিমা জোটের ভেতরের ফাটল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটেই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র ধীরে ধীরে পশ্চিম থেকে পুবের দিকে সরে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের বড় ইঙ্গিত মিলছে সমুদ্রপথ ও বাণিজ্যে। ২০২৫ সালের ১৩ অক্টোবর ব্রিটেনের বৃহত্তম কন্টেনার বন্দর ফেলিক্সস্টোতে পৌঁছায় চিনা পণ্যবাহী জাহাজ ' ব্রিজ'। ঘটনা নতুন নয়, কারণ চিন ব্রিটেনের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার। অভিনবত্ব ছিল যাত্রাপথে। চিনের নিংবো-ঝোশান বন্দর থেকে উত্তর মেরুর বরফাচ্ছন্ন উত্তর সমুদ্রপথ ব্যবহার করে মাত্র ২১ দিনে জাহাজটি ব্রিটেনে পৌঁছায়। যেখানে সুয়েজ খাল হয়ে এই যাত্রায় সাধারণত ৪০-৫০ দিন সময় লাগে।

এই উত্তর সমুদ্রপথ (নর্দার্ন সি রুট) বিশ্ব বাণিজ্যে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও হংকংয়ের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য এতদিন প্রায় সম্পূর্ণভাবে সুয়েজ খালের উপর নির্ভরশীল ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, আবহাওয়া ও বরফ পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এই নতুন পথে পরিবহণ খরচ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে। এর ফলে পণ্যের দাম কমবে, যা মুদ্রাস্ফীতিতে জর্জরিত ইউরোপীয় অর্থনীতির জন্য বড় স্বস্তি। রাজনৈতিক দিক থেকেও এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইউরোপ জু। দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থানের পেছনে জনঅসন্তোষ ও মূল্যবৃদ্ধি বড় কারণ। ২০২৫ সালে এই পথের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়েছে, আর ২০২৬ সালে তা আরও বা।বে বলেই ধারণা। এর রাজনৈতিক প্রভাবও কম নয়। কারণ, এই রুট মূলত রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যায়। ফলে মার্কিন শিবিরভুক্ত বহু পূর্ব এশীয় দেশ এই পথ ব্যবহার শুরু করলে ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে পারে। ভারতের জন্যও এই পথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২০৩০ সালের মধ্যে ২ লক্ষ কোটি ডলার বাণিজ্যের লক্ষ্য পূরণে উত্তর সমুদ্রপথ বা ভূমিকা নিতে পারে। সুয়েজ খাল ও উত্তমাশা অন্তরীপের পাশাপাশি এটি ইউরোপে পৌঁছনোর তৃতীয় বিকল্প হতে পারে। রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার ফলে পূর্ব সাইবেরিয়ার বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য দ্রুত ইউরোপে পৌঁছনোর সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। সময় কম লাগার অর্থ খরচ কম, যা ওষুধ, গাড়ির যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তি পণ্যের মতো ভারতীয় রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় সুবিধা। বিশ্ব রাজনীতির আর এক বড় ' হতে চলেছে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত ' এক্সচেঞ্জ অফ লজিস্টিক সাপোর্ট' বা রিলোস চুক্তি। এই চুক্তির ফলে দুই দেশের সেনাবাহিনী একে অপরের ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারবে। এর মাধ্যমে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, আর রাশিয়ার জন্য খুলে যাচ্ছে ভারত মহাসাগরের দরজা। ফলে দক্ষিণ চিন সাগর থেকে মলাক্কা প্রণালী পর্যন্ত ভারতের কৌশলগত গুরুত্ব বহুগুণে বাড়বে। এই চুক্তি ওয়াশিংটন ও বেজিং-দু'পক্ষকেই চিন্তায় ফেলেছে। কারণ ভারত মহাসাগরে এতদিন মার্কিন ও চিনা আধিপত্যের মধ্যে নতুন এক শক্তির আবির্ভাব ঘটছে। রুশ-ভারতীয় যৌথ নৌ উপস্থিতি সেই সমীকরণ বদলে দিতে পারে। সবশেষে, ডলারের আধিপত্যেও ফাটল ধরছে। ভারত ও রাশিয়া ইতিমধ্যেই টাকা-রুবলে বাণিজ্য করছে। চিনও বহু দেশের সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন বাড়াচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ ডলার নির্ভরতা কমানোর পথে হাঁটছে। সব মিলিয়ে, ২০২৬ সাল হয়তো সেই সময়, যখন 'এশীয় শতক'-এর ধারণা কেবল তত্ত্বে নয়, বাস্তবেও দৃশ্যমান হতে শুরু করবে। পুরোনো বিশ্বব্যবস্থা ভাঙছে, আর নতুন শক্তির উত্থানে বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্র নতুন করে আঁকা হচ্ছে। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, বিশ্ব রাজনীতি এক গভীর রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যে শক্তিকাঠামো দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমের নেতৃত্বে চলেছে, তা আজ প্রশ্নের মুখে। ইউক্রেন যুদ্ধ ইউরোপের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছে, ট্রাম্প-যুগের অনিশ্চিত মার্কিন নীতি পশ্চিমা ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, আর ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্যও ধীরে ধীরে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই শূন্যস্থানেই এশিয়া-বিশেষ করে চিন, ভারত ও রাশিয়ার মতো শক্তিগুলি-নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করছে। নতুন সমুদ্রপথ, বিকল্প বাণিজ্যব্যবস্থা, আঞ্চলিক জোট এবং সামরিক সহযোগিতার বিস্তার এশিয়াকে কেবল অর্থনৈতিক নয়, কৌশলগত দিক থেকেও বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। তবে এই পরিবর্তন হঠাৎ বা মসৃণ হবে না। পুরোনো শক্তিগুলির প্রতিরোধ, আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব এবং অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা নতুন ব্যবস্থার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী

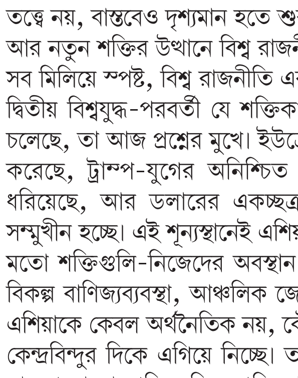

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ছিলেন একাধারে দার্শনিক, সমাজসংস্কারক ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। তাঁর বাণী কেবল ধর্মীয় উপদেশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবন, কর্ম, নৈতিকতা ও সমাজচেতনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সহজ ভাষায় গভীর সত্য প্রকাশই তাঁর বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বিকাশ-শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক সব দিক থেকেই। তাঁর মতে, ধর্ম মানে কেবল উপাসনা নয় ধর্ম হল জীবনযাপন। তাই তিনি বলতেন, মানুষকে এমনভাবে চলতে হবে যাতে তার চিন্তা, কথা ও কাজে সামঞ্জস্য থাকে। সত্যনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা ছাড়া মানবজীবনের উন্নতি সম্ভব নয়-এই ধারণা তাঁর বাণীতে বারবার ফিরে এসেছে।

শ্রীশ্রী মা সারদা

শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী ছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ইতিহাসের এক অনন্য, স্নিগ্ধ ও আলোকোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণীই নন, বরং নিজ গুণে তিনি হয়েছেন ' মা। তাঁর জীবন ছিল নিঃশব্দ ত্যাগ, অপরিসীম ধৈর্য, করুণা ও নিখাদ মানবপ্রেমের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের জয়রামবাটিতে তাঁর জন্ম। অত্যন্ত সাধারণ গ্রামীণ পরিবেশে বড় হলেও ছোটবেলা থেকেই তাঁর চরিত্রে সহজতা, সহানুভূতি ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। অল্প বয়সেই রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের সাধনজীবনের সময়ে মা সারদা দেবী ছিলেন নীরব সহযাত্রী-কোনো অভিযোগ নয়, কোনো দাবি নয়, কেবল সেবা ও সহনশীলতা। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর মা সারদা দেবীর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

সংস্কার, গতিশীলতা এবং সিদ্ধান্ত ঃ ২০২৫-এ ভারতের অর্থনীতি

অমিতাভ কান্তঃ বিশ্বজুড়ে গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন প্রতিকূল ঘটনাবলী ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৫ সালে ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অনিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য, সরবরাহ শৃঙ্খলের ভেঙে প।া এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তার করার মতো নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এসবের মধ্যেও ভারতে ম্যাক্রো-অর্থনীতির স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে। শেষ ত্রৈমাসিকে উন্নয়নের হার ৮.২ শতাংশ ছিল, যা সবথেকে ইতিবাচক পূর্বাভাসের থেকেও বেশি। মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল কম। আর্থিক ঘাটতিও আয়ত্তের মধ্যেই ছিল। বিশ্বজুড়ে এই আবহে ভারতের গৃহীত নীতিসমূহ দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করেছে। যে কোনো স্থিতিশীল অর্থনীতির অন্যতম শক্তি তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা। ভারতের লক্ষ লক্ষ পরিবারের জন্য করনীতি সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ বছর ভারতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর সংস্কার হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে বাজেটে জনগণের হাতে বেশি অর্থ থাকার জন্য আয়ের ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর না নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৬১ সালের জটিল আয়কর আইনের পরিবর্তে সহজ-সরল ২০২৫-এর আইন কার্যকর করা হয়েছে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসে পণ্য ও পরিষেবা করের সংস্কার ঘটিয়ে মূলত দুটি ধাপ কার্যকর করা হয়। পাশাপাশি, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সংস্কারের মাধ্যমে তার সরলীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে, উপভোক্তাদের মধ্যে আস্থা অর্জিত হয়েছে। উৎসবের মরশুমে ব্যবসা-বাণিজ্য ৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই উদ্যোগগুলি রাজস্ব আদায় হ্রাস করেনি। গ্রাহকের ব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কর সংগ্রহ আগামী বছরগুলিতে বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অর্থনীতির ৫৫-৬০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যখন গ্রাহকদের কেনাকাটা বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁদের ক্রয়ক্ষমতাও কাজে লাগে। পণ্যসামগ্রীর উপাদন সংশ্লিষ্ট সংস্থার ক্ষমতার প্রতিফলন। ফলে, অর্থনীতিতে বিনিয়োগের নতুন জোয়ার দেখা দেয়, যা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সুস্থায়ী আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রাহকের চাহিদার বিষয়টি তখনই স্থিতিশীল থাকে যখন আয় বৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এক্ষেত্রে শ্রম আইনের সংস্কারটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২৯টি আইনের পরিবর্তে চারটি যুগোপযোগী বিধি-নিয়ম কার্যকর করার মধ্য দিয়ে ভারতে শ্রম আইন অনেক স্বচ্ছ হয়েছে। এর ফলে বাণিজ্য জগতের যেমন সুবিধা হবে, কর্মীদেরও সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে যথাযথ মজুরি, শক্তিশালী শিল্পায়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মীদের সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই আইনগুলি আমাদের ৬৪ কোটি কর্মীশক্তির সমৃদ্ধি ঘটাতে সহায়ক হবে এবং ভারতের উন্নয়ন যাত্রাকেও ত্বরান্বিত করবে। পরিবারগুলির যখন আয় বৃদ্ধি হয় তখন তারা আরও বেশি ব্যয় করে অথবা অর্থ সঞ্চয় করে বা দুটিই একসঙ্গে করে। সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান যখন বৃদ্ধি পায়, তখন ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, পেনশন প্রকল্প এবং বীমা প্রকল্পেও বেশি অর্থ জমা পড়ে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই ধরনের প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত তহবিল দেশের অভ্যন্তরের মূলধন বাজারের গুরুত্বপূর্ণ উস। কারণ, এই অর্থ দিয়ে বিভিন্ন সংস্থার ইকুইটি কেনা হয়, প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করা হয় অথবা সরকারি বন্ড কেনা হয়। বীমা শিল্পে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়ায় ভারতের মূলধন বাজার শক্তিশালী হবে। ফলস্বরূপ, বীমা সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে ও পরিষেবার মানোন্নয়ন ঘটবে। বীমা শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত হবে। চাহিদা অনুসারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এ বছর দেশজুড়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব নজরে এসেছে। জিএসটি সংস্কারের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। পাশাপাশি, নিবন্ধীকরণের নিয়মাবলীতে সরলীকরণ করার ফলেও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির জন্য নিবন্ধীকরণের সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে তিনদিন করা হয়েছে। দেশের মূলধনী বাজার সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম শক্তিশালী করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহক স্বার্থ আরও সুরক্ষিত হয়েছে। পাশাপাশি, অহেতুক বিধি-নিয়ম মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থেকেও রেহাই মিলবে। স্বাধীন নিয়ন্ত্রকরাও এখন উন্নয়নযজ্ঞে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৯ হাজার রকমের নিয়মাবলীকে বাতিল করে ২৫০টিরও কম নিয়মাবলীকে কার্যকর করেছে। একইভাবে বীমা ক্ষেত্রে আইআরডিএআই নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সংস্কার কার্যকর করতে একটি কমিটি গঠন করেছে। নির্মাণ শিল্প এবং পরিবেশগত বিভিন্ন বিধি-নিয়মের ক্ষেত্রেও সংস্কার কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রের বিধি-নিয়মের পরিবর্তে একটি অভিন্ন ব্যবস্থাপনা মেনে চলা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বর্তমানে ৩৩ শতাংশ জমিতে সবুজায়নের নিয়ম কার্যকর হওয়ায় শিল্পের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে যে শিল্প সংস্থা স্থাপিত হবে, তাদের একটি সর্বাঙ্গীণ পরিবেশগত ছা।পত্র সংগ্রহ করলেই চলবে। এক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ছাড়পত্রের কোনো প্রয়োজন হবে না। এর পাশাপাশি, শিল্পায়নের জন্য ' ক্যাটাগরি' বলে নতুন একটি বিভাগ তৈরি করা হয়েছে যেখানে কম ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির ছা।পত্র সহজেই পাওয়া যাবে। পাশাপাশি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ শুধুমাত্র যেসব শিল্প সংস্থা থেকে দূষণ ছ।াতে পারে, সেগুলির দিকেই যথাযথভাবে নজরদারি চালাবে। জনবিশ্বাস সংস্কারের ফলে ২০০-র বেশি ছোটখাটো অপরাধকে ফৌজদারি ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে। এছা।াও, প্রচুর মান্ধাতা আমলের আইন বাতিল করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের সরকার ১ হাজারটির ওপর অপরাধকে ফৌজদারি তালিকার বাইরে রেখেছে। রাজ্যগুলি বিভিন্ন প্রকল্পের দ্রুত ছা।পত্র দেওয়ার লক্ষ্যে ভূমি, পরিবেশ এবং নির্মাণ ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার এনেছে। জনবিশ্বাসের পরবর্তী পদক্ষেপ শীঘ্রই গ্রহণ করা হবে। এর মধ্য দিয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হবে ৃতা হল, ভারত একটি আস্থা-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে চলেছে যেখানে নিয়ন্ত্রণের সমস্যা থাকবে না। বিশ্বজুড়ে অস্থিতিশীল ও অনিশ্চয়তার পরিবেশের মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যকে আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাদল অধিবেশনে সংসদে ১৯০৮, ১৯২৫ এবং ১৯৫২ সালের সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ভারতের আইনগুলির সংস্কার করা হয়েছে। এর ফলে, ভারতের সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আন্তর্জাতিক মানের আইনের আওতায় আসবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নথি চাওয়ার প্রয়োজন কমিয়ে ফেলা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ভারত নানা রকম প্রতিযোগিতায় যুক্ত হতে পারছে। পাশাপাশি, গুণমান সংক্রান্ত ২০০-রও বেশি নির্দেশাবলী বাতিল করার ফলে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং রপ্তানিকারকদের সুবিধা হচ্ছে। ব্রিটেন, নিউ জিল্যান্ড এবং ওমানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার ফলে আমাদের রপ্তানিকারকরা নতুন নতুন বাজার পাচ্ছেন। ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও একটি চুক্তি কার্যকর হয়েছে। বড়

বড় শিল্প সংস্থাগুলির কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়াও, এই সংস্থাগুলি রপ্তানিতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের নীতি অনুযায়ী বড় সংস্থাগুলি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচিতি বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। সেক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলি আর্থিক নানা সুযোগ-সুবিধা পেত। পাঁচ বছরের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের সংজ্ঞা আবারও নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এই সংস্থাগুলির ক্ষমতা দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার একটি সহায়ক ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা হচ্ছে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরা এর ফলে উপকৃত হবেন। কৃত্রিম মেধা এবং অনুসারী পরিকাঠামো, যেমন ডেটা সেন্টারের মতো নানা ব্যবস্থাপনার কারণে জ্বালানির ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে ভারতে মহাকাশ ক্ষেত্রে ৭ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। পারমাণবিক শক্তি বিদ্যুতের এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে সহায়ক হবে। শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত সাসটেনেবল হার্নেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্টট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া বা শান্তিবিল পাশ হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হয়েছে। ভারত তার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বিনিয়োগ-বান্ধব একটি পরিবেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই আইন অসামরিক পারমাণবিক প্রকল্পগুলিকে বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগে উসাহিত করবে। পাশাপাশি জ্বালানি, পারমাণবিক পদার্থের প্রক্রিয়াকরণ এবং অস্ত্রশস্ত্রের বিষয়টি সরকারের কাছে থাকবে।

সংস্কার এখন আর আর্থিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত আইনের সংস্কার ঘটিয়ে ন্যূনতম কাজের গ্যারান্টি ১০০ দিনের পরিবর্তে ১২৫ দিন করা হয়েছে। নতুন আইন এমনভাবে করা হয়েছে যার ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। নতুন এই আইনটি দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ তৈরি, পানীয় জল সরবরাহের নিশ্চিতকরণ এবং জীবিকা সংক্রান্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার সঙ্গেও যুক্ত করা হয়েছে। বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান আইনের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রেও বড়সড় সংস্কার কার্যকর হতে চলেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, এআইসিটিই এবং এনসিটিই-র মতো একাধিক সংস্থার পরিবর্তে একটি অভিন্ন উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে, জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। উচ্চশিক্ষায় গুণমানের ওপর আরও বেশি নজর দেওয়া সম্ভব হবে। বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যে ভারত প্রাণবন্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০২৫ সাল সংস্কারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সংস্কার কার্যকর হচ্ছে আস্থা, সহজ-সরল নিয়ম এবং যথাযথ পূর্বাভাসের মাধ্যমে। এই সংস্কারগুলি কিন্তু বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। এর জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। অর্থনীতির একটি অমোঘ সত্য এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের গুণমানের ওপর নির্ভর করে, কারণ আর্থিক বিভিন্ন সুবিধা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এখন রাজ্য সরকারগুলি সেই নিয়ম মেনে চলবে কিনা, সেটি একান্তই তাদের বিষয়।

লেখকঃ প্রাক্তন শেরপা জি-২০ এবং নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক।

ভবিষ্যৎ প্রস্তুত ভারত গড়ার পথচলায়

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বরঃ ২০২৫ সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের কেন্দ্রে ফলাফলভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা বৃদ্ধি। শ্রম সংস্কারের মাধ্যমে ২৯-টি আইন চারটি শ্রম বিধিতে একত্রিত করে সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। নেক্সট জেন জিএসটি ব্যবস্থার মাধ্যমে কর পরিকাঠামো সরল হয়েছে এবং করদাতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৫ কোটি। রপ্তানি উন্নয়ন উদ্যোগের আওতায় ২৫ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও প্রথমবারের রপ্তানিকারকদের আর্থিক সহায়তা, মান্যতা ও বাজারে প্রবেশ সহজ করা হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সংস্কারের মাধ্যমে ১২৫ দিনের পারিশ্রমিক-ভিত্তিক কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষাপট নির্মাণঃ ২০২৫ সালে ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা- ২০২৫ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার ভারতের শাসনব্যবস্থার এক পরিণত স্তর প্রতিফলিত হয়, যেখানে নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামো সম্প্রসারণের বদলে পরিমাপযোগ্য ফল প্রদানে জোর দেওয়া হয়েছে। কর, শ্রম আইন, ব্যবসা পরিচালনা ও কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংস্কারের মূল লক্ষ্য প্রক্রিয়া সরল করা, মান্যতার কাঠিন্য কমানো এবং নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য ভবিষ্যৎ গতিবিধি বোঝা সহজ করা। এর ফলে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। এই সংস্কারগুলি জীবনযাপনের সুবিধা, ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়েছে। সরল কর ব্যবস্থা, আধুনিক শ্রম বিধি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের বিস্তৃত সংজ্ঞার মাধ্যমে যুবসমাজ, নারী, ছোট ব্যবসা ও গ্রামীণ সমাজকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই পদক্ষেপগুলি ফলাফলভিত্তিক নীতিনির্ধারণের একটি সুসংহত বিচারধারা তুলে ধরে।

বৃদ্ধি ও সুযোগ গঠনে মুখ্য সংস্কার-আয়করে সংস্কার-২০২৫ থেকে ২০২৬ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে আয়করমুক্ত করা হয়েছে। বেতনভুক্তদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ছাড় যুক্ত করে কার্যকর ছাড়ের সীমা বেড়ে হয়েছে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এর ফলে, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির হাতে অতিরিক্ত ব্যয়যোগ্য আয় এসেছে, ফলত ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিযাগে উৎসাহিত হয়েছে। ০২৪ সালের জুলাই মাসে আয়কর আইন ১৯৬১ সম্পূর্ণ সংস্কার করে নতুন আযকর আইন ২০২৫ প্রবর্তনের ঘোষণা করা হয়। এই সংস্কার কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ গঠিত একটি অভ্যন্তরীণ কমিটির মাধ্যমে তিনটি নীতির ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।

ভাষা ও পরিকাঠামোর সরলীকরণ, কর নীতিতে বড় পরিবর্তন না করা, কর হারে কোনও পরিবর্তন না আনা।

শ্রম সংস্কার-ভারত সরকার ২৯-টি শ্রম আইনকে চারটি শ্রম বিধিতে একত্রিত করেছে- মজুরি বিধি, শিল্প সম্পর্ক বিধি, সামাজিক সুরক্ষা বিধি এবং পেশাগত নিরাপত্তা স্বাস্থ্য ও কর্মপরিস্থিতি বিধি। এই কাঠামো ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা জোরদার করেছে। প্রায় ১ কোটি শ্রমিক বার্ষিক সামাজিক সুরক্ষা সুবিধার আওতায় এসেছেন। নারী শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ছুটি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সুফল পাচ্ছেন। এটি নিয়মনির্ভর ব্যবস্থার বদলে ফলাফলভিত্তিক শাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সংস্কার-বিকশিত ভারত- গ্যারান্টি ফর রোজগার ও আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ আইন) ২০২৫ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চযতা আইনকে রূপান্তরিত করে একটি আধুনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। এখানে জীবিকার সুরক্ষা ও সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়ন একত্রে সংযুক্ত। ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা সংক্রান্ত সংস্কার-ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগের উপযোগী গুণমান নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে, উৎপাদনে ব্যাঘাত এড়ানো সম্ভব হয়েছে। অতিক্ষুদ্র উদ্যোগকে ছয়য মাস এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগকে তিন মাস অতিরিক্ত সময়য দেওয়া হয়েছে। রপ্তানিমুখী ও গবেষণার জন্য জরুরি আমদানির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী মজুত উৎপাদন ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় মান নির্ণায়ক ব্যুরোর অধীনে বার্ষিক খরচ কমানো, যৌথ পরীক্ষাগার ব্যবহারের সুযোগ এবং সহজ পরিদর্শন ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য সংস্কার।২০২৫ থেকে ২৬ সালের বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সংশোধিত সীমা- অতিক্ষুদ্র উদ্যোগের বিনিয়োগ ২.৫ কোটি টাকা, বার্ষিক লেনদেন ১০ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিনিয়োগ ২৫ কোটি টাকা, লেনদেন ১০০ কোটি টাকা

মাঝারি উদ্যোগ বিনিয়োগ ১২৫ কোটি টাকা, লেনদেন ৫০০ কোটি টাকা, পণ্য ও পরিষেবা কর সংস্কার।নেক্সট জেন জিএসটি সংস্কার কর ব্যবস্থাকে আরও সহজ, ন্যায্য ও বৃদ্ধি-সহায়য়ক করেছে। এতে ভোক্তাদের জীবনযাপনের সুবিধা এবং ব্যবসা পরিচালনার সুবিধা একসঙ্গে নিশ্চিত হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন মিশন। ২০২৫ থেকে ৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ২৫ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে রপ্তানি উন্নয়ন মিশন শুরু করা হয়েছে। এটি আর্থিক সহায়তা, গুণমান মান্যতা, বিপণন, পরিবহণ ও বাজার প্রবেশের সমন্বিত পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। অন্যান্য বাণিজ্য সংস্কার-বছর জুড়ে বাণিজ্য এবং ব্যবসা করার সারল্যের সংস্কারগুলির মূল লক্ষ্য ছিল প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, ডিজিটাল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং লেনদেনের খরচ হ্রাস করা, বিশেষত, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলির জন্য। এর মধ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থার ডিজিটাল সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো, ট্রেড কানেক্ট, আইসগেট এবং ই কমার্স রপ্তানি হাব। ঝুঁকিভিত্তিক রিফান্ড ব্যবস্থাসহ নেক্সট জেন জিএসটি সংস্কার কার্যকর হয়েছে। শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে জেলা ব্যবসা সংস্কার কর্মপরিকল্পনা ২০২৫ চালু করে অনুমোদন ও পরিদর্শন প্রক্রিয়ার বিকেঃদ্রীকরণ করা হয়েছে এবং ব্যবসা করার সারল্যের সংস্কার জোরদার হয়েছে।

বাংলার গীতা গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ

আমরা জানি ভাগবত অনেক পরবর্তী কালের রচনা। খ্রীষ্টজন্মের অন্তত ৭০০ বছর পরেকার বলেই পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে মনে করেছেন। সে আলোচনায় আমরা পরে যাব।ফিরে আসা যাক প্রাচীনতর ছান্দোগ্য উপনিষদের দিকে। সেখানে বলা হয়েছে কৃষ্ণ হলেন দেবকীর ছেলে। আর ছান্দোগ্য উপনিষদ এর প্রায় সমকালীন রচনা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রয়েছে বাসুদেব শব্দটির উল্লেখ, যেখান থেকে বোঝা যায় বাসুদেব কৃষ্ণ হলেন বসুদেবের ছেলে। তবে এই প্রসঙ্গে ভিন্নমত ব্যক্ত করা প্রখ্যাত পণ্ডিত আর জি ভাণ্ডারকরের কথাটি উল্লেখ করা দরকার। তাঁর মতে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উল্লিখিত বাসুদেব আমাদের পরিচিত বাসুদেব নন। ইনি সাত্বত বৃষ্ণিকুলের কুলদেবতা। এই কৃষ্ণের সঙ্গে আঙ্গিরস শিষ্য কৃষ্ণের সমীকরণ তৈরি করা হয়েছে অনেক পরে। ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম বিশেষজ্ঞ কিথ দুই কৃষ্ণের এই তত্ত্ব মানতে চান নি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভাণ্ডারকর আর কিথের মধ্যে এই বিতর্ক পণ্ডিত মহলে বেশ সা।া ফেলেছিল। জে এন ফারকুহার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ' লেসনস অফ দ্য গীতা' এবং তারপর প্রকাশিত তাঁর ' অফ হিঃদুইজম' ইত্যাদি বইতে আমাদের জানিয়েছেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই রাম আর কৃষ্ণ দুজনেই যুদ্ধবীর হিসেবে খ্যাতিলাভ করে গেছেন। মেগাস্থিনিস এর সময় রাম আর কৃষ্ণের নামের প্রথমে ভগবানের উপাধি যোগ হয়েছে এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়া থেকেই তারা বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেখা দেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বৈয়াকরণ পাণিনি বাসুদেব কৃষ্ণ এবং অর্জুনের নাম একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে কৃষ্ণের পার্থসারথি রূপ তখনকার মানুষের মনে এমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল যে রাজারা যুদ্ধে গেলে সৈন্যবাহিনীর সামনে কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি বয়ে নিয়ে যেতেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক কার্টিয়াস জানিয়েছেন ভারতের স্মরণীয় যোদ্ধা পুরু যখন আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন তখন সেনাবাহিনীর সামনে ছিল কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি।বৈয়াকরণ পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ সাল নাগাদ তাঁর মহাভাষ্যতে লিখছেন যে তার সময়ে কৃষ্ণ জীবনের নানা রকম ঘটনা নিয়ে অনেক নাটক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণের কংস বধ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পতঞ্জলি বলেছেন এই নাটকে কংস পক্ষে যারা থাকতো তারা হলো কালা মুখ আর কৃষ্ণপক্ষে যারা অভিনয় করত তারা হল রক্তমুখ। সেকালের গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির দ্বারা এত ঘনিষ্টভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে তাঁকে বলাই হয় দ্বিতীয় বিদ্যাপতি। রবীন্দ্রনাথ কাব্যজীবনের শুরুতে বিদ্যাপতির প্রভাবেই যে তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী লিখেছিলেন একথাও আমাদের সবারই জানা। বিদ্যাপতির মাথুর বা প্রার্থণা পর্যায়ের বেশ কিছু পদ বাঙালি সংস্কৃতির চিরন্তন অঙ্গ হয়ে গেছে। বিদ্যাপতির কাছ থেকে যদি বাঙালি অলঙ্কারবহুল কাব্য শুনে থাকে তবে চণ্ডীদাসের কাছ থেকে সে শুনেছে বিপরীতধর্মী সহজ ভাষার পদাবলী। চণ্ডীদাসও বিদ্যাপতির মতোই বাঙালি সংস্কৃতির চিরন্তন অঙ্গ। বিদ্যাপতির উত্তরাধিকার যদি আমরা চৈতন্য পরবর্তীকালে গোবিন্দদাসের মধ্যে পাই, তবে চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকারের ধারাটি পাই জ্ঞানদাসের মধ্যে। এই চারজন প্রধানতম বৈষ্ণব কবি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পদাবলী রচয়িতাদের মধ্যে আছেন বলরামদাস, রায়শেখর, বংশীদাস, নরহরি চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর প্রমুখরা। বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রচনা করেছেন এমন কবিদের তালিকা বানালে তা কয়েক শত হতে পারে। মনে রাখা দরকার মধ্যযুগে মুসলিম কবিরাও পদাবলীর মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণকথা শুনিয়েছেন আমাদের। বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও কৃষ্ণকথা ও বৈষ্ণব পদাবলীর অতুলনীয় সম্ভার রয়েছে। মীরার ভজনের কথা আমরা কে না জানি। কিন্তু তা ছাড়াও নানা ভাষায় নানা কবিদের অসংখ্য অসামান্য রচনা রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের তামিল ভক্তকবিদের থেকে শুরু করে, গুজরাটের নরসিংহ মেটা বা আসাম সহ উত্তর পূর্ব ভারতে মহন্ত শঙ্করদেব - অনেকেই ভারতীয় বৈষ্ণব সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সতী ঘোষ তাঁর মূল্যবান বইতে সে সবের এক চমকার আলোচনা করেছেন। বাঙালিকে কাব্যের দিক থেকে জয়দেব এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কৃষ্ণকথার দিকে উন্মুখ করে তুলেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের যে ধারাটি গৌ।বঙ্গে চৈতন্যদেবের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল ষো।শ শতকের শুরুর সময় থেকে, সেটাই যে কোটি কোটি বাঙালিকে শতকের পর শতক ধরে কৃষ্ণকথার দিকে প্রাণিত করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। বাঙালি চৈতন্যের চোখ দিয়ে কৃষ্ণলীলাকে দেখেছে, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। চৈতন্যদেব, তাঁর পার্ষদ ও শিষ্য পরম্পরা, বৃন্দাবনের ষ।গোস্বামী, চৈতন্য জীবনীকার প্রমুখদের বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার আলোচনা হয় না। এখানে এই উল্লেখমাত্র করে তা তুলে রাখা গেল পরবর্তী কোনও আলোচনার জন্য। আধুনিক যুগে উনিশ বিশ শতক জুড়ে কৃষ্ণকথা নিয়ে গবেষণার যে ধারাটি আমরা দেখেছি তা একবিংশ শতাব্দীতেও বহমান। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র থেকে শুরু করে এর বিস্তারিত আলোচনাও পরে কোনো সময়ে করার ইচ্ছে রইলো।

আকর গ্রন্থ -
১) আর জি ভাণ্ডারকর - বৈষ্ণবিজম, শৈবিজম অ্যাণ্ড মাইনর রিলিজিয়াস সিস্টেমস
২) জে এন ফারকুহার - পার্মানেঃট লেসনস অব গীতা, আ প্রাইমার অব হিঃদুইজম
৩) হেমচঃদ্র রায়চৌধুরী - মেটেরিয়ালস ফর দ্য স্টাডি অব আর্লি হিস্ট্রি অব দ্য বৈষ্ণব সেক্ট
৪) রমেশচঃদ্র মজুমদার - ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউঃটস অব ইন্ডিয়া
৫) অসিত কুমার বঃেদ্যাপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
৬) শশিভূষণ দাশগুপ্ত - শ্রী রাধার ক্রমবিকাশঃ দর্শনে ও সাহিত্যে
৭) সত্যবতী গিরি - বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ
৮) ড সতী ঘোষ - ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী
৯) শঙ্করীপ্রসাদ বসু - মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি
১০) নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী - মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ

উন্নয়নের পাঁচালী কিট বিতরণ জামালপুর ব্লক মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩১ ডিসেম্বর ঃ জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিস থেকে বুধবার জামালপুর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'উন্নয়নের পাঁচালী' কিট বিতরণ করা হয়।

ব্লকের মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা ব্লকের মোট ১৩ টি অঞ্চলের মহিলা অঞ্চল সভাপতিদের হাতে এই কিটি তুলে দেন। এই উপলক্ষ্যে প্রতিটি অঞ্চল থেকেই একাধিক মহিলা কর্মীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খান, স্থানীয় বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক-সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি এবং প্রধান ও উপপ্রধানরা। কিটের মধ্যে ছিল একটি ছোট মাইক, কিছু লিফলেট এবং পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক বসানোর জন্য একটি করে মাদুর। এদিন কল্পনা সাঁতরা জানান, দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী ব্লক পার্টি অফিস থেকে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য উন্নয়নের পাঁচালী কিট তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই রাজ্য সরকারের গত ১৫ বছরের উন্নয়নমূলক কাজ পাড়ায় পাড়ায় 'উন্নয়নের পাঁচালী'-র মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে বলে তিনি জানান।

শান্তিপুরে বস্তাভর্তি আধার-ব্যাংক নথি পোড়ানোর চেষ্টা! ধৃত ২

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ নদীয়ার শান্তিপুরে আধার কার্ড ও ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি পোড়ানোর অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিপুর হাটখোলা পাড়ায়। বুধবার সকালে এলাকাবাসীরা বস্তাভর্তি কাগজপত্র পোড়াতে দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাধা দিয়ে শান্তিপুর থানায় খবর দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বীরভূমের রাজেশ মণ্ডল নামে এক যুবক ঘোড়ালিয়া সাব পোস্ট অফিসে কর্মরত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন শান্তিপুরে ভাড়া থাকতেন। সম্প্রতি তাঁর বদলি হওয়ার পর বুধবার সকালে তাঁর বাবা ও আরেক ব্যক্তি ওই ভাড়াবাড়ি খালি করতে আসেন। অভিযোগ, সেই সময়ই বস্তাভর্তি কাগজপত্রে আগুন লাগানো হয়। এলাকাবাসীদের দাবি, পোড়ানো কাগজপত্রের মধ্যে আধার কার্ড, ব্যাংক সংক্রান্ত নথি এবং পোস্ট অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দু'জনকে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সহ আটক করে। উদ্ধার হওয়া কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, কী উদ্দেশ্যে এই নথি পোড়ানো হচ্ছিল এবং এগুলি বৈধ না অবৈধ-তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টির গভীর তদন্ত শুরু করেছে।

শিলিগুড়িতে মোবাইলের টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন পূর্ব চয়নপাড়া এলাকায় মোবাইলের টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। স্থানীয়দের বাধায় আপাতত বন্ধ টাওয়ার বসানোর কাজ। জানা গেছে, এলাকায় আগে থেকেই একটি মোবাইল টাওয়ার রয়েছে। সম্প্রতি সেই এলাকাতেই আরও একটি নতুন টাওয়ার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দাদের কোনওরকম না জানিয়েই কাজ শুরু করতে যাচ্ছিল সংশ্লিষ্ট সংস্থা। বিষয়টি নিয়ে গত প্রায় তিন মাস ধরেই এলাকায় উত্তেজনা চলছিল। এদিন এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে টাওয়ার বসানোর কাজ বন্ধ করে দেন এবং বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয়দের আপত্তির কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় টাওয়ার বসানোর কাজ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, আগে থেকেই একটি টাওযার থাকায় রেডিয়েশনের প্রভাব পড়ছে। আরও একটি টাওয়ার বসানো হলে মানুষের স্বাস্থ্যের বড় ক্ষতি হবে।কোনও এনওসি ছাড়াই কীভাবে কাজ শুরু করা হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এসআইআর শুনানির কাজ খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে উপ-নির্বাচন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ এসআইআর এর শুনানির কাজ খতিয়ে দেখতে হাওড়া ও শিবপুরের শুনানি কেন্দ্রে পরিদর্শন করলেন উপ-নির্বাচন কমিশনার। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সহ পুলিশের আধিকারিকরা।

মঙ্গলবারই রাজ্যে এসেছেন উপ-নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। মঙ্গলবার কলকাতায় পৌঁছে বাগুইআটির শুনানি কেন্দ্রে যান তিনি। বুধবার তিনি আসেন হাওড়ায়। হাওড়ায় শুনানি কেন্দ্র পরিদর্শন করে এসআইআর এর শুনানির কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। জ্ঞানেশ ভারতী এদিন মধ্য হাওড়া ও শিবপুর বিধানসভায় একাধিক শুনানি কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। কথা বলেন ভোটারদের সাথেও। তাঁদের সমস্যার কথাও শোনেন। আশ্বস্ত করেন ভোটারদের। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া সহ হাওড়া সিটি পুলিশের আধিকারিকরা। এদিন ১৭২-শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এ.ই.আর.ও বলেন, 'আমি ৯নং টেবিলে হিয়ারিং করাচ্ছি। আজ আমাদের এখানে ইলেকশন কমিশনের মাননীয় ডেপুটি কমিশনার এসেছিলেন। উনি এখানকার ভোটারদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। এবং আমাদের এখানে হিয়ারিং প্রসেস উনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। আমাদের এখানে কোনও সমস্যা নেই। আমরা ভোটারদেরও এই বলে আশ্বস্ত করেছি যে, কোনও বৈধ ভোটারের নামই বাদ যাবে না। আমাদের এখানে হিয়ারিংয়ে কোনও ভোটারের অসুবিধা হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি।'

আশাকর্মীদের বিভিন্ন দাবীতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ অস্বাভাবিক কাজের

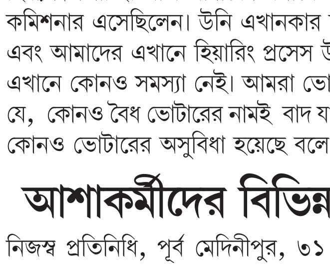

বোঝা চাপানোর প্রতিবাদে, চার মাসের ইন্সেন্টিভ এবং এক বছরের পি.এল.আই.এর টাকা না পাওয়া, মাসিক ভাতা ১৫ হাজার ও কর্মরত অবস্থায় আশাকর্মী মারা গেলে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ আশাকর্মীদের বিভিন্ন দাবীতে গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে আশাকর্মীদের কর্মবিরতি চলছে। আজ ৩১ ডিসেম্বর কর্মবিরতির ৯ দিন। বুধবার সেন্টারে আশাকর্মীদের যাওয়ার কথা ছিল। কর্মবিরতির কারণে আশাকর্মীরা সেন্টারের না গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান বিডিও অফিস ও বি পি এইচ সি তে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের আশাকর্মীরা ব্লকে ব্লকে অবস্থান ও বিক্ষোভের কর্মসূচি নেয়। বছরের শেষ দিনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক, শহীদ মাতঙ্গিনী, ময়না, চন্ডীপুর, এগরা-২ বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে জমায়েত হয়ে অবস্থান ও বিক্ষোভের কর্মসূচি হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিযনের রাজ্য সভানেত্রী কৃষ্ণা প্রধান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা ইতি মাইতি, সভানেত্রী শ্রাবন্তী মন্ডল, সহ সভানেত্রী ঝুমা মাইতি, রাজ্য কমিটির সদস্যা অনিমা আদক বেরা, মধুছন্দা বেরা প্রমুখ। জেলা সভানেত্রী শ্রাবন্তী মণ্ডল বলেন যতদিন না দাবি আদায় হয়, ততদিন কর্মবিরতি চলবে। আগামী ৭ জানুয়ারি সবাইকে স্বাস্থ্য ভবনে যাওয়ার আবেদন জানান।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক পদক্ষেপসহ নতুন সময়সূচী চালু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৩১ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নতুন সময়সূচী চালু করেছে, যা ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং অন্যান্য অঞ্চলে রেল সংযোগকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যাত্রী-কেন্দ্রিক এবং কার্যকারিতার দিক থেকে উন্নতভাবে তৈরি করা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচী। নতুন সময়সূচীর অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫ সালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে চালু করা করা ২০টি নতুন ট্রেন পরিষেবাকে নিয়মিত করেছে। এই পরিষেবাগুলির মধ্যে মেল / এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন রয়েছে যা গুয়াহাটি, সাইরাং, ডিব্রুগড়, আগরতলা, নর্থ লখিমপুর, কাটিহার, যোগবানী, আনন্দ বিহার এবং দেশের আরও বেশ কয়েকটি প্রধান স্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলোকে সংযুক্ত করে, যার ফলে যাত্রীদের, বিশেষ করে দীর্ঘ দূরত্বের এবং পূর্বের কঠিন পথে ভ্রমণের জন্য অতিরিক্ত বিকল্প সুবিধা উপলব্ধ হয়েছে। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করতে, কিছু বিদ্যমান ট্রেন পরিষেবার ফ্রিকুয়েন্সিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপে, শিলচর এবং মহিষাশনের মধ্যে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি, যা আগে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন চলত, সেগুলিকে এখন সপ্তাহে ছয় দিন চালানোর জন্য আপগ্রেড করা হয়েছে। এই উন্নয়নের ফলে বরাক উপত্যকা অঞ্চলের প্রতিদিনের যাত্রীরা এবং সাধারণ জনগণ আরও

নমনীয় ও নির্ভরযোগ্য ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। নতুন সময়সূচীতে ভ্রমণের ব্যস্ততম সময়ে চলাচলকারী স্পেশাল ট্রেনগুলিকেও আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট ১২ জোড়া স্পেশাল ট্রেনকে গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার রুটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা উৎসব, ছুটি এবং হাই-ডিমান্ডের সময়ে সিজনাল ভিড় সামলানোর জন্য উন্নত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিশ্চিত করবে। নতুন সময়সূচীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিদ্যমান ট্রেনগুলির জন্য বিপুল সংখ্যক নতুন স্টপেজের ব্যবস্থা করা। অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং সংলগ্ন এলাকার স্টেশনগুলিতে ১৭০টিরও অধিক নতুন স্টপেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নতুন স্টেপেজগুলি সেমি-আরবান ও গ্রামীণ এলাকার যাত্রীদের জন্য রেল পরিষেবা আরও সহজলভ্য করে তুলবে, রেল পরিবহনে অ্যাক্সেস উন্নত করবে এবং নির্দিষ্ট ট্রেনে ওঠার জন্য প্রধান স্টেশনগুলোতে দীর্ঘ সড়ক ভ্রমণের প্রযোজনীয়তা হ্রাস করবে। আধুনিকীকরণ এবং শক্তি সাশ্রয়ের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ব্যাপক পরিসরে ট্র্যাকশন চেঞ্জিং পয়েন্টগুলি স্থানান্তরের কাজও সম্পন্ন করেছে, যার ফলে অনেক ট্রেন এন্ড-টু-এন্ড ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশনে চলাচল করতে পারছে। এই পদক্ষেপের ফলে ট্রেন চলাচল আরও সুগম হবে, ডিজেল লোকোমোটিভের উপর নির্ভরতা কমবে, কার্বন নির্গমন হ্রাস পাবে এবং সময়ানুবর্তিতা উন্নত হবে। এই পদক্ষেপগুলির প্রভাব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ট্রেনের সূচনা / অন্তর্ভুক্তি, ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি, অতিরিক্ত স্টপেজ, বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনের সম্প্রসারণ এবং স্পেশাল ট্রেনের সংযোজনের ফলে সামগ্রিকভাবে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা, ভ্রমণের সময় হ্রাস, পরিচালন দক্ষতার বৃদ্ধি এবং যাত্রীদের অধিকতর সন্তুষ্টি নিশ্চিত হবে। এই উদ্যোগগুলি সুরক্ষিত, দক্ষ, পরিবেশবান্ধব এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক রেল পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে পুনঃনিশ্চিত করে, এবং একই সাথে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সহায়তা করবে।

শিলিগুড়ি পুরো নিগমের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবন উদ্বোধনে আবেগঘন মুহূর্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিযে এই ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পুরনিগমের প্রশাসনিক পরিকাঠামো যেমন এক নতুন রূপ পেল, তেমনই রাজনীতির মঞ্চে দেখা গেল বিরল সৌজন্যের ছবি। অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে ছিলেন বর্তমান মেয়র গৌতম দেব ও প্রাক্তন মেয়র তথা বর্ষীয়ান বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। মঞ্চ থেকেই গৌতম দেব প্রকাশ্যে স্বীকার করেন, শিলিগুড়ি পুরনিগমের এই ঐতিহাসিক ভবনের রূপরেখা ও ভাবনার নেপথ্যে অশোক ভট্টাচার্যের অবদান অনস্বীকার্য। শিলিগুড়ি পুরনিগম ভবনের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে এই নতুন ভবন উদ্বোধনকে ঘিরে পুরনিগম চত্বরে ছিল উৎসবের আবহ। পুরনো স্মৃতি, দীর্ঘ প্রশাসনিক যাত্রা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি ছিল আবেগ ও মর্যাদার মেলবন্ধন। উদ্বোধনী মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ইতিহাস শুধু বর্তমানের নয়, এটি বহু মানুষের শ্রম, পরিকল্পনা ও স্বপ্নের ফসল। তিনি স্পষ্ট ভাষাযয় জানান, এই ভবনের পরিকল্পনা ও প্রাথমিক উদ্যোগ নেওযা হযেছিল অশোক ভট্টাচার্যের মেয়াদকালেই। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। গৌতম দেবের এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ শিলিগুড়ির রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস ও বাম শিবিরের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। সেই আবহে দাঁড়িয়ে বর্তমান মেয়রের মুখে প্রাক্তন বাম মেয়রের প্রশংসা অনেকের কাছেই ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়েছে। গৌতম দেব বলেন, শহরের উন্নয়নের প্রশ্নে ব্যক্তিগত বা দলগত অহংকারের জায়গা নেই। যাঁরা আগে কাজ শুরু করেছিলেন, তাঁদের কৃতিত্ব স্বীকার করায় রাজনৈতিক শালীনতা। প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে আবেগঘন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিলিগুড়ি পুরনিগম তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই ভবনের পরিকল্পনা যখন শুরু হয়েছিল, তখন লক্ষ্য ছিল নাগরিক পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করা। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। অশোক ভট্টাচার্যের কথায়, প্রশাসনের ধারাবাহিকতা থাকলেই শহরের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবনটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বলে পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। এখানে একাধিক প্রশাসনিক দফতর এক ছাদের নিচে কাজ করতে পারবে, ফলে নাগরিক পরিষেবা আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ডিজিটাল পরিষেবা, সভাকক্ষ, আধুনিক নথি সংরক্ষণ ব্যবস্থা-সব মিলিয়ে এই ভবন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাজের গতি বাড়াবে বলেই মত প্রশাসনিক মহলের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের বর্তমান ও প্রাক্তন কাউন্সিলর, আধিকারিকরা এবং শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা। অনেকেই মনে করছেন, এই ভবনের উদ্বোধন শুধু একটি পরিকাঠামোগত উন্নযনের ঘটনা নয়, বরং শিলিগুড়ির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি ইতিবাচক বার্তা দিল। উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনীতি সৌজন্য ও পারস্পরিক স্বীকৃতির যে ছবি উঠে এল, তা সাম্প্রতিক রাজনীতিতে বিরল। শিলিগুড়ি শহর উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। দ্রুত বর্ধনশীল এই শহরের উপর প্রশাসনিক চাপও ক্রমশ বাড়ছে। সেই প্রেক্ষিতে পুরনিগমের পরিকাঠামো উন্নয়ন দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবনের উদ্বোধনের মাধ্যমে সেই দাবির অনেকটাই পূরণ হল বলে মনে করছেন শহরবাসীর একাংশ। তাঁদের আশা, এই ভবন শুধু ইট-কংক্রিটের কাঠামো হয়ে থাকবে না, বরং নাগরিক পরিষেবার মান উন্নয়নে বাস্তব ভূমিকা নেবে। সব মিলিয়ে, শিলিগুড়ি পুরো নিগমের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবনের উদ্বোধন একাধিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকল। উন্নয়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক সৌজন্য, অতীতের অবদানকে স্বীকৃতি এবং ভবিষ্যতের পথে একসঙ্গে এগিয়ে চলার বার্তা-এই অনুষ্ঠান যেন সেই সব কিছুরই প্রতিফলন ঘটাল।

অবৈধ গ্যারেজ উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বহরমপুরে সরকারি জমি দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ কাঠামো গড়ে ওঠার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। বহরমপুরের এসডিও-র নির্দেশে বুধবার সকালে বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি অবৈধ গ্যারেজ উচ্ছেদ করল বহরমপুর পৌরসভা। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় সরকারি জমি দখল করে এক ব্যক্তি বেআইনিভাবে গ্যারেজ চালাচ্ছিলেন। এবিষয়ে বহরমপুরের এসডিও শুভঙ্কর রায় জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আগেই নোটিশ দেওযা হয়েছিল এবং গ্যারেজ চালানোর বৈধ নথিপত্র দেখাতে বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় এদিন প্রশাসনের তরফে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। পৌরসভার কর্মীরা পুলিশি সহায়তায় গ্যারেজটি ভেঙে দেয়। এসডিও, বহরমপুর শুভঙ্কর রায় বলেন, বহরমপুরে সরকারি জমি দখল করে কোনও অবৈধ দোকান বা গ্যারেজ চলতে দেওয়া হবে না। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে, তাদের নোটিশ দেওয়া হবে। নথি না দেখাতে পারলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই ধরনের অবৈধ দখল চিহ্নিত করা হচ্ছে।

OFFICE OF THE KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful,experienced contractors/agencies for (1) NIeT No. 08/APAS (2025-26) vide Memo No. 763/KHGP/25-26, Date: 31.12.2025 for 24 (Twenty four) Nos. works. Bid submission (online) from **31/12/2025, 18.00 Hrs. up to 17/01/2026 14.00 Hrs.** Bid opening date (Online) **19/01/2026 at 14.00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or may visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/APAS/045(e)/2025-26
Date: 06/11/2025
Tender ID no.:
1. 2025_MAD_940568_2 (SL-02)
The bid Submission Closing date is hereby extended **up to 15-01-2026** in place of **28-12-2025.** For more details visite- **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
Uttarpara-Kotrung Municipality

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
মুকুন্দপুর শাখা
১২১৭ রামকৃষ্ণ পল্লী, মুকুন্দপুর কলকাতা ৭০০০৯৯
বিআর ই-মেল আইডিঃ **Mukundapur.Kolkata@bankofindia.co.in**
बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

Ref: MKP/Br/2025-26125 **Date: 29-12-2025**

প্রতি,
মিঃ সুব্রত মল্লিক
রাধা হাউজিং প্রতীক আবাসন, আটঘরা পোঃ-ধলুয়া
থানাঃ নরেন্দ্রপুর, কলকাতাঃ ৭০০১৫২

বিষয়ঃ দখল নোটিশ

অনুগ্রহ করে আমাদের **২৫.১১.২০২৫ তারিখের** ডিমান্ড নোটিশ এবং **১১.১২.২০২৫ তারিখের** রিকল নোটিশটি দেখুন, যার মাধ্যমে আমরা আপনাকে ২৫.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত গাড়ি ঋণের বকেয়া **১,০২,৯৮৭ /- টাকা** এবং তার উপর বার্ষিক ৯.৭৫ শতাংশ হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদসহ, এবং **২৫.১১.২০২৫ তারিখ** পর্যন্ত ব্যক্তিগত ঋণের **১,২৪,২৩৪.২৫** টাকা এবং তার উপর বার্ষিক ৯.১০ শতাংশ হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদসহ এবং ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত সমস্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয় ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।

২. আমরা দু ঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের উপরোক্ত নোটিশ এবং বারবার অনুরোধ ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, আপনি আজ পর্যন্ত উল্লিখিত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন।

৩. উপরোক্ত নোটিশগুলির মাধ্যমে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম ১৬.১০.২০২৩ তারিখের ঋণ-সহ-বন্ধকী চুক্তির প্রতি, যা আপনি ব্যাংকের পক্ষে সম্পাদন করেছিলেন, যার মাধ্যমে আপনি বাজাজ পালসার এন-১৬০ ডুয়াল চ্যানেল কালো রঙের দুই চাকার যান / চলমান সম্পদটি ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক রেখেছিলেন।

৪. উক্ত ঋণ-সহ-বন্ধকী চুক্তির অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে, ব্যাংক উপরোক্ত যান / চলমান সম্পদগুলির দখল নেওয়ার অধিকারী এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এতদ্বারা আপনাকে এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যান/ চলমান সম্পদগুলির দখল নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে হস্তান্তর করার জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক যান / চলমান সম্পদগুলির দখল নিতে বাধ্য হবে।

৫. তবে, আপনাকে আরও একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য, আমরা আপনাকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে **১৫ দিনের মধ্যে ব্যাংকের কাছে ১,০২,৯৮৭১ /- টাকা এবং তার উপর বার্ষিক ৯.৭৫ শতাংশ হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদসহ, এবং আপনার পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে মেটান, অন্যথায় আমরা আপনার দ্বারা ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত ১৬.১০.২০২৩ তারিখের ঋণ-সহ-বন্ধকী চুক্তি অনুসারে আমাদের সমস্ত অধিকার / ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হব, যার মধ্যে উপরোক্ত বন্ধকী সম্পদের দখল গ্রহণ এবং বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত।**

৬. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই বিষয়ে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য এবং আমাদের কাছে বন্ধক রাখা জামানত কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অন্যান্য অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে আপনাকে এই নোটিশটি দেওয়া হচ্ছে।

৭. যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয়সহ সম্পূর্ণ পাওনা ব্যাংকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিশোধ না করেন, তবে ব্যাংক আপনার দ্বারা ব্যাংকের অনুকূলে সম্পাদিত ১৬.১০.২০২৩ তারিখের ঋণ-সহ-বন্ধকী চুক্তির অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক রাখা যানচলমান সম্পদের দখল নিতে এবং বিক্রয় করতে এবং তার পাওনা আদায়ের জন্য অন্যান্য পুনরুদ্ধারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অধিকারী হবে।

শুভেচ্ছান্তে,
স্বাক্ষর /- শাখা ব্যবস্থাপক
মুকুন্দপুর শাখা

e Tender 2 (Two) invitation of Rishi Bankim chandra Gram Panchayat under Kakdwip Block, Nit no.214/7/(e)/RBCGP/XVFC/2025 and 215/8/(e)/RBCGP/XVFC,dated, **31/12/2025** publising ,& Last date of bid droping **11/01/2026 before 17 PM** & Tender opening date, **12/01/2026/** and Visit in website.**www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Rishi Bankim chandra Gram Panchayat

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of **N.I.e.T. No.-53/HPS/APAS/2025-26(2nd Call)**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **07/01/2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223
1. **NIeT No-33/SGP/25-26 Memo no-495/SGP, Date: 31.12.2025**. 2. Date of issue tender paper(online)- **31.12.2025 from 18.00 Hours.** 3. Last date of Dropping tender paper(online): **06.01.2026 up to 18.00 Hours**. 4. Date of Technical Bid opening (online)- **08.01.2026 up to 18.00 Hours**.
Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

E tender notice
15th CFC Fund-2025-26
Online bids are invited the year 2025-26 from bonafied contractors for listed work in respect of (i) E-NiT-893/KGP/15th CFC tied Fund-2025-26 Date: 29/12/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_980861 (1 to 6) (ii) E-NiT-892/KGP/15th CFC untied Fund-2025-26 Date: 29/12/25, **Tender ID: 2025_ZPHD_980846 (1 to 2)** Last date of dropping - **17/01/2026 upto 1.55 pm** Date of opening tender:- **19/01/2026 at 2.05 pm** For details information contact to the undersigned
Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIT-05/APAS/BDO/JDB/2025-26, NIT-06/APAS/BDO/JDB/2025-26 & NIT-07/APAS/BDO/JDB/2025-26
Off line Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **up to 05.30 PM of 13/01/2026** under APAS 2025-26 funds.For details intending participants may contact to the office of the undersigned in any working day before the last date of dropping of tender documents.
Sd/-
Block Development officer
Joypur Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer(C)/borough-IX, KMC invites e-tender online Percentage rate two bid system for the following works:
1) NIT NO: KMC/IX/077/181/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Maintenance of sewer line by construction of New Gully Pit etc AT, 1, 1/1, Bengali Shah Warsi Lane and its surrounding areas in ward-77 (APAS/01/159/66/0001);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,49.933.00;** Earnest Money **: Rs. 3,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
2) NIT NO: KMC/IX/077/182/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Repairing of Bustee latrine at 24/H/5, 24/H/7, Dent Mission Road and its surrounding areas in ward no-77 (APAS/01/159/71/0003);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,607.80;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
3) NIT NO: KMC/IX/077/183/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of Bustee I.P.S passage at 1F, 1E, Ibrahim Road, 88, 82, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in ward no-77 (APAS/01/159/65/0001);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,98,781.13;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **60 Days;**
4) NIT NO: KMC/IX/077/184/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of sewer line at 1F, Ibrahim Road, 88C, 90/H/9, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in ward no-77 (APAS/01/159/65/0002);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,98,873.37;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **60 Days**
5) NIT NO: KMC/ IX/077/141/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Maintenance of sewer line at 1, 11A, 8, Gangadhar Banerjee Lane, 32, 26, Harisabha Street and its surrounding areas in ward-77 (APAS/01/159/29/0002);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,97,703.47;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **60 Days**
6) NIT NO: KMC/IX/077/145/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Maintenance of sewer line at 41, 33, 43, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in ward no-77 (APAS/01/159/59/0002);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,171.86;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
7) NIT NO: KMC/IX/077/179/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Repairing of bustee toilets at 1, 1/1, 1/H/5, Bengali Shah Warsi Lane and its surrounding areas in ward no-77 (APAS/01/159/66/0004);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,98,303.27;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **60 Days;**
8) NIT NO: KMC/IX/077/187/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of Bustee IPS passage at 30, 28, Ekbalpore Road and its surrounding areas in ward no-77 (APAS/01/159/63/0002);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,98,556.69;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **60 Days**
9) NIT NO:KMC/IX/074/128/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Repairing of drainage system at 19 B Chetla Hut Road and allied works in ward No 074 (APAS/01/159/96/0001);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,717.95;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **60 Days**
10) NIT NO: KMC/IX/074/157/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Development of IPS passages at 42A, RAJA Santosh Road and surrounding areas in Ward 74 (APAS/01/159/110/0003);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,789.80;** Earnest Money :**Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days**
11) NIT NO: KMC/IX/074/159/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of IPS passages at 24/6 Raja Santosh Road and surrounding areas in Ward 074 (APAS/01/0159/111/0002);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,99,896.31;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **60 Days**
12) NIT NO: KMC/ IX/074/160/2025-2026/APAS
Name of the Work : **Improvement of existing latrines and allied works at 24/6 Raja Santosh Road in Ward no 074 (APAS/01/159/111/0003);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,804.95;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days**
13) NIT NO: KMC/IX/074/150/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of drainage system at 68/1A Alipore Road and surrounding in ward no 074 (APAS/01/159/108/0002);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,611.90;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **60 Days**
14) NIT NO:KMC/ IX/074/151/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of IP passage at 68/1A Alipore Road and allied works surrounding it in ward no 74 (APAS/01/159/108/0003);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,99,772.32;** Earnest Money: **Rs, 8,000.00;** Period of Completion : **60 Days**
15) NIT NO: KMC/ IX/074/155/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Devlopment of drainage system and associate works at 42A/H/5 Raja Santosh Road in ward-74 (APAS/01/159/110/0001);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,624.84;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **60 Days**
16) NIT NO: KMC/ IX/074/156/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of existing toilets and allied works at 42A Raja Santosh Road in Ward no 074 (APAS/01/159/110/0002);** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,99,756.55;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **60 Days;**
Last date and time of submission of bid: **08.01.2026 - 2 PM** (for Sl. No. 1 to 16); Tender will be opened on : **10.01.2026 - 2 PM** (for Sl. No. 1 to 16); The bid forms and other details are available on and from : **30.12.2025 - 5 PM** (for Sl. No. 1 to 16); The website: **https://etender.wb.gov.in** (for Sl. No. 1 to 16);
17) NIT NO: KMC/IX/077/071/2025-2026
Name of the Work: **Improvement of paver block footpath at 41,48, K. M. Sarani and its surrounding areas in ward no-77;** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,892.38;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **60 Days**
18) NIT NO: KMC/IX/077/072/2025-2026
Name of the Work: **Improvement of paver block footpath at 9,24,18,K.M. Sarani and its surrounding areas in ward no-77;** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,49,919.52;** Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days**
19) NIT NO: KMC/IX/077/073/2025-2026
Name of the Work: **Improvement of I.P.S footpath at 3D, 2/1, 1/1, Bengali Shah Warsi Lane, 6,7, M. M Ali Road and its surrounding areas in ward no-77;** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,489.77;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days**
20) NIT NO: KMC/IX/077/074/2025-2026
Name of the Work: **Improvement of Uttaran sewer line at 3/2/H/6,B.K Road etc in ward no-77;** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,855.55;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**
21) NIT NO:KMC/IX/077/047/2025-2026
Name of the Work: **Repairing of I.P.S passage at 41A,45,17, Karl Marx Sarani, 7,12/1/H/3,18/H/3, 6/H/5,M.M Ali Road, 1F, Ibrahim Road and its surrounding area damaged by W/S department in ward no-77;** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,45,056.10;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **60 Days;**
22) NIT NO: KMC/IX/077/069/2025-2026
Name of the Work: **Maintenance of Uttaran sewer line by desilting at Dr. Sudhir Bose Road, Ibrahim Road and its surrounding Uttaran areas in ward no-77;** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,959.82;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days**
23) NIT NO: KMC/IX/077/070/2025-2026
Name of the Work: **Maintenence of Uttaran sewer line by desilting at Ekbalpore Road, Dent Mission Road and its surrounding uttaran areas in ward no-77;** Estimate Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,092.17;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **60 Days;** Last date and time of submission of bid: **16.01.2026 - 12.00 Noon** (for Sl. No. 17 to 23); Tender will be opened on : **19.01.2026 -12 Noon** (for Sl. No. 17 to 23); The bid forms and other details are available on and from : **02.01.2026 - 5 PM** (for Sl. No. 17 to 23); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 17 to 23).

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/051/2025-2026/R
Name of the Work: **Renovation of drainage system by laying S.W. Pipe with allied works near H/NO-R-124/A, R-114 etc at masjid talab in ward no-137, BR-XV.;** Estimated Cost (including GST and Cess): **Rs. 2,50,885.97;** Earnest Money: **Rs. 5,100.00;** Period of Completion: **90 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **17.01.2026 - 11 A.M.;** Date of opening of tender : **19.01.2026 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from : **30.12.2025 - 5 P.M.;**
2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/140/096/2025-2026/R
Name of the Work: **Maintenance works of passages (I.P/C.CON) at different area of Hogla Para, Santi Nagar and Phool Bagan in ward no-140, BR-XV;** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,87,557.96;** Earnest Money: **Rs. 5,800.00; Period of Completion:** 90 Days; Last Date and Time of submission of Bid : **16.01.2026 - 11 A.M.;** Date of opening of tender : **19.01.2026 - 11 A.M.;** The bid forms and other details are available on and from : **30.12.2025 - 5 p.m.;** The website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl.No. 1 & 2).

CORRIGENDUM
NIT No. KMC/EE_PS/IV/25/GEQU/25-26, Published in this Newspaper on 29.11.2025 **(Key No. 1545/25-26)** of **Parks & Squares Department.** Last date and time of submission of bid will be read as **16.01.2026 at 1 PM** instead of 26.12.2025 at 1 PM. Bid opening date for technical Proposals (online) : **19.01.2026 at 2 PM** instead of 29.12.2025 at 2 PM.

(1) NIT No. KMC/EE(C)/BR-VIII/086/57/2025-2026/APAS, (2) NIT No. KMC/EE(C)/BR-VIII/072/051/2025-2026/APAS, (3) NIT No. KMC/EE(C)/BR-VIII/072/052/2025-2026/APAS, (4) NIT No. KMC/EE(C)/BR-VIII/085/051/2025-2026/APAS. Published in this Newspaper on 28.11.2025 **(Key No. 1532/25-26)** of **Engineering (Civil)/BR-VIII Department** (Sl. No. 18, 21, 23 & 24). Last date and time of submission of bid will be read as **10.01.2026 - 9 AM** instead of 25.12.2025 - 9 AM (for Sl. No. 1 to 4). Date of Opening of tender will be read as **10.01.2026 - 4 PM** instead of 27.12.2025 - 9 AM (for Sl. No. 1 to 4).
1849/25-26

চলুন বেড়িয়ে আসি

প্রকৃতির কোলে কবিতার নীরবতঞ্চঃ পুরুলিয়ার কদমপুরে গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুরুলিয়ার রুক্ষ পাহাড়, লাল মাটির পথ আর শাল-পলাশের অরণ্য মানেই কেবল অ্যাডভেঞ্চার বা লোকসংস্কৃতি নয়-এখানে আছে এক গভীর নীরবতা, যা মনকে ধীরে ধীরে নিজের ভেতরের দিকে ফিরিয়ে আনে। সেই নীরবতার মাঝেই, কদমপুর গ্রামের অরণ্যঘেরা প্রান্তরে গড়ে উঠেছে গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট- একটি থাকার জায়গা নয়, বরং এক ধরনের অনুভব।

প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের দর্শন- গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট কোনও বিলাসবহুল রিসর্ট হওয়ার দাবি করে না। বরং এই রিট্রিটের মূল দর্শন হল-প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান। চারপাশে ঘন বন, মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢেউখেলানো রেখা, দূরে লাল মাটির গ্রামপথ-সব মিলিয়ে এমন এক পরিবেশ, যেখানে শহরের তাড়াহুড়ো আপনাতেই ঝরে পড়ে। এখানে এসে সময় যেন ধীরে হাঁটে, আর সেই ধীরগতির মধ্যেই মন পায় বিশ্রাম।

নামেই ইঙ্গিত ঃ গীতাঞ্জলির ভাবনা

'গীতাঞ্জলি নামটি কেবলমাত্র একটি সাহিত্যিক অনুষঙ্গ নয়, বরং এই রিট্রিটের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি যেমন প্রকৃতি, আত্মসংলাপ ও নীরব আরাধনার কথা বলে, তেমনই এই ফরেস্ট রিট্রিটও অতিথিদের আহ্বান জানায়-নিজের সঙ্গে একটু সময় কাটাতে। ভোরের আলোয় পাখির ডাক, বিকেলে পাতার ফাঁক দিয়ে আসা রোদ, আর রাতের আকাশে অসংখ্য তারা-সব মিলিয়ে এক নিঃশব্দ কবিতা রচিত হয় প্রতিদিন।

স্থাপত্য ও পরিবেশ- গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিটের স্থাপত্য খুবই সরল ও প্রকৃতিনির্ভর। কংক্রিটের আধিক্য নেই, বরং স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি কটেজ বা থাকার ঘরগুলি অরণ্যের সঙ্গে মিশে গেছে। বড় জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে সবুজের বিস্তার। কোথাও কোথাও বসার ছোট জায়গা-যেখানে বসে বই পড়া যায়, লেখা যায়, অথবা নিছক চুপ করে থাকা যায়। বিদ্যুৎ, আলো, আধুনিক সুবিধা আছে, কিন্তু তা কখনও প্রকৃতির ওপর চাপ হয়ে দাঁড়ায় না। রাতের আলোও মৃদু- যাতে তারাভরা আকাশ ঢাকা না পড়ে।

কী করবেন এখানে- এই রিট্রিটে এলে করার মতো অনেক কিছু নেই-আর সেটাই এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। সকালে বনপথে হালকা হাঁটা, পাখি দেখা, বা কাছাকাছি গ্রাম ঘুরে দেখা-এই নিয়েই দিন শুরু হয়। চাইলে কাছের পাহাড়ে ছোট ট্রেক করা যায়, বা লাল মাটির পথ ধরে সাইকেল চালানো যায়। অনেকে এখানে আসেন পড়াশোনা বা লেখালেখির জন্য। নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। আবার পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে এলে সন্ধেবেলা আগুন জ্বালিয়ে আড্ডা, লোকগান বা গল্প-সবই সম্ভব, কিন্তু কোনও কোলাহল ছাড়া।

সংস্কৃতি ও স্থানীয় যোগাযোগ- গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট কেবল প্রকৃতির সঙ্গেই নয়, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও যুক্ত। পুরুলিয়ার গ্রামজীবন, আদিবাসী সংস্কৃতি, সহজ জীবনযাপন-সবকিছুর ছোঁয়া এখানে পাওয়া যায়। স্থানীয মানুষদের সঙ্গে কথা বলা, তাদের রান্না বা দৈনন্দিন জীবনের গল্প শোনা-এই অভিজ্ঞতাগুলো ভ্রমণকে আরও মানবিক করে তোলে। খাবারেও থাকে স্থানীয়তার ছাপ-সহজ, ঘরোয়া স্বাদ, যা শরীর ও মন দুটোই হালকা রাখে।

কেন আলাদা এই রিট্রিট-আজকের দিনে ভ্রমণ মানেই অনেকের কাছে চেকলিস্ট- দেখা শেষ, ছবি তোলা শেষ। গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট সেই ধারণার বাইরে। এখানে আসা মানে কিছু না করেও থাকা শেখা। প্রকৃতির সঙ্গে তল মিলিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া, নিজের ভেতরের শব্দ শোনা। যারা স্বল্প ছুটিতে মানসিক বিশ্রাম খুঁজছেন, যারা প্রকৃতিকে ভোগ করতে নয়, অনুভব করতে চান-তাদের জন্য কদমপুরের এই রিট্রিট এক নিখুঁত ঠিকানা। পুরুলিয়ার অরণ্যের গভীরে, গীতাঞ্জলির ভাবনায় মোড়া এই ফরেস্ট রিট্রিট মনে করিয়ে দেয়-ভ্রমণ কখনও কখনও দূরে যাওয়া নয়, বরং নিজের কাছেই ফিরে আসা।

নতুন বছরের শুরু হোক পাহাড়, বন আর কবিতার ছোঁয়ায়-পুরুলিয়ার অচেনা জাজাহাতু ও গীতাঞ্জলির স্মৃতিময় পথে এক ছোট ছুটির গল্প

চিত্রজিৎ দত্ত ঃ নতুন বছরের শুরুটা যদি ভিড়ভাট্টা শহর ছেড়ে প্রকৃতির কোলে কাটাতে চান, অথচ হাতে লম্বা ছুটি নেই-তাহলে পুরুলিয়ার জাজাহাতু হতে পারে আদর্শ ঠিকানা। ঝালদার কাছে অবস্থিত এই স্বল্পপরিচিত গ্রামটি ধীরে ধীরে পর্যটকদের নজর কেড়েছে তার নিজস্ব সৌন্দর্য, শান্ত পরিবেশ এবং পাহাড়-অরণ্যের সহজ ছোঁয়ায়। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তঘেঁষা এই অঞ্চলে শীতের সকাল যেমন মায়াময়, তেমনই পড়ন্ত বিকেল রাঙিয়ে দেয় পাহাড়ের সারি। অচেনা জাজাহাতুঃ পাহাড়ে ঘেরা নীরবতার গ্রাম-জাজাহাতুকে ঘিরে রয়েছে ছোট-বড় পাহাড়ের বলয়। খুব বেশি কষ্ট না করেই সকালে বা বিকেলে কোনও একটি পাহাড়ে খানিকটা উঠলেই চারপাশের দৃশ্য মন ভরিয়ে দেয়। দূরে দূরে দেখা যায় চেমটাবুরু শৃঙ্গ, গজাবুরু শৃঙ্গ, সিনেন্দ্রালিয়া ও কীর্তনিয়া পাহাড়-সব মিলিয়ে এক অপূর্ব প্যানোরামা। সঙ্গে যদি বাচ্চারা থাকে, তাহলে ছোটখাটো ট্রেকিংয়ের আনন্দ পাবে তারা। বন্ধুবান্ধব নিয়ে এলে পাহাড়চূড়ায় বসে আড্ডা জমাতে আলাদা করে কিছুই লাগে না-প্রকৃতিই সব আয়োজন করে দেয়। গ্রামের পথে চলতে গিয়ে দু'পাশে ঘন অরণ্য চোখকে প্রশান্ত করে। শীতের দিনে কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো যখন পাতার ফাঁক দিয়ে নামে, তখন জাজাহাতু যেন ছবির মতো ধরা দেয়। এখান থেকে কাছাকাছি ঘুরে নেওয়া যায় নরহরা জলাধার-শীতকালে স্থানীয়দের পিকনিক স্পট। পাশাপাশি রয়েছে লায়েক বাঁধ ও পাঁড়রি ড্যাম। ঝালদা শহরকেন্দ্রিক এলাকাতেও ঘোরার মতো জায়গার অভাব নেই।

পুরুলিয়া ও গীতাঞ্জলিঃ প্রকৃতির সঙ্গে কবিতার আত্মীয়তা- পুরুলিয়া শুধু পাহাড়-অরণ্যের জন্যই নয়, তার সাংস্কৃতিক আবহের জন্যও আলাদা পরিচিত। এই রুক্ষ, খোলা প্রকৃতি বহু শিল্পী ও কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি-তে যে প্রকৃতি, যে নীরব সংলাপ-তার সঙ্গে পুরুলিয়ার প্রান্তরের এক অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়। এখানে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকালে, অরণ্যের নীরবতা শুনলে মনে পড়ে যায় কবির সেই অনুভব-মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, সহজ ভাষায় গভীর অনুভূতির প্রকাশ। পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি, ছৌ নৃত্য, গ্রামবাংলার সরল জীবনধারা-সব মিলিয়ে এক মানবিক ছ ন্দ তৈরি করে, যা গীতাঞ্জলি-র ভাবনার সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ। প্রকৃতির মাঝেই আত্মঅনুসন্ধান, নীরবতায় ঈশ্বরের সান্নিধ্য-এই অনুভূতি জাজাহাতুর মতো জায়গায় এলে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন বছরের শুরুতে যদি একটু থেমে নিজের সঙ্গে কথা বলতে চান, তবে এই প্রান্তিক প্রকৃতিই হতে পারে আপনার গীতাঞ্জলি-পাঠের নীরব পাঠশালা।

কীভাবে যাবেন- ট্রেনে গেলে নামতে হবে মুরী জংশনে। হাওড়া থেকে রাতের ট্রেন ধরলে ভোর চারটে নাগাদ পৌঁছে যাওয়া যায়। মুরী জংশন বা ঝালদা-দু'জায়গা থেকেই অটো বা গাড়িতে জাজাহাতু যাওয়া সম্ভব। মুরী থেকে দূরত্ব প্রায় ২৭ কিলোমিটার, ঝালদা স্টেশন থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার। সড়কপথেও কলকাতা বা অন্যান্য বড় শহর থেকে গাড়িতে ঝালদা পৌঁছানো যায়, সেখান থেকে জাজাহাতু খুব কাছেই।

কোথায় থাকবেন- গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট কোনও বিলাসবহুল রিসর্ট হওয়ার দাবি করে না। বরং এই রিট্রিটের মূল দর্শন হল- প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান। চারপাশে ঘন বন, মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢেউখেলানো রেখা, দূরে লাল মাটির গ্রামপথ-সব মিলিয়ে এমন এক পরিবেশ, যেখানে শহরের তাড়াহুড়ো আপনাতেই ঝরে পড়ে। এখানে এসে সময় যেন ধীরে হাঁটে, আর সেই ধীরগতির মধ্যেই মন পায় বিশ্রাম। ঝালদা শহর তুলনামূলক জনবহুল এবং সেখানে থাকার জায়গার অভাব নেই। তবে যদি শহরের ভিড় এড়িয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে চান, তাহলে জাজাহাতুতেই থাকা ভালো। এখানে একটি বেসরকারি ইকো রিসর্ট রয়েছে, যেখানে সাধারণ সুবিধার সঙ্গে শান্ত পরিবেশ উপভোগ করা যায়। এছাড়াও চাইলে মুরুগুমার আশপাশে থাকার ব্যবস্থাও মিলতে পারে।

কেন যাবেন জাজাহাতু- স্বল্প ছুটিতে ভ্রমণের জন্য জাজাহাতুর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার সহজলভ্যতা ও নির্জনতা। এখানে নেই অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড়, নেই বাণিজ্যিক কোলাহল। আছে পাহাড়, বন, জলাধার আর নীরবতা-যা নতুন বছরের শুরুতে মনকে হালকা করে দেয়। প্রকৃতির সঙ্গে সময়য কাটাতে কাটাতে যদি কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে, যদি গীতাঞ্জলি-র কোনও লাইন হঠাৎ হৃদয়ে ধ্বনিত হয়-তাহলেই বুঝবেন, আপনার ছোট ছুটির ঠিকানা সঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে। নতুন বছর শুরু হোক ভ্রমণ দিয়ে, কিন্তু সেই ভ্রমণ হোক অর্থপূর্ণ-প্রকৃতি, সংস্কৃতি আর অন্তরের সঙ্গে এক শান্ত সংলাপে। পুরুলিয়ার জাজাহাতু সেই সংলাপের জন্যই অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিটও।

ট্রাম্পের যুদ্ধহুঁশিয়ারির পাল্টা বার্তা তেহরানের

৩১ ডিসেম্বর ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া হুঁশিয়ারির পাল্টা জবাব দিল ইরান। তেহরান স্পষ্ট করে জানাল, ইরানের ওপর কোনো সামরিক আগ্রাসন হলে তার মূল্য হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, ইরানকে আক্রমণ করলে তার দাম দিতে হবে। ফলাফল হবে যন্ত্রণাদায়ক। তাঁর এই মন্তব্যে ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক বক্তব্যকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা। এর এক দিন আগেই, সোমবার, ফ্লরিডার পাম বিচে নিজের রিসর্টে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পাশে নিয়ে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি দাবি করেন, ইরান আবার ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি জোরদার করছে। ট্রাম্পের কথায়, আমরা শুনছি, ইরান ফের মিসাইল তৈরি করছে। তারা যদি এটা বন্ধ না করে, তাহলে আমরা আবার হামলা চালিয়ে ওদের ধ্বংস করে দেব। এই মন্তব্যের মাধ্যমেই ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযানের ইঙ্গিত দেন তিনি। তেহরানের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এই হুঁশিয়ারিকে তারা মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। বরং পাল্টা বার্তায় ইরান জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে কোনো আক্রমণ হলে তার জবাব হবে আরও কঠোর। ইরানি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য অনুযায়ী, ইরানের ওপর নতুন করে হামলা হলে সেই সংঘাত আশির দশকের ইরান-ইরাক যুদ্ধের থেকেও দীর্ঘমেয়াদি এবং রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠতে পারে। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে তেহরানের টানাপো।নে চলছে। আমেরিকার অভিযোগ, ইরান গোপনে সামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। যদিও ইরান বারবারই দাবি করে এসেছে, তাদের পরমাণু কর্মসূচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং বেসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত। এই ইস্যুতে অতীতেও বহুবার নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরের জুন মাসে সেই উত্তেজনা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। আমেরিকা ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানের একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। তার পাল্টা জবাবে ইরানও ইজরায়েলের দিকে রকেট ছো।ে। প্রায় ১২ দিন ধরে চলা ওই সংঘর্ষে ব। ধরনের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে আসে। ইরানি সূত্রের দাবি অনুযায়ী, ওই ল।ইয়ে প্রাণ যায় প্রায় ১১০০ জন ইরানির, অন্যদিকে ইজরায়েলে নিহত হন ২৮ জন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র পরিকাঠামো, এবং নিহত হন অন্তত ৩০ জন শীর্ষ ইরানি সামরিক কর্মকর্তা। রইজরায়েলের দাবি, এত ব। ক্ষতির পরেও ইরান তাদের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি থেকে সরে আসেনি। বরং নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই ট্রাম্প ফের কা। সুরে কথা বলেন। তবে ইরানের নেতৃত্ব মনে করছে, এই ধরনের হুমকি তাদের নীতি বদলাতে পারবে না।

ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে আমেরিকার পর এ বার চিনের দাবি, কড়া ভাষায় নাকচ করল নয়াদিল্লি

৩১ ডিসেম্বর ঃ ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির সাত মাস পেরিয়ে গেলেও কূটনৈতিক মহলে থামছে না বিতর্ক। যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব কে নেবে-এই প্রশ্নে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শুরু হয়েছে কার্যত কৃতিত্বের দড়ি টানাটানি। ওয়াশিংটনের পর এ বার সেই দৌড়ে নামল বেজিং। চিন দাবি করল, চলতি বছরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত প্রশমনে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়েছে তারাই। কিন্তু আগের মতোই স্পষ্ট ও কড়া ভাষায় সেই দাবি উড়িয়ে দিল ভারত।

গত মে মাসে ভারত-পাক সম্পর্ক ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ৭ মে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো গুঁ।িয়ে দিতে ভারত চালায় বিশেষ অভিযান-' সিঁদুর'। ভারতের দাবি ছিল, সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত জঙ্গি কার্যকলাপের জবাব দিতেই এই পদক্ষেপ। এই অভিযানের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান ভারতের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি দ্রুত যুদ্ধের দিকেই এগোচ্ছে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়। ভারতীয় সেনার পাল্টা জবাবে পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয় বলেও নয়াদিল্লির তরফে জানানো হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ১০ মে দুই দেশ সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয়। সেই সময় থেকেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে শুরু হয় কৃতিত্ব দাবি করার প্রতিযোগিতা। মার্কিন প্রেসিডেংট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও একাধিক বার প্রকাশ্যে এবং সামাজিক মাধ্যমে যুদ্ধ থামানোর আহ্বান জানান। সংঘর্ষ বিরতির পর ট্রাম্প দাবি করতে শুরু করেন, তাঁর হস্তক্ষেপ ও চাপের কারণেই নাকি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থেমেছে। যদিও ভারত তখনই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়-সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক এবং তা হয়েছিল দুই দেশের ডিজিএমও (ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস)-দের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে। কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা সেখানে ছিল না। তবুও ওয়াশিংটনের সেই দাবি থামেনি। এর মধ্যেই এ বার একই সুরে কথা বলল বেজিং। বছর শেষে চিনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ে এক আলোচনাসভায় সে দেশের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই দাবি করেন, ভারত-পাকিস্তান সংঘাত প্রশমনে চিন মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান বিশ্বে সংঘাত ও অস্থিরতা বিপজ্জনক ভাবে বাড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্থানীয় যুদ্ধ ও সীমান্ত সংঘাতের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। এই পরিস্থিতিতে চিন নাকি ' অবস্থান' গ্রহণ করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘাত মেটাতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। ওয়াং ই এখানেই থামেননি। তাঁর দাবি অনুযায়ী, বিশ্বের একাধিক ' সমস্যার সমাধানে চিন মধ্যস্থতা করেছে। সেই তালিকায় তিনি উল্লেখ করেন উত্তর মায়ানমার, ইরানের পারমাণবিক ইস্যু, প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল সংঘাত, কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্ত সমস্যা এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনার কথা। কার্যত ট্রাম্পের দাবির সঙ্গেই সুর মিলিয়ে ওয়াং ই বোঝাতে চান, আন্তর্জাতিক সংঘাত মেটাতে চিন এখন এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক শক্তি। কিন্তু বেজিংয়ের এই বক্তব্যের পরেই নয়াদিল্লি আবারও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়। ভারত জানায়, অতীতেও বহু বার বলা হয়েছে- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার বিষয় সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক। সেখানে কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার জায়গা নেই। সাম্প্রতিক সংঘর্ষ বিরতিও হয়েছিল দুই দেশের সেনাবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে। চিন বা অন্য কোনও দেশের মধ্যস্থতার প্রশ্নই ওঠে না। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই কৃতিত্ব দাবি আসলে বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতারই প্রতিফলন। এক দিকে আমেরিকা নিজেকে বৈশ্বিক শান্তির রক্ষক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে, অন্য দিকে চিনও আন্তর্জাতিক সংঘাত মেটানোর ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বাড়াতে মরিয়া। দক্ষিণ এশিয়ার মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক বরাবরই আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির নজরে থাকে। সেই কারণে সংঘর্ষ বিরতির মতো ঘটনাকে নিজেদের কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে একাধিক দেশ। তবে ভারতের অবস্থান একেবারেই অনড়। নয়াদিল্লির মতে, কাশ্মীর বা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক সংক্রান্ত কোনও বিষয়েই তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। শিমলা চুক্তি থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতাতেই এই নীতির কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে। তাই ওয়াশিংটন হোক বা বেজিং- মধ্যস্থতার কৃতিত্বের দাবি যতই জোরালো হোক না কেন, ভারত তা মানতে নারাজ।

CHANGE OF NAME

I , SK Ajim Uddin S/O- Sekh Naser Ali @ SK Naser Ali resident of Vill-Gopinathpur, P.O.- Burar, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH AJIM UDDIN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 26/12/2025. That SK Ajim Uddin and Sekh Ajim Uddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abhisek Biswas (old name) residing at 216/4 A.C Road (South), Khagra, Berhampore , Dist-Murshidabad, Pin-742103 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABHISEK BISWAS to ABHISHEK BISWAS and henceforth I shall be known as ABHISHEK BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/12/2025. ABHISEK BISWAS and ABHISHEK BISWAS both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nur Momotaz Hassan (Old Name) W/o Md Nazmul Hassan Residing at South Nazipara, 3 No RLY Gate, Barasat - I, P.o - Kazipara, District - North 24 Parganas, Pin - 700125, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Noor Momotaz Hassan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10/2025 Dated 31-12-2025. Nur Momotaz Hassan (Old Name) and Noor Momotaz Hassan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Azit Ali Molla (Old Name) S/o Haru Mondal Residing at Vill - Chandpur Champagachi, P.o - Chandpur, Bidhannagar, WB - 700135, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abdul Ajit Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 008/2025 Dated 31-12-2025. Azit Ali Molla (Old Name) and Abdul Ajit Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajimon Bibi (Old Name) W/o Abdul Ajit Molla Residing at Vill - Chandpur Champagachi, P.o - Chandpur, Bidhannagar, WB - 700135, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sarifan Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 007/2025 Dated 31-12-2025. Ajimon Bibi (Old Name) and Sarifan Bibi (New Name) both are same and one identical person.

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি Mithu Mondal (পুরাতন নাম) স্বামী Rathindra Nath Mondal ঠিকানা 33, Manoranjan Palli, Barasat, Vtc - Barasat (M), P.o - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 31-12-2025 এর Affidavit no 009/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mithu Paul Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mithu Mondal (নতুন নাম) ও Mithu Paul Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Isha Kayal (Old Name) S/o Md Ayub Kayal Residing at Flat-2C Block-3, 5B Tiljala Road, Vtc - Gobinda Khatick Road S.O, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md. Isha Kayal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 004/2025 Dated 31-12-2025. Mohammad Isha Kayal (Old Name) and Md. Isha Kayal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SEANTU KHAN (old name) S/O - HARUN RASID KHAN residing at VILL- HARHARIA PATHANPARA PO- ISLAMPUR PS - ISLAMPUR DIST - MURSHIDABAD PIN - 742304. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SEANTU KHAN (old name) to SENTU KHAN (new name) and henceforth, I shall be Known as SENTU KHAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 31/12/2025. SENTU KHAN (new name) & SEANTU KHAN (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, HAMID SEIKH (old name) S/O - AJAD SEIKH residing at VILL- AHALE-HADISPARA PO - SAHI SHERPUR PS - KHARGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN -742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from HAMID SEIKH (old name) to NEKBAS SK (new name) and henceforth, I shall be Known as NEKBAS SK(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 31/12/2025. NEKBAS SK (new name) & HAMID SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK NURBOX (old name) S/O - SULTAN residing at VILL- GORORA PO- GORORA PS - NABAGRAM DIST - MURSHIDABAD PIN - 742184. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SK NURBOX (old name) to RUHUL AMIN SK (new name) and henceforth, I shall be Known as RUHUL AMIN SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 31/12/2025. RUHUL AMIN SK (new name) & SK NURBOX (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shyam Agarwal (Old Name) S/o Ramji Lal Agarwal Residing at 22A, Buroshibtala Main Road, P.s - Behala, District - Kolkata, Pin - 700038, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shyam Kumar Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2025. Shyam Agarwal (Old Name) and Shyam Kumar Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Satyajit Ghosh (Old Name) S/o Satyaki Ghosh Residing at 17/C/1/B, Kalicharan Ghosh Road, Baranagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700050, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Satyajit Satyaki Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2025. Satyajit Ghosh (Old Name) and Satyajit Satyaki Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahabuddin Sekh Mohammed (Old Name) S/o Akkas Ali Sekh Residing at Vill - Dosotina (S.Para), P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sahabuddin Sekh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2025. Sahabuddin Sekh Mohammed (Old Name) and Sahabuddin Sekh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ashok Mondal, Ashok Kumar Mondal (Old Name) S/o Subal Mondal Residing at Kholaghata, P.o - Kolarea, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 743363, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Ashoke Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 23-12-2025. Ashok Mondal, Ashok Kumar Mondal (Old Name) and Ashoke Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Hashm (Old Name) S/o Darogamia Residing at 96/H/31, Cossipore Road, P.o+P.s - Cossipore, District - Kolkata, Pin - 700002, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Hashim (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2025. Md Hashm (Old Name) and Md Hashim (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shyamal Poddar S/o Late Nilkamal Poddar Residing at Vill - Sanekpur, P.o - Sanekpur, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin- 743701, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Santosh Poddar (Old Name) shall henceforth be known as Nilkamal Poddar (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 31-12-2025. I declare that my deceased father Santosh Poddar (Old Name) and Nilkamal Poddar (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Debashish Das, Debashish Kr Das (Old Name) S/o Gangadhar Das Residing at 18 No, Circular Road Chotobazar, P.o - Nabapally, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Debashish Kumar Das (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 31-12-2025. Debashish Das, Debashish Kr Das (Old Name) and Debashish Kumar Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Apurba Kumar Kundu (Old Name) S/o Late Kanai Lal Kundu Residing at 43 Kantapukur 3rd Bye Lane, Ward No-43, Bantra Sadar, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Apurba Kundu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 006/2025 Dated 31-12-2025. Apurba Kumar Kundu (Old Name) and Apurba Kundu (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Debaroti Saha (Old Name) D/o Pankaj Saha Residing at Maya Apartment, Charakdanga 2nd Lane, Vtc+P.o - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Debarati Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 005/2025 Dated 31-12-2025. Debaroti Saha (Old Name) and Debarati Saha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sd Azahar Ali (Old Name) S/o Syed Ahasan Ali Residing at H no. 49, South Kazipara, Nirghin Shah Road, Vtc - Barasat (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Syed Azahar Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 003/2025 Dated 31-12-2025. Sd Azahar Ali (Old Name) and Syed Azahar Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , SK MD Younus @ Sekh Younus @ Younus SK S/O- Idrish Sekh resident of Chhatimpur, P.O.- Huria, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH IUNUS' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 26/12/2025. That SK MD Younus, Sekh Younus, Younus SK and Sekh Iunus all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, NIRMAL KAR (old name) S/O- AMAR NATH KAR residing at Mohit Nagar, Kharia, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from NIRMAL KAR (old name) to NIRMAL KUMAR KAR(new name) and henceforth, I shall be Known as NIRMAL KUMAR KAR (new name) vide an affidavit No. 29442 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri dated on 29/12/2025. NIRMAL KAR and NIRMAL KUMAR KAR both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, LIPIKA KAR W/o NIRMAL KUMAR KAR residing at Mohit Nagar, Kharia, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri West Bengal do hereby declare my husband's correct and actual name NIRMAL KUMAR KAR(new name) instead of NIRMAL KAR(old name), vide affidavit No 29441 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri dated on 29/12/2025. NIRMAL KAR(old name) and NIRMAL KUMAR KAR(new name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kumla Bibi (Old Name) W/O– Anikul Sk resident of Vill-Mominabad , Po-Kanfala , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742181 do hereby declared that I have changed my name from Kumla Bibi to Komla Bibi and henceforth I shall be known as Komla Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/12/2025. My name Komla Bibi & Kumla Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anikul Sekh (Old Name) S/O– Jainal Sk resident of Vill-Mominabad , Po-Kanfala , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742181 do hereby declared that I have changed my name from Anikul Sekh to Anikul Sk and henceforth I shall be known as Anikul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/12/2025. My name Anikul Sk & Anikul Sekh both are same and one identical person..

CHANGE OF NAME

I, Mahammad Kursan Ali, (Old name) S/o-Anarul Haque, Resident at, Vill & Po-Gudhia, Ps & Dist- Murshidabad, 742302 West Bengal, I have changed my name Mahammad Kursan Ali to Md Kursan Ali (New name) I shall be known as Md Kursan Ali vide affidavit no.10AC 818511 before Notaryat Berhampore on 31/12/2025 Mahammad Kursan Ali & Md Kursan Ali same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sa Islam Seikh, (Old Name) S/o-Azizul Haque, Resident at, Vill & Po-Durgapur, Ps-Kandi, Dist- Murshidabad, 742187 West Bengal, I have changed my name Sa Islam Seikh to Sah Islam Shaikh (New name) I shall be known as Sah Islam Shaikh vide affidavit no.10AC 818508 before Notary at Berhampur on 31/12/2025 Sah Islam Shaikh & Sa Islam Seikh same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anesh, (Old Name) S/o-Karim, Resident at, Vill -Lakshipur, Po-Sripur, Ps-Ratua, Dist- Malda, 732139 West Bengal, I have changed my name Anesh to Anesh Ali (New name) I shall be known as Anesh Ali vide affidavit no.10AC 818512 before Notary at Berhampur on 31/12/2025 Anesh & Anesh Ali same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Badiya Jamal (Old name) S/o-Amir Hossain, Resident at, Vill & Po-Gudhia, Ps & Dist- Murshidabad, 742302 West Bengal, I have changed my name Badiya Jamal to Badiyajamal Mondal (New name) I shall be known as Badiyajamal Mondal vide affidavit no.10AC 818509 before Notary at Berhampore on 31/12/2025 Badiyajamal Mondal & Badiya Jamal same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Jainal Sk (Old name) S/o-Ahia Sk, Resident at, Vill-Lakshmanpur, Po-Mukundapur, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad, 742187 West Bengal, I have changed my name Jainal Sk to Joynal Sk (New name) I shall be known as Joynal Sk vide affidavit no.10AC 818510 before Notary at Berhampore on 31/12/2025 Jainal Sk & Joynal Sk same and one identical person.0

CHANGE OF NAME

I Sudipto Rakshit S/o Late Dhirendra Mohan Rakshit Residing at Rathindrapalli, P.O. Sriniketan shall henceforth be known as Sudipta Rakshit as declared before the Notary Public Bolpur Court, Birbhum, West Bengal vide affidavit No. 13843 Dated 29.12.2025. Sudipto Rakshit and Sudipta Rakshit both are same and identical person.

জঙ্গিপুর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার যোগী রাজ্যের বাদাউন গ্যাঙের ৬ কুখ্যাত অপরাধী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বিজেপি শাসিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের যোগী রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে অপরাধ করতে এসে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার আধিকারিকদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন

উত্তরপ্রদেশের কুখ্যাত বাদাউন গ্যাঙের তিনজন মহিলা সদস্য সহ মোট ছ'জন দুষ্কৃতী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত ছয় দুষ্কৃতীর নাম- সুনীল, বিজয় সিং, শ্যামসুন্দর, সোনি, প্রিয়াঙ্কা এবং রুবি। ধৃতদের বয়স ২৩-৩৮ বছরের মধ্যে। ধৃত ছয় দুষ্কৃতীর মধ্যে তিন পুরুষ দুষ্কৃতীর বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বাদাউন জেলার বিভিন্ন গ্রামে। তিন মহিলা দুষ্কৃতীর বাড়ি উত্তরপ্রদেশের এটাওহা এবং জালাউর জেলায়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক অপরাধমূলক কাজের জন্য খবরের শিরোনামে এসেছে উত্তরপ্রদেশের বাদাউন গ্যাঙ। পুলিশ সূত্রের খবর এই দুষ্কৃতী দলের সদস্যরা মূলতঃ বিভিন্ন দেশি হাতিয়ার ব্যবহার করে বড় বড় সোনার দোকান বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে লুটতরাজ বা ডাকাতি করার জন্য দেশে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার মদনার মোড়ে একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ওই দোকান থেকে নগদ প্রায় এক লক্ষ টাকা সহ বেশ কিছু সোনা এবং রুপোর গয়না খোয়া যায়। এই ঘটনার তদন্ত করতে নেমে পুলিশ জানতে পারে রাতের অন্ধকারে ৭-৮ জন দুষ্কৃতী ওই দোকানের কাছে যখন জড়ো হয়েছিল সেই সময় স্থানীয় এক নাইট গার্ড তাদের বাধা দেয়। কিন্তু তাকে বেঁধে রেখে ছেনি হাতুড়ি এবং অন্য কিছু দেশী হাতিয়ার ব্যবহার করে দুষ্কৃতী দল সোনার দোকানের শাটার ভেঙে ভিতরে ঢোকে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জিনিস চুরি করে এলাকা থেকে চম্পট দেয়। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, দুষ্কৃতীরা স্থানীয় না হওয়ায় এই চুরির ঘটনার সমাধান করতে তাদের প্রথমে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ এবং টেকনিক্যাল সাহায্য ব্যবহার করে পুলিশ জানতে পারে ভয়াবহ এই ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও দুষ্কৃতী দল জড়িত নয়। উত্তরপ্রদেশের যোগী রাজ্য থেকে ৭-৮ জন কুখ্যাত দুষ্কৃতী এসে মুর্শিদাবাদে এই ডাকাতি করে পালিয়ে গেছে। পুলিশ সুপার বলেন, এই তথ্য পাওয়ার পর জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ক্রাইম মনিটরিং সেল এবং বিভিন্ন থানার আধিকারিকদেরকে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। এরপর তারা দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করে। ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে আমরা একটি তথ্য পাই এই দুষ্কৃতী দলের কয়েকজন সদস্য বর্ধমানে লুকিয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালে বর্ধমান পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাদাউন গ্যাঙের ছ'জন সদস্যকে বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে আসা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তিনি জানান, বাদাউন গ্যাঙের যে ৬ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে সুনীল এবং বিজয়ের নামে ঝাড়খন্ডে একাধিক অপরাধে জড়িতে থাকার অভিযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে বীরভূমের মুরারই এবং নলহাটি থানাতেও দু'টি অপরাধে এই বাদাউন গ্যাঙের যোগ ছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি। পুলিশ সুপার বলেন, কোনও এলাকায় অপরাধ করার আগে বাদাউন গ্যাঙের সদস্যরা সেই জায়গাটিকে খুব ভালো করে 'রেইকি' করতো এবং সেই কারণে তারা সেখানে বাড়ি ভাড়া নিয়েও থাকতো। বাড়ি ভাড়া পেতে যাতে কোন সমস্যা না হয় সেই কারণে এই গ্যাঙের সদস্যরা নিজেদের সঙ্গে মহিলাদেরকে এবং কোলের শিশুকে পর্যন্ত রেখে দিত। অপরাধ করতে যাওয়ার সময়ও বাদাউন গ্যাঙের সদস্যরা মহিলাদেরকে সঙ্গে রাখতো এবং মহিলারা অপরাধের ঘটনায় সরাসরি সাহায্য করতো বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। মুর্শিদাবাদের তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন সুতির মদনা এলাকায় সোনার দোকানে ডাকাতি করার আগে বেশ কয়েকদিন বাদাউন গ্যাঙের সদস্যরা সেই এলাকা ভালো করে ঘুরে দেখেছিল। এরপর রাতের অন্ধকারে ছেনি, হাতুড়ি, কাটার, স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে ওই সোনার দোকানের শাটার ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল তারা। পুলিশ সুপার বলেন, বাদাউন গ্যাঙের সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে তাদের একটি ডেরার সন্ধান আমরা পেয়েছি। গতকাল সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ডাকাতির সময় ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিস যেমন- কাটার, হাতুড়ি, হাঁসুয়া সহ বেশ কিছু খোয়া যাওয়া সোনা এবং রুপোর গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান ধৃত দুষ্কৃতী দলের সঙ্গে বাদাউন গ্যাঙের আরও কয়েকজন সদস্য জড়িয়ে রয়েছে। অমিত কুমার সাউ বলেন, সম্প্রতি সামশেরগঞ্জের বাজারেও পরপর দু'টি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি তার সঙ্গেও বাদাউন গ্যাঙের সদস্যরা জড়িত ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বাদাউন গ্যাঙের সমস্ত সদস্যদেরকে ধরতে পারলে দেশ জুড়ে অপরাধের সংখ্যা অনেকটাই কমবে। তাই মুর্শিদাবাদ পুলিশ এখন জোরকদমে যোগী রাজ্যের বাকি দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সীমচক কমলা বিদ্যাপীঠ

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ কৈশোরের সুনীল অভিব্যক্তি গুলি যার প্রাণোজ্জ্বল স্পর্শে রঙিন হয়ে উঠেছিল, সেই প্রাণপ্রিয় গ্রামীণ হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর বিধানসভার পেঁড়ো থানার অন্তর্গত সীমচক কমলা বিদ্যাপীঠ অর্ধ শতাব্দী ধরে জ্যোতিষ্কের ন্যায় আলো বিতরণ করে চলেছে। সেই জ্যোতিষ্কের আলোকরশ্মি গুলি আজ দেশে-বিদেশে ও জ্যোতিময়। আগামী ২ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তিন দিন ব্যাপী সংস্কৃতি চর্চায় মিলিত হয়ে হারানো সেই রঙিন স্মৃতিকে হৃদয়ে স্থান করে দিতে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে - আয়োজন করেছে সীমচক কমলা বিদ্যাপীঠ। তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ডালিতে শোভিত হবে প্রভাত ফেরী , জাতীয় পতাকা উত্তোলন , বিদ্যালয় পতাকা উত্তোলন , জাতীয় সংগীত , প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে - র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, উদ্বোধনী সংগীত, আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন, মাল্যদান, স্বাগত বক্তব্য, উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা - র বক্তব্য, অন্যান্য অভ্যাগতদের বক্তব্য, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা , কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম, ম্যাজিক শো, নাটক। প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানমালার ডালিতে শোভিত হবে অঙ্কন, যোগাসন, ক্যুইজ, নৃত্য, আবৃত্তি, সংগীত। বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, তিনদিন ব্যাপী পালনে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালা সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে প্রস্তুতি এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে বিদ্যালয়কে আলোকমালায় সজ্জিত করা, মঞ্চ নির্মাণ, বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের আশপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা চলছে।

নির্বাচন কমিশন জেলা ওয়ারি রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে ৩০০-র বেশি ভোটার রয়েছে এমন আবাসনের সংখ্যা নিয়ে নির্বাচন কমিশন জেলা ওয়ারি রিপোর্ট তলব করেছে। আজকের মধ্যেই সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের। গতকাল বৈঠকে এমনটাই নির্দেশ ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। নচেৎ সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক বা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আবাসনে ভোটকেন্দ্র করা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক ও অভিযোগের আবহে গতকাল সরাসরি জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর। সেখানেই এই সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয় বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

শীত পড়তেই বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে পর্যটকদের ঢল, বাড়তি নজরদারিতে বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩১ ডিসেম্বর ঃ শীত পড়তেই বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে পর্যটকদের ঢল! হরিণ-পাখির সঙ্গে প্রকৃতির কোলে ছুটির আনন্দ! বাড়তি নজরদারিতে বনদপ্তর ! শীতের জাঁকিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমণপিপাসু বাঙালিদের মধ্যে বেড়ানোর উন্মাদনা নতুন করে চোখে পড়ছে। কলকাতা ও শহরতলির জনপ্রিয় পর্যটনস্থলগুলির পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক পর্যটনকেন্দ্রেও বাড়ছে মানুষের ভিড়। তারই অন্যতম উদাহরণ নদীয়ার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য। অভয়ারণ্য কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বছরের শেষের ছুটির মরশুমে প্রতিদিন গড়ে প্রায় হাজার জন পর্যটক বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে আসছেন। যদিও বনদপ্তরের নিয়ম

অনুযায়ী অভয়ারণ্যের ভিতরে বনভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তবুও সীমানার বাইরেই দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকেরা আনন্দের সঙ্গে পিকনিক করছেন। অভয়ারণ্যের ভিতরে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানো হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ থাকায় শিশু থেকে প্রবীণ-সব বয়সের পর্যটকদের মধ্যেই বাড়ছে উৎসাহ ও আগ্রহ। উল্লেখযোগ্য বিষয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী বর্তমানে রাজ্যের সমস্ত অভয়ারণ্যে প্রবেশমূল্য সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বেথুয়াডহরি সহ রাজ্যের বিভিন্ন অভয়ারণ্যে পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য প্রতি বুধবার বন্ধ থাকে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও বন্যপ্রাণ সুরক্ষার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ নিয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। প্রতিদিন চারটি নির্দিষ্ট সময়ে- সকাল ১১ টা, দুপুর ১২টা, দুপুর ১টা ও দুপুর ২টায় গ্রুপ করে পর্যটকদের অভয়ারণ্যে প্রবেশ করানো হচ্ছে। প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে থাকছেন দু'জন করে প্রশিক্ষিত গাইড। ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার রাজেশ বিশ্বাস জানান, দুপুর ২টার পর আর কাউকে অভয়ারণ্যের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না এবং বিকেল ৩ টার মধ্যে সকল পর্যটককে অভয়ারণ্য ত্যাগ করতে হয়। শীত যত বাড়ছে, ততই বেড়েই চলেছে বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্যে পর্যটকদের ভিড়। তবে সেই ভিড় সামলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে পর্যটকদের মধ্যেও বাড়ছে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা।

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223

1. **NIeT No-32/SGP/25-26 Memo no-492/SGP, Date: 30.12.2025**. 2. Date of issue tender paper(online)- **31.12.2025 from 11.00 a.m.** 3. Last date of Dropping tender paper(online): **06.01.2026 up to 11.00 a.m**. 4. Date of Technical Bid opening (online)- **08.01.2026 up to 11.00 a.m**.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

eTender Notice No. – SGP/06/15th CFC/2025-26, ID No.-2025_ZPHD_981282_1 Dated 30/12/2025

eTender Notice No. – SGP/06/15th CFC/2025-26, ID No.-2025_ZPHD_981282_2 Dated 30/12/2025 e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **30/12/2025 to 09/01/2026**, For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Sribati Gram Panchayet

ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ ও ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/৫৭_২০২৫/কে/১২৮৫, তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ ৫৭_২০২৫, কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনেঃ কাটিহার ডিভিশনের এলএইচবি টাইপ এসি ও টিএল কোচে প্রদান করা এইচআইএনডি নির্মিত আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার)-এর তিন (০৩) বছরের জন্য ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ ও ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যঃ ১৩,২১,৬২৩/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২৬,৪০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৫-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৫-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ABRIDGED TENDER NOTICE

Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat,FarakkaMurshidabad
eTender is hereby invited by the undersigned of NIeT No-10/ BEWA-I GP/2025-26 dated-29/12/2025 for 12 nos work under APAS Fund within Bewa-I GP, thelast date of submission application is 05/01/2026 up to 16:00 PM.

Details of Tender notice will be available in website &www.tenders.wb.gov.in, Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.

Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ ও ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/৬২_২০২৫/কে/১২৯০, তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ ৬২_২০২৫, কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনেঃ কাটিহার ডিভিশনের এলএইচবি টাইপ এসি ও টিএল কোচে প্রদান করা এমএকে নির্মিত আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার)-এর তিন (০৩) বছরের জন্য ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ ও ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৫৮,৯৬৬/- টাকা; বায়নার ধনঃ ১১,২০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৫-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৫-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অন্নপূর্না মন্ডল, স্বামী -সঞ্জয় ধাড়া, সাং ও পোঃ- ঝোড়হাট, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২৭।০৯।২০২৪ তারিখে রানিহাটী সাব রেজি অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৫৪২৮ নং ও ০৫০৩০৫৪২৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা শঙ্কর জ্যোতি ঘোষ পিতা - মানিক চন্দ্র ঘোষ এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন ঝোড়হাট মৌজায় জে. এল. ৩০ নং ভুক্ত, এল. আর. ১০১৭ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৬০৫ নং দাগে ডাঙ্গা মোট মাপসুরত ০২ কাঠা ১৮ বর্গফুট বা ০৩.৩৪ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী ২০১১ সালে হাওড়া ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০১৪৭৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে জয়দেব কাঁঠাল, পিতা- সন্ন্যাসী চরন কাঁঠাল, সাং ও পোঃ- মাশিলা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনে অসম অঞ্চলের ১২টি স্টেশনে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ অসম অঞ্চলের ১২ টি স্টেশনে বিজ্ঞাপনের অধিকার এবং কোকরাঝার স্টেশনের পিআরএস ভবনে ক্যাটারিং সেবা পরিচালনের সঙ্গে সম্পর্কিত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি (রি-টেন্ডার)। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এমআইএসসি-সিএএনকেওজে২৫

এসকেইউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-কেওজে-পিআরকিয়স্ক-১৯-২৪-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিস-প্রোমোসনেল কিয়স্ক)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ কোকরাঝার স্টেশনের পুরোনো যাত্রী সংরক্ষণ সেবার (পিআরএস) ভবনে যা এসবিআই/এটিএম-এর সামনে অবস্থিত বাজার-নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় রন্ধন প্রণালী সহ শাকাহারী-অশাকাহারী খাবার, হালকা জলখাবার, গরম ও ঠান্ডা পানীয় সামগ্রীর যোগানের সঙ্গে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার জন্য লাইসেন্স।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০১-২০২৬ তারিখে **১২.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১২.৩০** ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দীঘায় বিশেষ আতশবাজির প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দীঘা, ৩১ ডিসেম্বর ঃ বছর শেষে পর্যটকদের ভিড়ে কার্যত তিল ধারণের ঠাঁই নেই সৈকতশহর দীঘায়। বড়দিন থেকেই যে ভিড়ের শুরু হয়েছিল, বছরের শেষ দু'দিনে তা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। পর্যটকদের আনন্দ দ্বিগুণ করতে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ওল্ড দীঘার সৈকতাবাস প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে দু'দিনব্যাপী জমজমাট 'বিচ ফেস্টিভ্যাল'। তবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বর্ষবিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে রাত ১২টায় থাকছে বিশেষ আতশবাজির প্রদর্শনী। সৈকতে দাঁড়িয়ে এই মায়াবী মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে মুখিয়ে রয়েছেন হাজার হাজার পর্যটক। বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর ও শংকরপুর চত্বর। বর্ষবরণের রাতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি পুলিশ। পর্যটকদের সুরক্ষায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের তরফে চালু করা হয়েছে একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর (৭০৪৭৯৮৯৮০০)। বেড়াতে এসে কেউ কোনও সমস্যায় পড়লে বা অভিযোগ থাকলে সরাসরি এই নম্বরে জানাতে পারবেন। জনসচেতনতা বা।ড়তে পুলিশের পক্ষ থেকে জায়গায় জায়গায় পোস্টার সাঁটানোর পাশাপাশি পর্যটকদের মধ্যে লিফলেটও বিলি করা হচ্ছে।

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA

Notice Inviting e-Tender **E-NIT NO-13/APAS/2025-26 & 14/APAS/2025) NIT-394/MGP/25 & 395/MGP/2025 (3rd Call)** Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the 39 nos different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ ও ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/৫৪_২০২৫/কে/১২৮২, তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ ৫৪_২০২৫, কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনেঃ কাটিহার ডিভিশনের এলএইচবি টাইপ এসি ও টিএল কোচে প্রদান করা এএএল নির্মিত আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার)-এর তিন (০৩) বছরের জন্য ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ ও ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৯৫,২৯৩/- টাকা; বায়নার ধনঃ ১৭,৯০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৫-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৫-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হায়াত আলী পিতা -মোসাম্মেল হক, সাং ও পোঃ-হরিওকা, থানা-নলহাটি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪৩, নিম্নোক্ত সম্পত্তির মালিক পারুল বেগম স্বামী- মহঃ নাজমুল আনোয়ার সাং+ পোঃ+ থানা - নলহাটি, জেলা-বীরভূম, যাহার দলিল নং I-4792 তপশীল, জেলা-বীরভূম, থানা-নলহাটি, মৌজা - নলহাটি, জে এল নং ৫৩, খতিয়ান ৯০৪, দাগ নং ৩১৫৭ এবং যাহার দলিল নং I-1306, জেলা-বীরভূম, থানা-নলহাটি, মৌজা নলহাটি, জে এল নং- ৫৩, খতিয়ান ৯০৪, (আগত হাল খতিয়ান নং ৯১৭৮, ৯১৭৯), দাগ নং ৩১৫৭ উক্ত দুইখানি দলিল মূলে আমার মক্কেল খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে সেক্ষেত্রে ৭ দিনের মধ্যে আমার মক্কেল এর তরফ হইতে আমাকে নিযুক্ত অ্যাডভোকেট হিসেবে এবং ADSR Office at Nalhati -I লিখিত আকারে অভিযোগ জানাইতে পারে। অন্যথায় কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

MAHABUB HASAN
Advocate
Rampurhat Court

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ডানকুনি স্টেশনে সাধারণ সুলভ শৌচালয় পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নতুন চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। এই ই-নিলামটি রেলওয়ে বোর্ড-এর ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার ২০২২ সালের ১১ নং এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার ২০২২-এর ১৪ নং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আরও বিশদের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in**-এর **ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। অকশন ক্যাটালগ নং পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-৪৭-২০২৫। লট নং/বিভাগ ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই-টিওআই-৭০-২৫-৩, স্টেশন ঃ ডানকুনি (ডিকেএই)। নিলামের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।

HWH-498/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.
THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

SOTEFIN BHARAT LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS SOTEFIN BHARAT PRIVATE LIMITED)

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: U29221WB2012PLC175825

Our Company was originally incorporated as 'Pisa- Sotefin Parking Private Limited' as private limited company in Kolkata under the provisions of the Companies, Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 16, 2012, issued by Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. The name of the company was changed to 'Sotefin Parking Private Limited' pursuant to a special resolution dated October 21, 2016. A fresh certificate of incorporation consequent upon name change was granted to the Company on November 17, 2016. The name of the Company was further changed to Sotefin Bharat Private Limited pursuant to a special resolution dated December 12, 2024. A fresh certificate of incorporation consequent upon name change was granted to the Company on January 1, 2025. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our Shareholders at an Annual General Meeting held on September 26, 2025, and the name of our Company was changed to "Sotefin Bharat Limited". A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from Private Limited Company to Public Limited Company dated November 28, 2025, was issued by the Central Processing Centre. The Corporate Identification Number of our company is U29221WB2012PLC175825. For change in registered office and other details please, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 224 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: 72/B, Barakhola Kalikapur, Kolkata, West Bengal, India, 700099. **Website:** www.sotefinbharat.com; **E-Mail:** bdas@sotefinbharat.com; **Telephone No:** +91 82 8299 9547; **Company Secretary and Compliance Officer:** Biswajit Das

PROMOTERS OF OUR COMPANY: ARUP CHOUDHURI, JIGNESH PRAVINCHANDRA SANGHAVI AND PISA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 50,00,000* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (THE "EQUITY SHARES") EACH OF SOTEFIN BHARAT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SOTEFIN BHARAT PRIVATE LIMITED), ("SOTEFIN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹[●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % AND [●] %, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

****subject to finalisation of basis of allotment.***

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND BENGALI EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED BENGALI DAILY NEWSPAPER, BENGALI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KOLKATA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED). AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO CHAPTER TITLED *"TERMS OF THE ISSUE"* ON PAGE 307 OF THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period shall be extended for at least 3 (three) additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of 1 (one) Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank as applicable.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 /- EACH AND THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES OF THE FACE VALUE.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", the "**QIB Portion**"), provided that our Company, in consultation with the Book Running Lead Manager, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("**Anchor Investor Portion**"), of which of which 40% shall be reserved in the following manner (i) 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds; and (ii) 6.67% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds and life insurance companies and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders wherein (a) one third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs; (b) two third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than ₹10 lakhs; and (c) any unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to Applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors; and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of IBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** on page 325 of the Draft Red Herring Prospectus.

This Public Announcement is made pursuant to Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025 ("**SEBI ICDR Regulations**") vide notification dated March 03, 2025.

The DRHP filed with the SME Platform of BSE Limited ("**BSE SME**") shall be made available for the public comments, if any, for the period of at least 21 days from the date of such filing and hosting the same on the website of the BSE SME at www.bsesme.com, website of the Issuer at www.sotefinbharat.com and on the website of BRLM i.e. Choice Capital Advisors Private Limited at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with the BSE SME, with respect to the disclosers made in the DRHP. The members of the public are requested to send the copies of their comments to BSE SME and/or Company Secretary and the Compliance Officer of the Issuer and/or BRLM at their respective address mentioned below and the same should reach on or before 5:00 P.M. on the 21st day from the aforesaid date of filing of DRHP with BSE SME.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the Issue including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of investors is invited to the section titled ***"Risk factors"*** on page 34 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any investment decision may only be taken after the red herring prospectus ("**Red Herring Prospectus**" or "**RHP**") has been filed with RoC and must be based soley on the basis of such RHP, as there may be any material changes in the RHP from the DRHP. Equity Shares, when offered through RHP are proposed to be listed on BSE SME.

For details of share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of the Association and number of Equity Shares subscribed by them, see ***"Capital Structure"*** on page 90 of the DRHP. The Liability of the members of our company is limited.

For details of the main objects of the issuer as contained in the Memorandum of the Association, see ***'History and Certain Corporate Matters'*** on page 224 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Choice The Joy of Earning	Alankit Health & Wealth, We Manage Both	
Choice Capital Advisors Private Limited Sunil Patodia Tower, Plot No. 156-158 J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400099 **Telephone:** +91 22 6707 9999/7919 **E-mail Id:** sbl.ipo@choiceindia.com **Investor Grievance Id:** investorgrievances_advisors@choiceindia.com **Website:** www.choiceindia.com/merchant-investment-banking **Contact Person:** Nimisha Joshi/ Madhuri Mandhania **SEBI Registration No.:** INM000011872 **CIN:** U65990MH2010PTC198262	**Alankit Assignments Limited** 205-208 Anarkali Complex Jhandewalan Extension, New Delhi, Delhi, India, 110055 **Telephone:** +91 011 4254 1193 **Website:** www.alankitassignments.com **Email ID:** rta@alankit.com **Investor Grievance:** rta@alankit.com **Contact Person:** Kamal Garg **SEBI Registration No.:** INR000002532 **CIN:** U74210DL1991PLC042569	**Biswajit Das** **SOTEFIN BHARAT LIMITED** 72/B, Barakhola, Kalikapur, Kolkata, West Bengal, 700099 **Telephone:** +91 82 8299 9547 **E-mail:** bdas@sotefinbharat.com **Website:** www.sotefinbharat.com Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre- Issue or post- Issue related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode etc.

All the capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in DRHP.

For, SOTEFIN BHARAT LIMITED
Sd/-
Biswajit Das
Company Secretary & Compliance Officer

Date : December 31, 2025
Place : Kolkata, West Bengal

SOTEFIN BHARAT LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and considerations, to make initial public issue of Equity Shares and has filed DRHP with BSE SME on December 30, 2025. The DRHP is available on the website of BSE at bsesme.com, Issuer at www.sotefinbharat.com and on the website of BRLM i.e. Choice Capital Advisors Private Limited at www.choiceindia.com/merchant-investment-banking. Any potential investor should note that the investment in the Equity Shares involves high degree of risk and for details relating to such risk kindly refer ***"Risk Factors"*** on page 34 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with BSE SME for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction, including India. The Equity Shares offered in the Issue have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("**U.S. Securities Act**") and shall not be offered or sold within the United States. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

KIRIN ADVISORS

আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা, অনুশীলন বন্ধের সিদ্ধান্ত বেঙ্গালুরু এফসির

বেঙ্গালুরু, ৩১ ডিসেম্বরঃ আগের মরসুমে যথেষ্ট দাপটের সাথে খেলেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। যারফলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সুপার সিক্সে উঠে আসতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। তারপর জেরার্ড জারাগোজার তত্ত্বাবধানে দল চলে গিয়েছিল ফাইনালে। কিন্তু সেখানেই আটকে যেতে হয়েছিল হোসে মোলিনার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। সেই হতাশা কাটিয়ে এই সিজনে দলকে সাফল্য দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ। সেইমতো সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপকে পাখির চোখ করেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। কিন্তু ভালো খেলেও মেলেনি সাফল্য। টাইব্রেকারে পরাজিত হতে হয়েছিল পাঞ্জাব এফসির কাছে। তবে অনেকেই মনে করেছিল যে এই পরাজয় ভুলে আসন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টে হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে দল। কিন্তু তাঁর মাঝেই সকলকে হতাশ করেছিল জারাগোজার পদত্যাগ।

পরবর্তীতে জানা গিয়েছিল যে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি ও আগামী দিনের অনিশ্চিত রোড ম্যাপের দিকে নজর রেখেই দল ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ। তাতেই সম্মান জানিয়ে ছিল সুনীল ছেত্রীদের ফুটবল ক্লাব। যারফলে বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দলের দায়িত্ব পালন করছেন রেনেডি সিং। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই ভারতীয় কোচের নির্দেশ মতোই অনুশীলন চালাচ্ছিলেন দলের সকল ফুটবলাররা। কিন্তু এবার দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের অনিশ্চয়তার দিকে বাড়তি নজর রেখে নয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিন্দালের ফুটবল ক্লাব। মঙ্গলবারে অনুশীলনের পর দলের সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে টুর্নামেন্টের পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আপাতত দলের অনুশীলন স্থগিত রাখছে কর্নাটকের এই আইএসএল জয়ীরা। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। যেটা নিঃসন্দেহে চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে সমর্থকদের। মনে করা হচ্ছে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ফের নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করবে দেশের এই ফুটবল ক্লাব। যার ফলে এই মুহূর্তে মাত্র হাতে গোনা কিছু ফুটবল ক্লাব অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের ক্লাব ফুটবলে যেটা নিঃসন্দেহে অশনি সংকেত।

যত এগিয়ে আসছে বিশ্বকাপ তত উজ্জ্বল সামির ভবিষ্যৎ?

নির্বাচকদের ইউ-টার্নের ইঙ্গিত রিপোর্টে

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বরঃ লম্বা সময় ধরে ধোঁয়াশায় ঢাকা ছিল তাঁর নাম। ফিটনেস, বয়স, ইনজুরি-সব মিলিয়ে ভারতের সাদা বলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কি আর জায়গা হবে না মহম্মদ সামির? কিন্তু ২০২৭ বিশ্বকাপ যত কাছে আসছে, ততই বদলাচ্ছে ছবি। অন্তত সাম্প্রতিক রিপোর্ট তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এনডিটিভিকে দেওয়া বিসিসিআই সূত্রের দাবি, সামির নাম এখন নিয়মিত আলোচনায়। একেবারে 'আউট অফ র‍্যাডার' নন। বরং ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্স খুব মন দিয়ে নজরে রাখছেন নির্বাচকরা। সূত্রের বক্তব্য, ''সামি এখনও দৌড়ে রয়েছে। ফিট থাকলে উইকেট নেওয়া নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। এমনও হতে পারে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজেই তাঁকে দলে দেখা গেল। এমনকি ২০২৭ বিশ্বকাপও অসম্ভব নয়।'' এই ইউ-টার্ন উল্লেখযোগ্য। কারণ, ২০২৫ সালের মার্চে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আর ভারতের হয়ে খেলেননি সামি। অথচ সেই টুর্নামেন্টেই তিনি ছিলেন ভারতের যৌথ সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি (৯ উইকেট)। তার পর থেকে টেস্টেও দেখা যায়নি তাঁকে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন ২০২৩ সালের জুনে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। তবু আলোচনায় সামির নাম ফিরে

ফিরে আসার একটাই কারণ-সংখ্যা। সাম্প্রতিক সময়ে ছয়টি ম্যাচে (বিজয় হাজারে ও সৈয়দ মুস্তাক আলি মিলিয়ে) নিয়েছেন ১৭টি উইকেট। চলতি মরশুমের রঞ্জি ট্রফিতে মাত্র চার ম্যাচে ২০ উইকেট। বয়স ৩৫ হলেও ধার যে এখনও অটুট, সেটাই বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিনি। এই অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তনীরাও। বিশেষ করে যখন জসপ্রীত বুমরাহ ও মহম্মদ সিরাজকে বিশ্রামে, তখনও সামিকে দলে না রাখা অনেকের চোখে পড়েছে। বড় ম্যাচে পরীক্ষিত পেসারকে বাইরে রাখার যুক্তি নিয়ে প্রকাশ্যে বিস্ময় প্রকাশ করেন মহম্মদ কাইফ। সমস্যাটা অবশ্য কখনওই দক্ষতা নিয়ে নয়। আসল বাধা ফিটনেস। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর থেকে বারবার গোড়ালি ও হাঁটুর চোট, অস্ত্রোপচার, দীর্ঘ রিহ্যাব-সব মিলিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। সামি দাবি করছিলেন, তিনি খেলতে প্রস্তুত। রঞ্জিতে নিয়মিত খেলছেন বলে ইঙ্গিত দেন। সেই নিয়ে নির্বাচকদের উদ্দেশে একবার প্রকাশ্যে ক্ষোভও উগরেছেন তিনি। পাল্টা জবাব দেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিটে তাঁর বক্তব্য ছিল সংযত কিন্তু স্পষ্ট-''সামি ভারতের জন্য অসাধারণ পারফর্মার। ফিট থাকলে ও অনেক আগেই দলে ফিরত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফিটনেস তখন সঙ্গ দিচ্ছিল না।'' এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকেই। সামি নিয়মিত বোলিং করছেন, ফল পাচ্ছেন, চোট-আঘাতের খবর নেই। ফলে নির্বাচকদের মনোভাবেও ধীরে ধীরে বদল আসছে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজে তাঁর প্রত্যাবর্তন আর তেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে না। তবে রাস্তা এখনও কাঁটামুক্ত নয়। সামিকে ফিট থেকে ধারাবাহিকতা ধরে রেখে তরুণ পেসারদের সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে থাকতে হবে। কিন্তু এক সময় যে দরজাটা বন্ধ বলে মনে হচ্ছিল, সেটাই এখন একটু হলেও খুলেছে। ২০২৭ বিশ্বকাপের দিকে তাকিয়ে ভারত যদি পরীক্ষিত উইকেটশিকারির ওপর ভরসা করতে চায়, তাহলে সামিকে উপেক্ষা করা কঠিন। প্রশ্ন একটাই-শরীর কি শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দেবে?

৭৫ বলে ১৫৭! নির্বাচকদের দরবারে 'ঝোড়ো' বার্তা দিলেন সরফরাজ খান

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বরঃ নির্বাচকদের চোখে পড়ার জন্য কখনও আলাদা করে দরজায় কড়া নাড়েন না তিনি। ব্যাট-ই তাঁর পরিচয়পত্র। আর সেই ব্যাট দিয়েই আরও একবার জোরালো বার্তা পাঠালেন সরফরাজ খান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের আগে বিজয় হাজারে ট্রফিতে গোয়ার বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে মাত্র ৭৫ বলে ১৫৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন ২৮ বছরের এই ব্যাটার। বুধবারের ম্যাচে টস জিতে গোয়া বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তাতে খুব একটা লাভের লাভ হয়নি। শুরুতে অঙ্গকৃষ রঘুবংশী আউট হলেও যশস্বী জয়সওয়াল ও মুশির খান পরিস্থিতি সামলে দেন। তারপরই শুরু হয় সরফরাজের একতরফা শো। ১৪টি ছয় ও ৯টি চারে সাজানো ইনিংস গোয়ার বোলিং আক্রমণকে কার্যত ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতায় এই ইনিংস হয়ে ওঠে জাতীয় দলে ফেরার দাবিপত্র। তাৎপর্যপূর্ণভাবে যা এমন এক সময় এল, যখন জানুয়ারি ১১ থেকে শুরু হতে চলা নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দল নির্বাচন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। সরফরাজ এদিন সাফ সাফ বুঝিয়ে দেন-ফর্মের বিচারে তাঁকে উপেক্ষা করা কঠিন। এর আগে মুম্বইয়ের শেষ ম্যাচে নজর কাড়েন অধিনায়ক শার্দুল ঠাকুর। ছত্তীসগড়ের বিরুদ্ধে টস জিতে বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ-সবেতেই তাঁর আধিপত্যের ছাপ। প্রথম পাঁচ ওভারের মধ্যে বিপক্ষ বাহিনীকে ১০৪ করে দেন শার্দুলরা। পরে বাঁ-হাতি স্পিনার শামস মুলানি ৫ উইকেট ছিনিয়ে গুঁড়িয়ে দেন ইনিংস। ৩৮.১ ওভারে ১৪২ রানে মুড়িয়ে যায় ছত্তীসগড়। ব্যাট হাতে অঙ্গকৃষ শ (৬৮*) ও সিদ্ধেশ লাড অনায়াসে লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেন। ২৪ ওভারেই ম্যাচ শেষ করে মুম্বই। গ্রুপ 'সি'-তে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে জায়গা পাকা।

এগিয়ে গিয়ে পথ হারাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

সংবাদ সংস্থা, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ৩১ ডিসেম্বরঃ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে মঙ্গলবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ইয়োশুয়া জির্কজির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আয়োজকরা। একটি করে ড্র ও হারের পর গত রাউন্ডে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল ইউনাইটেড। কিন্তু বছরের শেষটা ভালো হলো না তাদের। ১৯ ম্যাচে ৮ জয় ও ৬ ড্রয়ে থেকে উগো বুয়েনোর শট ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন ইউনাইটেড গোলরক্ষক সেন লামেন্স। তিন মিনিট পর আর পারেননি তিনি। কর্নারে বক্সে লাফিয়ে হেডে সমতা টানেন লাদিস্লাভ। ৫৪তম মিনিটে আত্মঘাতী গোল করতে বসেছিলেন উলভারহ্যাম্পটনের ডিফেন্ডার ইয়েরসন। ব্যাক-পাস দিতে গিয়ে গড়বড় করে ফেলেন তিনি, বল যাচ্ছিল জালে, শেষ মুহূর্তে

৩০ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ১৫ পয়েন্টে পিছিয়ে তারা। আসরে এখনও জয়ের স্বাদ না পাওয়া উলভারহ্যাম্পটনের ৩ ড্রয়ে পয়েন্টও ৩। টানা ১১ হারের পর পয়েন্ট পেল তারা। শুরুতে ছন্দ পেতে ভুগছিল দুই দলই। ২৭তম মিনিটে গোলের জন্য দ্বিতীয় ও লক্ষ্যে প্রথম শটে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। সতীর্থের পাস বক্সে পেয়ে দারুণ নৈপুণ্যে জায়গা বানিয়ে বাঁ পায়ে শট নেন ডাচ স্ট্রাইকার জির্কজি, বল প্রতিপক্ষের একজনের গায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। ৪১তম মিনিটে দুরূহ কোণ গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেন গোলরক্ষক জোসে সা। ১০ মিনিট পর ডাবল সেভে ইউনাইটেডকে বাঁচান লামেন্স। কাছ থেকে লাদিস্লাভের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকানোর পর, ইয়েরসনের প্রচেষ্টা হাত বাড়িয়ে ব্যর্থ করে দেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক। নির্ধারিত সময়ের শেষ ১০ মিনিটে বেনিয়ামিন শেশকোর দুটি প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে ইউনাইটেডকে হতাশ করেন জোসে সা। নিউক্যাসলের বিপক্ষে একমাত্র গোলটি করা প্যাট্রিক ডোগু যোগ করা সময়ে জালে বল পাঠিয়ে উল্লাসে মাতেন, কিন্তু তার উদযাপন থেমে যায় লাইন্সম্যান পতাকা উঁচিয়ে ধরার পর, অফসাইড!

রোনাল্ডোর গোল, ড্র করল আল নাসরে

ভাগ্যের ছোঁয়ায় বছরের শেষ ম্যাচেও গোলের দেখা পেলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের আশা জাগালেও পারল না তার দল আল নাসরে। থেমে গেল তাদের রেকর্ড জয়যাত্রা।

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৩১ ডিসেম্বরঃ সৌদি প্রো লিগে মঙ্গলবার আল ইত্তিফাকের মাঠে ২-২ ড্র করে আল নাসরে। সৌদি প্রো লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে আসরের প্রথম ১০ ম্যাচের সবকটি জয়ের কীর্তি গড়ার পরের ম্যাচেই পয়েন্ট হারাল তারা। ষোড়শ মিনিটে ডাচ মিডফিল্ডার জর্জিনিয়ো ভেইনালডামের গোলে পিছিয়ে পড়ে আল নাসরে। ৪৭তম মিনিটে তাদের চলা রোনাল্ডোর ক্যারিয়ার গোল হলো ৯৫৭টি। এই বছরে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ৪৬ ম্যাচে ৪১ গোল করলেন ৪০ বছর বয়সী পর্তুগিজ মহাতারকা। ১১ ম্যাচে ১৩ গোল করে ফেলিক্সের সঙ্গে যৌথভাবে এবারের সৌদি প্রো লিগের সর্বোচ্চ স্কোরারও রোনাল্ডো। গত শনিবার লিগে আল ওখদুদের বিপক্ষে দলের ৩-০ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল

সমতায় ফেরান ছন্দে থাকা জোয়াও ফেলিক্স। ৬৭তম মিনিটে রোনাল্ডোর গোলে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। যদিও এই গোলের কৃতিত্ব ফেলিক্সের। বক্সে হেডের চেষ্টায় মাটিতে পড়ে যান রোনাল্ডো। এরপর উঠে দাঁড়ান তিনি। জটলার ভেতর থেকে ফেলিক্সের শট রোনাল্ডোর পিঠে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। হাজার গোলের পথে ছুটে করেছিলেন প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট বাকি থাকতে নিজের দ্বিতীয় গোলে সমতা টানেন ভেইনালডাম। শেষ দিকে সুযোগ পেলেও হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রোনাল্ডো। ১১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আল নাসরে। সমান ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আল তাওউন।

ওড়িশা এফসিতে পালাবদল, সিইও রাজ আথওয়াল সরে দাঁড়ালেন

সংবাদ সংস্থা, ভুবনেশ্বর, ৩১ ডিসেম্বরঃ গত আইএসএলে যথেষ্ট পয়েন্ট নষ্ট করেছিল ওড়িশা এফসি। ধীরে ধীরে দল ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেও আইএসএলের সুপার সিক্সে স্থান করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁদের টেক্কা দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে উঠে এসেছিল মুম্বাই সিটি এফসি। সেই হতাশা কাটিয়ে গত কলিঙ্গ সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও ছিটকে যেতে হয়েছিল প্রথম ম্যাচেই। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। সেইসব ভুলে নতুন ফুটবল সিজনের জন্য বহু আগে থেকেই ঘর গোছানোর কাজ শুরু করেছিল জগন্নাথের রাজ্যের এই দল। এক্ষেত্রে নয়া ফুটবলার সই করানোর পাশাপাশি দলের বেশকিছু ফুটবলারদের বিদায় জানাতে মরিয়া ছিল এই ফুটবল দল। সেইমতো গত কয়েক মাসে একাধিক ফুটবলারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ক্লাব। সময়ের সাথে সাথেই দীর্ঘ হয়েছে সেই তালিকা। সেক্ষেত্রে তৎকালীন কোচ সার্জিও লোবেরার নির্দেশ মতোই দল সাজিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। তাঁদের নিয়েই এবারের এই সুপার কাপে নেমেছিল জগন্নাথের রাজ্যের ফুটবল ক্লাব। কিন্তু সাফল্য মেলেনি। বরং গ্রুপ পর্বেই বিদায় নিতে হয়েছিল একবারের সুপার কাপ জয়ীদের। সেই ধাক্কা ভুলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ভালো পারফরম্যান্স করতে বদ্ধপরিকর সকলে। তবে এসবের মাঝেই ঘটে গিয়েছে অনেক কিছু। গত মাসেই দলের দায়িত্ব ছেড়েছেন সার্জিও লোবেরা। বর্তমানে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পাশাপাশি এবার ওড়িশা এফসির সিইউ পদ থেকে সরে এসেছেন রাজ আথওয়াল। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই নিয়ে

বিশেষ বিবৃতি জারি করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। যেখানে বলা হয়, 'ওড়িশা এফসি নিশ্চিত করতে পারে যে সিইও রাজ আথওয়াল ক্লাব ব্যবস্থাপনাকে তাঁর সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন এবং ক্লাবটি ও তা মেনে নিয়েছে। ক্লাব রাজের নেতৃত্ব, পেশাদারিত্ব এবং ক্লাবের সাথে তাঁর মেয়াদকালে অবদানের জন্য ক্লাব তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চায়।' আরও বলা হয়, 'তাঁর নেতৃত্বে, ওড়িশা এফসি সুপার কাপ জয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো শিরোপা নিশ্চিত করে, তারপরে ২০২৩-২৪ সালে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ জিতে এবং ওড়িশা এফসির পুরুষ ও মহিলা উভয় দলই এএফসি প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে।' এই নিয়ে রোহন শর্মা বলেন, ''রাজের সাথে ৫ বছর ধরে পরিচিত এবং কাজ করার পর, তাঁকে চলে যেতে দেখে আমি দুঃখিত। আমি জানি সে সবসময় ক্লাবের জন্য শুভকামনা করবে। সে জানে যে তাঁকে সর্বদা স্বাগত জানানো হবে এবং আমি তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য শুভকামনা জানাই।''

ভিলার টানা ১১ ম্যাচের জয়রথ থামিয়ে শীর্ষে থেকে বছর শেষ করল আর্সেনাল

গোলের ঠিকানা খুঁজে পেতে প্রথমার্ধ পেরিয়ে গেল আর্সেনালের। তবে একবার ডেডলক ভাঙার পর আর তাদের বেঁধে রাখতে পারল না অ্যাস্টন ভিলা। একের পর এক বল জালে পাঠিয়ে দারুণ এক জয় তুলে নিল মিকেল আর্তেতার দল।

লন্ডন, ৩১ ডিসেম্বরঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। এই জয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানের চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে গেল তারা। প্রিমিয়ার লিগে আগের আট রাউন্ডের সবগুলোয় জয়ী ভিলা এদিন কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি। পুরো ম্যাচে পজেশন রাখায় ও আক্রমণে আধিপত্য করে জয়ের আনন্দে ভাসে আর্সেনাল। তাদের গোলগুলো করেন-গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস, মার্তিন সুবিমেন্দি, লিয়ান্দ্রো ত্রোসার ও গাব্রিয়েল জেসুস। ১৯ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৩ ড্রয়ে আর্সেনালের পয়েন্ট হলো ৪৫। এক ম্যাচ কম খেলে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ম্যানচেস্টার সিটি। এই হারে শিরোপা লড়াইয়েও কিছুটা পিছিয়ে পড়ল ভিলা। ১৯ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে উনাই এমেরির দল। গত কয়েক মরসুমে ভিলার বিপক্ষে বারবার ভুগতে হয়েছে আর্সেনালকে। কয়েকদিন আগে সবশেষ মুখোমুখি লড়াইয়েও দলটির মাঠে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে হারতে হয় আর্তেতার দলকে। তবে এবার দারুণ পারফরম্যান্সেই ওই ক্ষতে প্রলেপ দিতে পারল শিরোপাপ্রত্যাশীরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামা ভিলাকে কোনো সময়ই স্বরূপে দেখা যায়নি। প্রথম ভালো সুযোগটি অবশ্য তারাই পেয়েছিল। ত্রয়োদশ মিনিটে মাঝমাঠে ভিক্তর ইয়োকেরেশের ভুলে বল পেয়ে আক্রমণে ওঠে দলটি কিন্তু সতীর্থের পাস পেয়ে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে ওলি ওয়াটকিন্সের শট লক্ষ্যে

থাকেনি। শুরু থেকেই আক্রমণে কিছুটা এগিয়ে ছিল আর্সেনাল। প্রথমার্ধে গোলের জন্য তারা শটও নেয় বেশি, যদিও খুব বেশি ভীতি ছড়াতে পারেনি তারা। এই সময়ে তাদের উল্লেখযোগ্য দুটি সুযোগই পান ইয়োকেরেশ কিন্তু একবারও হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি সুইডিশ ফরোয়ার্ড। বিরতির পর পুনরায় খেলা শুরু হতেই প্রতিপক্ষের ওপর চেপে বসে আর্সেনাল। চার মিনিটের ব্যবধান দুই গোলে এগিয়ে যায় তারা। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের ব্যর্থতায় প্রথম গোল হজম করে ভিলা। ৪৮তম মিনিটে কর্নার থেকে উড়ে আসা বল গ্লাভসে নিতে লাফিয়ে ওঠেন মার্টিনেজ, তার সামনে লাফিয়ে ওঠেন গাব্রিয়েলও, আয়ত্বের মধ্যে পেয়েও দলকে বাঁচাতে পারেননি মার্টিনেজ, বল তার হাতে লেগে গাব্রিয়েলের শরীরে লেগে গোললাইন পেরিয়ে যায়। সফরকারীদের পক্ষ থেকে অবশ্য গোলরক্ষককে ফাউল করার দাবি তোলা হয় তরে ভিএআরের সাহায্যে গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। দ্বিতীয় গোলটি নিয়ে অবশ্য কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। ডি-বক্সে থ্রু পাস বাড়ান মার্টিন ওডেগোর, আর প্রথম ছোঁয়ার শটে আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সুবিমেন্দি। ৬৫তম মিনিটে ব্যবধান বাড়তে পারত আরও। ওডেগোরের সেই শট অবশ্য ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন মার্টিনেজ। একটু পরেই অবশ্য স্কোরলাইন ৩-০ করে জয়ের পথে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে পোস্ট ঘেঁষে বল জালে পাঠান ত্রোসার। জায়গা থেকে নড়ার সুযোগ পাননি মার্টিনেজ। ৭৭তম মিনিটে ইয়োকেরেশকে তুলে জেসুসকে নামান আর্তেতা। চোট কাটিয়ে ফেরার পর ছন্দ খুঁজে পাওয়ার লড়াইয়ে থাকা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মাঠে নামার ৫৫ সেকেন্ডে গোল উৎসবে যোগ দেন। ত্রোসারের পাস ডি-বক্সে ধরেই নিখুঁত শটে গোলটি করেন জেসুস। যোগ করা সময়ে খুব কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে নিজের জন্মদিন রাঙান ওয়াটকিন্স। সান্ত্বনার গোল নিয়ে মাঠ ছাড়ে অ্যাস্টন ভিলা। দিনের আরেক ম্যাচে, ঘরের মাঠে বোর্নমাউথের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে চেলসি। ১৯ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে চেলসি। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে চতুর্থ স্থানে লিভারপুল, একটি ম্যাচ কমও খেলেছে তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com